জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বন্ধ ফ্লাইওভার

আগামী ৩ দিন বন্ধ তারাতলা ফ্লাইওভার। ১৬ তারিখ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত বন্ধ রাখা হবে সেতু। সেতুর লোড টেস্টিংয়ের কাজ চলবে এই সময়। বিকল্প পথের কথা জানিয়েছে পুলিশ

শুষ্ক আবহাওয়া

তাপমাত্রা কমছে কলকাতা-সহ গোটা বাংলার। ১৪.৮ ডিগ্রিতে নামল কলকাতার তাপমাত্রা। বঙ্গোপসাগরে কোনও ঘূর্ণাবর্ত না থাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। ফলে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে দক্ষিণবঙ্গে

এসআইআর-বলি আরও ১ মালদহে আত্মঘাতী প্রৌঢ়

দূষণে রাজধানী দিল্লির রাজপথ ধোঁয়াশা-ঢাকা, গাড়িতে সংঘর্ষ

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৯৯ ● ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ ● ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ ● রবিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 21, Issue - 199 ● JAGO BANGLA ● SUNDAY ● 14 DECEMBER, 2025 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

বেসরকারি আয়োজক সংস্থার চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতা

মেসি অদর্শনে বিশৃঙ্খলা

চটজলদি ব্যবস্থা পুলিশের ■ গ্রেফতার মূল উদ্যোক্তা ■ ফিরে গেলেন শাহরুখ-সৌরভ

চিত্তরঞ্জন খাঁড়া

ভোররাতে পা রেখেছিলেন শহরে। ফুটবলের বরপুত্র লিওনেল মেসি কলকাতায়। শনিবার সকাল থেকেই স্বাভাবিক ছন্দে ঘটছিল সব কিছু। হোটেলে শাহরুখ খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ, সেখান থেকেই লেকটাউনে নিজের ৭০ ফুটের মূর্তি ভার্চুয়ালি উদ্বোধন, সবই চলছিল সূচি মেনে। কিন্তু তাল কাটল মেসির যুবভারতী ঢোকার পরই। মেসির গোট কনসার্টের উদ্যোক্তার অনুগামীরা মেসিকে ঘিরে থাকায় গ্যালারি থেকে দর্শকেরা প্রিয় তারকাকে দেখতেই পেলেন না! বারবার অনুরোধের পরেও মাঠে ঢুকে পড়া অবাঞ্ছিত লোকজনকে বের করা সম্ভব হয়নি। বিরক্তিতে মেসি মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই রণক্ষেত্র যুবভারতী। চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলায় ক্ষোভের আগুন জ্বলল গ্যালারিতে। মেসিকে দেখতে না পেয়ে স্টেডিয়াম ভাঙচুর করল ক্ষুব্ধ জনতা। আয়োজনে অব্যবস্থার কারণে মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্তকে বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করল পুলিশ। দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার।

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন। মেসির সঙ্গে তাঁর দুই সতীর্থ লুই সুয়ারেজ, রডরিগো ডি পল। রয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসও।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীম রায়ের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গড়ার কথা ঘোষণা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী যুবভারতী আসার পথেই বিশৃঙ্খলার খবর পেয়ে আর মাঠে আসেননি। সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে মেসি, সকল ক্রীড়াপ্রেমীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। শাহরুখ যুবভারতীর বাইরে থেকে হোটেলে ফিরে যান। সৌরভ মাঠে এসেই পরিস্থিতির (এরপর ১১ পাতায়)

সোজাসাপটা তৃণমূল

- সম্পূর্ণভাবে বেসরকারি আয়োজক সংস্থার চরম অব্যবস্থাপনার ফল
- রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। তদন্ত চলুক হেফাজতে নিয়ে
- সংস্থার কাছ থেকে স্টেডিয়াম ও জনতার ক্ষতিপূরণ নেওয়া হোক
- সরকারের পক্ষ থেকে অরূপ বিশ্বাস ক্রীড়ামন্ত্রী হিসেবে আমন্ত্রিত ছিলেন
- রাজ্য সরকারের অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়াটাই স্বাভাবিক। না দিলে দোষ দিত বাংলা-বিরোধীরাই
- মুখ্যমন্ত্রী তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় বক্তব্যও দিয়েছেন
- বিজেপি-সমর্থিত দুষ্কৃতীরা গেরুয়া পতাকা নিয়ে মাঠে ঢুকে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। সুযোগ বুঝে বিশৃঙ্খলা করেছে
- বিজেপি বাংলাকে বদনাম করতে যেকোনও সীমা ছাড়াতে পারে
- পুলিশ এ-ধরনের কাজের সঙ্গে জড়িতদের ভূমিকা খতিয়ে দেখুক
- নবান্ন অভিযান হোক বা অন্য কোনও কর্মসূচি—বিজেপির কুখ্যাতরাই বরাবর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অশান্ত করেছে

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ—'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

নদীকথা

নদী কথা বলে না?
বলে বলে!
নদী বলে জলোচ্ছ্বাসে।
শুনছো কলেবর?
দেখেছো প্লাবন?
নদীতে যখন ভরা শ্রাবণ?
ভাদুরে মাসে জলের চাদরে?
নদীর স্রোতে বৃষ্টির কণা
গড়ে তোলে কত জল ফেনা,
বালিতে ধাক্কা,
বাঁধ ভেঙে যায়,
দু-পাশে জলে টানা বিভীষিকা,
ঝরে যায় প্রাণ
পড়ে অকাতরে
সব ডুবে যায়।
অসহায় ঘর শুধু মাথা নাড়ে,
গাছপালা সব যাচ্ছে পড়ে,
নদী শুধু তখন গর্জন করে।
তার গর্জনে ধরণী মাত,
প্রতিবেশী পাড়া ভয়ে কাত।
নদীর তুফান,
নদীর বকা,
সবাই স্তব্ধ,
নদী কথা বলে একা।

বিস্মিত! স্তম্ভিত! ক্ষমাপ্রার্থী তদন্ত কমিটি তৈরি মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের মেসি শো-এ আয়োজকদের চূড়ান্ত অব্যবস্থা দেখে বিস্মিত মুখ্যমন্ত্রী। চটজলদি গড়লেন বিশেষ তদন্ত কমিটি। তিনি ক্ষমা চাইলেন লিওনেল মেসির কাছে। ক্ষমা চাইলেন ফুটবলপ্রেমী-দর্শকদের কাছেও।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেই কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, সল্টলেক স্টেডিয়ামে যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হল তাতে আমি স্তম্ভিত। হাজার হাজার ক্রীড়াপ্রেমী এবং ভক্ত যাঁরা এক ঝলক তাঁদের প্রিয় ফুটবল তারকা লিওনেল মেসিকে দেখার জন্য এসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আমিও যাচ্ছিলাম। (এরপর ১১ পাতায়)

টিকিটের মূল্য ফেরতের ব্যবস্থা

প্রতিবেদন : কেউ ৪ হাজার, কেউ ৮ হাজার, কেউ ১০ এমনকী ১৫ হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কেটেছেন। কিন্তু চরম বিশৃঙ্খলার কারণে মেসিকে দেখাই হল না তাঁদের! মাসের পর মাস যাঁরা স্বপ্নের নায়ককে দেখার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, টিকিট কাটার অর্থ জমিয়েছিলেন, তাঁদের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হল আয়োজকদের অপেশাদারিত্বে। এই পরিস্থিতিতে দর্শকদের টিকিটের টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থার কথা জানিয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। (এরপর ১১ পাতায়)

গেরুয়া পতাকা নিয়ে স্লোগান উঠল যুবভারতীতে, বিশৃঙ্খলায় ওরা কারা

প্রতিবেদন : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে গেরুয়া পতাকা হাতে ওরা কারা? মেসিকে দেখতে গেরুয়া পতাকা নিয়ে মাঠে কেন? শনিবার ব্যাপক গন্ডগোল ও ভাঙচুরের সময় একদল গেরুয়া পতাকাধারীকে দেখে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের তরফে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় বলা হয়েছে, আমরা দেখেছি বিজেপি-সমর্থিত দুষ্কৃতীরা মাঠে ঢুকে উসকানি দিতে ও অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে। তারা গেরুয়া পতাকা বহন করছিল এবং স্লোগান দিচ্ছিল। দর্শকদের ক্ষোভের

সুযোগ নিয়ে এরা বিশৃঙ্খলা করছিল। এরা শকুনের রাজনীতি করেছে। বাংলা-বিরোধী বিজেপি বাংলাকে বদনাম করতে যেকোনও সীমা ছাড়াতে পারে। পুলিশের উচিত এই ধরনের অসামাজিক তৎপরতার সঙ্গে জড়িতদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা। নবান্ন অভিযান হোক বা অন্য কোনও কর্মসূচি— বিজেপির কুখ্যাত অপরাধীরাই বরাবর রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অশান্ত করেছে। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও (এরপর ১১ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
14 December, 2025 • Sunday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯১২
হেমাঙ্গ বিশ্বাস (১৯১২-১৯৮৭) এদিন অসমের শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জের মিরাশি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হরকুমার বিশ্বাস ও মাতা সরোজিনী বিশ্বাস। মাঠে-প্রান্তরের শ্রমজীবী মানুষের মাঝেই বড় হয়ে উঠেছিলেন। মাটির কাছাকাছি থাকা লোকগায়ক মানুষটি গণসঙ্গীতে দিয়েছিলেন এক নতুন রূপ। রসদ সংগ্রহ করেছিলেন নিজের দেশের মাটি থেকে। শুধু সঙ্গীতের ক্ষেত্রেই নয়, আসলে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। গান-কবিতা লেখার পাশাপাশি দারুণ আবৃত্তি করতেন। ছবি আঁকার হাত যেমন ভাল, তেমনই ঘর সাজানোর জিনিস তৈরিতেও ছিলেন এক ওস্তাদ কারিগর। এক কথায় লোকজীবনের সঙ্গে যা কিছু জড়িত তার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। তাঁর 'তোমার কাস্তেটারে দিও শান',

'কিষান ভাই, তোর সোনার ধানে বর্গী নামে' প্রভৃতি গান বাংলা ও অসমে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। 'কল্লোল', 'তীর', 'লাল লণ্ঠন' প্রভৃতি নাটকে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। 'লাল লণ্ঠন' নাটকের গানে বিভিন্ন চিনা সুর ব্যবহার করেছিলেন। বাংলায় অনুবাদও করেন চিনা ভাষার অনেক গান। 'হেমাঙ্গ' শব্দের চিনা অনুবাদ করেন 'চিন শিন'। অসমিয়াদের প্রতি ভালবাসা থেকে বাড়ির নাম রাখেন 'জিরণি' অর্থাৎ বিশ্রাম।

১৯২৪
রাজ কাপুর (১৯২৪-১৯৮৮) এদিন অবিভক্ত ভারতের পেশোয়ারে জন্মগ্রহণ করেন। বলিউডের শোম্যান হিসেবে পরিচিত ছিলেন এই কিংবদন্তি অভিনেতা। কাপুরের পরিবারকে দেশে-বিদেশে সম্মান করা হত তাঁর বাবা পৃথ্বীরাজ কাপুরের সময় থেকেই। শ্রী ৪২০, মেরা নাম জোকার, আনাড়ি, ছলিয়া, আওয়ারা, ধরম করম ইত্যাদি ছবির জন্যই রাজ কাপুর অমর হয়ে থাকবেন। তাঁর পাঁচ সন্তান ঋষি কাপুর, রণধীর কাপুর, রাজীব কাপুর, রিমা কাপুর, ঋতু নন্দা। এঁরাও পরবর্তীকালে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

১৯৭০
কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮৩-১৯৭০) এদিন পরলোকগমন করেন। প্রসিদ্ধ পল্লিপ্রেমী কবি ও শিক্ষাবিদ। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, কুমুদরঞ্জনের কবিতা পড়লে বাংলার গ্রামের তুলসীমঞ্চ, সন্ধ্যাপ্রদীপ, মঙ্গলশঙ্খের কথা মনে পড়ে। পেয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র সুবর্ণপদক, জগত্তারিণী স্বর্ণপদক এবং পদ্মশ্রী। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল— শতদল, বনতুলসী, উজানী, একতারা, বীথি, চুন ও কালি, বীণা, বনমল্লিকা, কাব্যনাট্য দ্বারাবত, রজনীগন্ধা, নূপুর, অজয়, তূণীর, স্বর্ণসন্ধ্যা ইত্যাদি। জীবদ্দশায় অপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থটি হল 'গরলের নৈবেদ্য'। এটি সোমনাথ মন্দির সম্পর্কিত ১০৮টি কবিতার সংকলন।

১৭৯৯
জর্জ ওয়াশিংটন (১৭৩২-১৭৯৯) এদিন প্রয়াত হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি। প্রেসিডেন্ট হওয়ার কয়েক বছর আগেই শেষ হয়ে যেতে পারত জর্জ ওয়াশিংটনের জীবন। সেবার এক ষড়যন্ত্রীর ভুলে বেঁচে যান ওয়াশিংটন। এদিন গলার প্রদাহের কারণে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে চিকিৎসারত ডাঃ ক্রেককে বলেন, আমি সহজে মরব না, তবে মরতে আমি ভয় পাই না। তাঁর শেষ কথা ছিল, "ইট ইজ ওয়েল" অর্থাৎ 'এই ভাল'।

১৫০৩ নস্ত্রাদামুস (১৫০৩-১৫৬৬) এদিন (মতান্তরে ২১ ডিসেম্বর) জন্মগ্রহণ করেন। ফরাসি ভবিষ্যদ্বক্তা, জ্যোতিষী, লেখক এবং ঔষধ প্রস্তুতকারক ও চিকিৎসা সামগ্রী বিক্রেতা। তিনি তাঁর লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ প্রকাশ করে বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। তাঁর লেখা লেস প্রোফেসিস গ্রন্থে ৬,৩৩৮টি ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন, যার মধ্যে অনেকগুলিই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ হয়েছিল ১৫৫৫ সালে।

কর্মসূচি

■ চণ্ডীতলা বিধানসভার অন্তর্গত বেগমপুরে অগ্নিকল্প আয়োজিত বার্ষিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলাশাসক, মহকুমা শাসক, জেলা পরিষদের মেন্টর সুবীর মুখোপাধ্যায়-সহ বিশিষ্টজনেরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৮৪

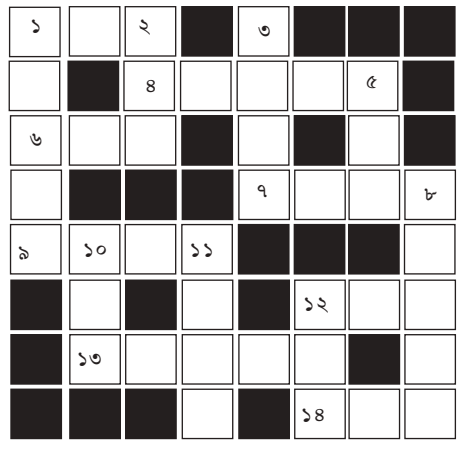

পাশাপাশি : ১. চৈত্রমাসে দেয় খাজনা ৪. মন্দ ভাগ্য ৬. নগর, পট ৭. তেল সরষে দিয়ে রাঁধা কইমাছের ঝোল ৯. নিকট, সম্মুখ ১০. নক্ষত্রবিশেষ ১৩. সমাজের শিষ্ট ও মার্জিত রুচি সম্প্রদায় ১৪. রান্না।

উপর-নিচ : ১. বসন্তবাতাস ২. পত্র, চিঠি ৩. নিজে নিজে ৫. বন্ধক ৮. অধুনাতন, আজকালকার ১০. জেল্লা ১১. সম্রাট, বাদশাহ ১২. দেবতা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৮৩ : পাশাপাশি : ১. ঘণ্টেশ্বর ৩. পক্ষজ ৫. নাগ ৭. লক্ষণ ৮. তহরি ১০. অস্তিত্ব ১২. রতিশ ১৪. শ্বভ্র ১৭. মারণ ১৮. ভরম্ভর। **উপর-নিচ:** ১. ঘটনা ২. রক্তিল ৩. পরিণত ৪. জমা ৬. গভস্তি ৯. হর্যশ্ব ১১. ত্বরমাণ ১৩. শলভ ১৫. ভ্রমর ১৬. সোমা।

১৩ ডিসেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩২৩০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩২৯৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৬৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৮৯৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৮৯৮০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯১.৭১	৮৯.২৮
ইউরো	১০৭.৫০	১০৫.২৮
পাউন্ড	১২২.৩১	১১৯.৮৮

নজরকাড়া ইনস্টা

■ শিল্পা শেঠি

■ ইমন চক্রবর্তী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

14 December 2025 • Sunday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
রবিবার

ভুয়ো কল-সেন্টারের পর্দাফাঁস। কলকাতা পুলিশের অপরাধ দমন শাখার জালে ৭ প্রতারক। দক্ষিণ কলকাতার পর্ণশ্রী থেকে গ্রেফতার করল পুলিশ

টিকিটের টাকা ফেরানো হবে বললেন ডিজি

কলকাতার আবেগে আঘাত উপযুক্ত শাস্তি পাবে দোষীরা

প্রতিবেদন : পাঁচ-দশ-বিশ হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কেটেছিলেন মানুষ। আশা ছিল, বিশ্বকাপ জয়ী ফুটবলের রাজপুত্রকে যুবভারতীর ঘাসে চাক্ষুষ করবেন। কিন্তু আয়োজকদের অব্যবস্থায় শনিবাসরীয় সল্টলেক স্টেডিয়ামে চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে সেই স্বপ্নের নায়ক লিওনেল মেসিকে দেখাই হল না ভাল করে। মাসের পর মাস যাঁরা মেসিকে একবার দেখার অপেক্ষায় টিকিট কাটার অর্থ জমিয়েছিলেন, তাঁদের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হল আয়োজকদের অপেশাদারিত্বে। তাই রাজ্য পুলিশের তরফে দর্শকদের টিকিটের টাকা ফেরতের ব্যবস্থা করার কথা জানিয়ে দিলেন ডিজি রাজীব কুমার। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শনিবার যুবভারতী স্টেডিয়ামের বিশৃঙ্খলা নিয়ে তুলে ধরলেন পুলিশি পদক্ষেপের খুঁটিনাটি। ডিজির কথায়, কলকাতা আবেগপ্রবণ জায়গা। মানুষ ভেবেছিলেন, মেসিকে খুব ভালভাবে দেখা যাবে। তিনি অনেকক্ষণ মাঠে থাকবেন। কিন্তু অনুষ্ঠান দ্রুত শেষ হওয়ায় দর্শকেরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।

এদিন সল্টলেক স্টেডিয়ামে লিওনেল মেসিকে নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রিয় তারকাকে দেখতে না পেয়ে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। বারবার বলা সত্ত্বেও মাঠে ঢুকে পড়া অবাঞ্ছিত লোকজনকে বের করা সম্ভব হয়নি। একরাশ বিরক্তি নিয়ে মেসি-সুয়ারেজরা যুবভারতী ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন ভক্তরা। স্টেডিয়ামে ভাঙচুর থেকে অগ্নিসংযোগ করা হয়। বিধাননগর পুলিশের বিশাল বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। পরে রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম বলেন, কোথাও আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হলে আমাদের প্রথম কর্তব্য শান্তি ফিরিয়ে আনা। ইতিমধ্যেই পরিস্থিতি পুরোটাই নিয়ন্ত্রণে। স্টেডিয়ামের আশপাশে কোথাও কোনও জমায়েত নেই। কোনও হতাহত নেই। সবাই নিরাপদে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, ঘটনার তদন্তে ইতিমধ্যেই উচ্চপর্যায়ের কমিটি গড়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিপর্যয়ের নেপথ্যে যারা দোষী, তাদের প্রত্যেকের শাস্তি নিশ্চিত করা হবে।

যুবভারতীর গোট কনসার্টে লজ্জার ঘটনার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ডিজি রাজীব কুমার বলেন, মেসিকে কেউ দেখতে পায়নি। যা টিকিট বিক্রি হয়েছে সেই টাকা ফেরত দিতে হবে। টিকিট ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোক্তারা যদি সঠিক ব্যবস্থা না নেয় তাহলে পদক্ষেপ করা হবে। তদন্তে কেউ দোষী প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কেউ ছাড় পাবে না। প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই 'গোট কনসার্ট'-এর মূল উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যুবভারতী স্টেডিয়ামের বিশৃঙ্খলায় আয়োজকদের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু হয়েছে।

■ যুবভারতীর ঘটনা নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে রাজীব কুমার ও জাভেদ শামিম। শনিবার।

এরা নাকি ফুটবলপ্রেমী? দর্শকদের ন্যায্য ক্ষোভের সুযোগ নিয়ে গুন্ডামি

প্রতিবেদন : ফুটবলের রাজপুত্র লিওনেল মেসিকে নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা! মেসিকে দেখতে না পেয়ে ক্ষুব্ধ ভক্তেরা। স্বপ্নের নায়ক স্টেডিয়াম ছাড়তেই শুরু তাণ্ডব। সেই তাণ্ডবের শুরুর দিকের একটি ভিডিও এবার সামনে এসেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে কীভাবে দর্শকাসন ও মাঠের মাঝের গ্রিলের তালা ভেঙে একদল উচ্ছৃঙ্খল তরুণ মাঠে ঢুকে ভাঙচুর শুরু করে! ক্রীড়াপ্রেমী দর্শকদের ক্ষোভ অবশ্যই ন্যায্য। কিন্তু তাঁদেরই একটা দল সেই ন্যায্য ক্ষোভের সুযোগ নিয়ে গুন্ডামি করেছে! এরা ক্রীড়াপ্রেমী? এরা মেসিকে দেখতে গিয়েছিল? ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, দর্শকাসনের চেয়ার ভেঙে মাঠে ছুঁড়ে ফেলার পর মাঠে ঢোকার চেষ্টা করে একদল উচ্ছৃঙ্খল তরুণ। সঙ্গে মুখে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ! প্রথমে ইটের আঘাতে গ্রিলের তালা ভাঙার চেষ্টা করে তারা। ব্যর্থ হওয়ায় একটি লোহার রড জোগাড় করে তাই দিয়ে তালা ভেঙে মাঠে ঢুকে বেলাগাম গুন্ডামি-ভাঙচুর চালায় তাঁরা। অনুষ্ঠানের অব্যবস্থায় ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ নিয়েছে পুলিশ। নিখুঁত তদন্তের জন্য উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটিও গঠন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তার মধ্যে এই অপসংস্কৃতির চক্রান্তকারী বাংলা-বিরোধী গুন্ডাবাহিনীকে চিনে রাখা দরকার!

■ ভাঙা হচ্ছে ফেন্সিংয়ের গেট।

পুনরায় ধৃত তৃণমূল নেতা খুনে অভিযুক্ত

সংবাদদাতা, হুগলি: তৃণমূল নেতাকে খুনের দায়ে গ্রেফতারের পর জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন সঞ্জয় দাস নামে এক ব্যক্তি। এরপর এক যোগা শিক্ষক-সহ তিন যুবককে মারধরের অভিযোগে ফের গ্রেফতার করা হল অভিযুক্ত সঞ্জয় দাসকে। তাঁর বিরুদ্ধে, যোগা শিক্ষককে ইট-পাথর দিয়ে মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তাকে গ্রেফতার করেছে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, গত ৭ ডিসেম্বর রাতে বিয়েবাড়ি থেকে ফিরছিলেন যোগা শিক্ষক জ্যোতিষ্ক বাইন-সহ তিন যুবক। অভিযোগ আচমকা মদ্যপ অবস্থায় তৃণমূল নেতা খুনে অভিযুক্ত সঞ্জয় দাস ইট, পাথর নিয়ে হামলা চালায়। মাথা ফেটে যায় ওই শিক্ষকের। মুখে আঘাত লাগে বাকিদের। গোটা ঘটনায় সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরাল হয়। থানায় অভিযোগ জানান তিনি। ঘটনার তদন্তে নামে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ। এরপরই পুলিশ জানতে পারে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আগেই খুনের অভিযোগ রয়েছে। তারপরই তাকে ফের গ্রেফতার করা হয়।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে ৪ জুন নিমতায় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে খুন করা হয় তৃণমূল নেতা নির্মল কুণ্ডুকে। তিনি নিমতা অঞ্চলের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি ছিলেন।

■ লেক টাউনে নিজের মূর্তির ভার্চুয়াল উদ্বোধনের আগে শহরের এক হোটেলে মন্ত্রী সুজিত বসু, শাহরুখ খানের সঙ্গে লিও মেসি।

উন্নয়নের রূপরেখা তৈরিতে বিশেষ সভা

সংবাদদাতা, বসিরহাট: উন্নয়নের লক্ষ্যে অভিনব উদ্যোগ নিল উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া ব্লকের অন্তর্গত শালিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। শালিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত এলাকায় উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে বারংবার উদ্যোগী হচ্ছেন গ্রাম পঞ্চায়েত। আগামী দিনের উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করতে ডাকা হল বিশেষ সাংসদ সভা। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য এবং সাধারণ মানুষ। গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সরাসরি যোগাযোগ রেখে এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়াকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার মানুষ। বিগত দিনে যে সকল উন্নয়ন হয়েছে সেগুলিকে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়। এছাড়াও আগামী দিনে আরও কী কী উন্নয়ন করা হবে সেই বিষয়ে চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি হয়। এবার এক ধাপ এগিয়ে অর্থাৎ আগামী দিনের উন্নয়ন কীভাবে আরও সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে সেদিকেই লক্ষ্য দিয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান।

কমিশনের খামখেয়ালিপনা বিঘ্ন স্কুলের পঠন-পাঠন

প্রতিবেদন : একেই শিক্ষকদের বিএলও-এর কাজ দিয়ে স্কুলে পঠন পাঠনের অবস্থা সঙ্গীন করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এরপর কমিশনের সিদ্ধান্ত নিয়ে শুরু হল আরও বিভ্রান্তি। কমিশন জানিয়েছে, খসড়া তালিকা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত বিএলওদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এরপরেই প্রশ্ন উঠছে তাহলে ততদিন স্কুলগুলিতে পঠন-পাঠনের কী হবে? খাতা দেখা থেকে শুরু করে পরীক্ষা নেওয়ার কাজ করার ভাড়ারে টান পড়েছে,। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের বিএলও হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে স্কুলে মিড ডে মিলের দেখাশোনা-সহ অন্যান্য আরও যে সমস্ত কাজ শিক্ষকদের করতে হত, সেই কাজগুলো বিঘ্ন হচ্ছে। এই পরিস্থিতি আর কতদিন চলবে তাই নিয়ে চিন্তায় স্কুল কর্তৃপক্ষ। তার মধ্যে এই ডিসেম্বর মাসে থাকে প্রত্যেকটি স্কুল এই স্পোর্টস, বার্ষিক পরীক্ষা সহ বিভিন্ন কর্মসূচি। বহু স্কুলের প্রধানশিক্ষককেও বিএলওর কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে স্কুল পরিচালনায় সমস্যা হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছিলেন, ওঁদের প্রচুর পরিশ্রম করিয়েছে। সেই তুলনায় তাঁদের যথাযথ সম্মান দেওয়া হয়নি। এই মুহূর্তে এত খাটনির মধ্যে দিয়ে কতজন শিক্ষকের স্কুলে ফেরার শারীরিক সক্ষমতা থাকবে সেটা দেখার বিষয়। তবে আমি চাই শিক্ষকেরা স্কুলে ফিরে যাক। এতদিন ধরে শিক্ষকেরা বিএলও হিসাবে যে-কাজ করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ শিক্ষকদের।

উপস্থিতি ছাড়াল ৭৫ হাজার

প্রতিবেদন : ১৩ দিনে সেবাশ্রয়-২ স্বাস্থ্যশিবিরে মানুষের উপস্থিতি ছাড়াল ৭৫ হাজারের গণ্ডি। পয়লা ডিসেম্বর থেকে ডায়মন্ড হারবারবাসীর সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্যে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শুরু হওয়া সেবাশ্রয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে উপকৃত মানুষের সংখ্যা প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। শনিবার পর্যন্ত ডায়মন্ড হারবারের মেটিয়াবুরুজে ১৬টি সেবাশ্রয় ক্যাম্পে বিনামূল্যে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পেতে নাম নথিভুক্ত করেছেন মোট ৭৭,১৯৮ জন। এদিন সেবাশ্রয় ক্যাম্পের ১৩তম দিনে নাম লিখিয়েছেন ৬,৭৯৮ জন। এদিন মোট ৩,৯১৭ জনকে চিকিৎসার পর বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দেওয়া হয়েছে। ৪,০০১ জনের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিনামূল্যে সম্পন্ন হয়েছে। এদিন ৩২ জনকে তাঁদের পরিস্থিতি বুঝে বিভিন্ন হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

সেবাশ্রয়

সম্পাদকীয়

14 December, 2025 • Sunday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শত্রুদের চিনুন

শনিবার যুবভারতীতে এসেছিলেন লিওনেল মেসি। মেসি-অদর্শনে যুবভারতীতে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তার দায় নিতে হবে আয়োজক সংস্থাকে। আয়োজক সংস্থার কর্তা গ্রেফতার হয়েছেন। তাঁকে হেফাজতে নিয়ে তদন্ত চলুক। ক্ষুব্ধ দর্শকদের তাণ্ডবে গোটা স্টেডিয়ামের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। সেই ক্ষতিপূরণ আয়োজক সংস্থাকে দিতে হবে। সরকারের পক্ষে ক্রীড়ামন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেটাই স্বাভাবিক। সরকারও অনুষ্ঠানের অনুমতি দিয়েছিল। কোনও কারণে অনুমতি না দিলে দোষ ঘাড়ে চাপত সরকারের। ঘটনার পরেই কড়া ব্যবস্থা নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। নিজের বক্তব্য স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে বলেছেন, তিনি বিস্মিত, স্তম্ভিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী। পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে আয়োজক কর্তাকে গ্রেফতার করেছে। মাথায় রাখতে হবে মাঠের মধ্যে বিজেপি-সমর্থিত গেরুয়া বাহিনীকে পতাকা হাতে দেখা গিয়েছে এবং তারা ভাঙচুরে নেতৃত্ব দিয়েছে। ফলে বিজেপির গদ্দার যখন নানা উসকানিমূলক কথা বলছেন তখন তাঁকে মাথায় রাখতে হবে, দর্শক সেজে মাঠের মধ্যে তাঁদের সমর্থকেরাই তাণ্ডব চালিয়েছে। আসল লক্ষ্য ছিল বাংলাকে কলুষিত করা। নবান্ন-অভিযান বা অন্য যেকোনও কর্মসূচিতে বিজেপি-সমর্থকেরাই বারবার আইন-শৃঙ্খলা নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে পরিস্থিতি অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। শনিবারের যুবভারতীতেও একই ঘটনা ঘটেছে। বাংলার শত্রুদের চিনে নিতে হবে।

সহিষ্ণুতার মাটিতে অসহিষ্ণুতার চাষ-প্রয়াস

ডাঃ বৈদ্যনাথ ঘোষ দস্তিদার

পশ্চিমবঙ্গে ব্রিগেডে গত রবিবার যে লজ্জাজনক ও হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেছে, তা শুধু একজন মানুষের ওপর হামলা নয়— এটি আমাদের মানবতা, গণতন্ত্র এবং সামাজিক ন্যায়বোধের উপর সরাসরি আঘাত। একজন গরিব মানুষ, যিনি হাতের জোরে, ঘামের বিনিময়ে চিকেন প্যাটিস বিক্রি করে নিজের পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখেন, তাঁর ওপর নির্মম ও বর্বর হামলা চালানো হয়েছে। জীবিকার জন্য রাস্তায় দাঁড়ানো একজন পরিশ্রমী মানুষের প্রতি এমন অমানবিক আচরণ বাংলার মাটি কোনওদিন সহ্য করেনি, ভবিষ্যতেও করবে না।

বাংলার সংস্কৃতি সহমর্মিতা, মানবতা এবং পরিশ্রমী মানুষের প্রতি সম্মান শেখায়। এখানে মাটি চাষ করা কৃষক, দিনমজুরের শ্রম, এবং ছোটখাটো ব্যবসা করা মানুষের ঘাম— এগুলোই আমাদের সমাজের ভিত্তি। সে সমাজে কোনও মতাদর্শ, কোনও গোষ্ঠী, কোনও রাজনৈতিক শক্তি— সাধারণ মানুষের জীবনে সন্ত্রাস চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার রাখে না। মানুষের কাজ করে খাওয়ার অধিকার ভারতের সংবিধান দিয়েছে; সেই অধিকার কেড়ে নেওয়া মানে সংবিধানের আত্মাকে আঘাত করা। এই ঘটনার মধ্যে যে অসহিষ্ণুতা, হুমকি, এবং বিদ্বেষের রাজনীতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে—তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। আজ একজন প্যাটিস বিক্রেতা আক্রান্ত হয়েছেন। কালকে কে আক্রান্ত হবেন? একজন ছাত্র? একজন রিকশাচালক? একজন মহিলা যিনি বাড়ির কাজ করে পরিবার চালান? এমন অবস্থায় কোনও নাগরিকই নিরাপদ নয়। যখন সাধারণ মানুষের জীবিকা টার্গেট হয়, তখন সেটা শুধু একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়—এটি বৃহত্তর সামাজিক ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে। একজন গরিব মানুষকে মারধর করা মানে শুধু তার শরীরকে আঘাত করা নয়। এই আঘাত তার পরিবারের থালা, তার সন্তানের ভবিষ্যৎ, তার মায়ের ওষুধ—যুগপৎ এ সবকিছুর ওপর আক্রমণ। এই আঘাত তার আত্মসম্মানের উপর। এবং সেই সঙ্গে আঘাত করা হচ্ছে বাংলার সহিষ্ণুতা, বাংলার আত্মা এবং বাংলার সম্মিলিত বিবেকের উপর। আমরা জানি যে হিংসা কোনওদিন সমস্যার সমাধান করতে পারে না। যারা দুর্বল, তাদের ওপর হামলা চালানো আরও বড় কাপুরুষতা। সমাজ তখনই ভেঙে পড়ে, যখন শক্তির নামে দুর্বলদের ওপর আক্রমণকে স্বাভাবিক করে তোলা হয়। কিন্তু বাংলা কখনও কাপুরুষতার রাজনীতি মেনে নেয় না। বাংলার ইতিহাস প্রতিরোধের ইতিহাস— অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর ইতিহাস। সুতরাং, আজ আমরা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলছি— বাংলায় হিংসার জায়গা নেই। বিদ্বেষের জায়গা নেই। বাংলায় নিরীহ মানুষের ওপর অত্যাচার বরদাস্ত করা হবে না।

বাংলা গরিব মানুষের পাশে দাঁড়াবে। পরিশ্রমী মানুষের পাশে দাঁড়াবে। মানবতার পাশে দাঁড়াবে। হামলাকারীর পাশে নয়। সন্ত্রাসের পাশে নয়। ভয়ের রাজনীতির পাশে নয়। বাংলা মাথা নত করবে না। বাংলা অন্যায়ের বিরুদ্ধে আজও অটল।

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

নারীমুক্তির দিশা প্রদায়িনী
সারদামণি

গত বৃহস্পতিবার চলে গেল তাঁর জন্মতিথি। তিনি কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের পত্নী নন, নন শুধু সংঘজননী, তিনি জ্ঞানদায়িনী সারদা, সরস্বতী— মেয়েদের উত্তরণের অবলম্বন। লিখছেন **বিতস্তা ঘোষাল**

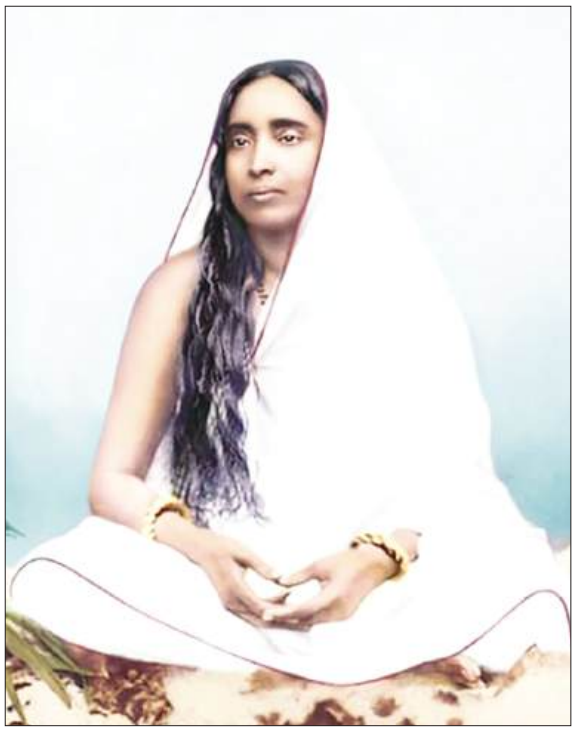

তখন আমি আমি বেশ ছোট। বাবার এক অনুগত তাঁর মেয়ের বিয়ে ঠিক করে আমাদের বাড়ি এসেছেন নিমন্ত্রণ করতে। মেয়েটি চাকরিরতা। কিন্তু বিয়ের পর তাকে চাকরি ছেড়ে দিতে হবে। কারণ শ্বশুরবাড়ির লোকেরা চান না বাড়ির বউ বাইরে কাজ করুক। বাবা ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা তা জেনেও সেখানেও মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন? তাহলে মেয়েকে এতদূর পড়ালেন কেন?

ভালই মনে আছে, তিনি চলে যাওয়ার পর বাবা আমার মাকে বলেছিলেন, আজ থেকে একশো পঁচিশ বছর আগে মা সারদা বলেছিলেন মেয়েদের শিক্ষার পাশাপাশি অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার প্রয়োজন। তিনি যেটা অতদিন আগে বুঝতে পেরেছিলেন, মেয়েদের দুর্ভাগ্য, অভিভাবকরা তা এখনও উপলব্ধি করতে পারলেন না। অথচ দেখ প্রত্যেক বাঙালির ঘরে তাঁর ছবি ঝোলানো। বলা বাহুল্য, সেই বিয়েতে আমরা কেউ যেতে পারিনি।

পরাধীন ভারতে ১৭৩ বছর আগে জন্মেছিলেন বিবেকানন্দর জীবন্ত ঈশ্বরী মা সারদা। সেই সময় মেয়েদের পড়াশোনার চল ছিল না। স্কুল পাঠশালাও অমিল। ফলে সারদাদেবী বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পাননি। ঘরের সাধারণ কাজকর্মের পাশাপাশি ছেলেবেলায় তিনি তাঁর ভাইদের দেখাশোনা করতেন, জলে নেমে পোষা গরুদের আহারের জন্য দলঘাস কাটতেন, ধানখেতে মুনিষদের জন্য মুড়ি নিয়ে যেতেন, প্রয়োজনে ধান কুড়ানোর কাজও করেছেন। মাঝে মাঝে ভাইদের সঙ্গে পাঠশালায় যেতেন। তখন কিছু অক্ষরজ্ঞান হয়েছিল মাত্র । পরবর্তী জীবনে কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীদেবী ও শ্যামপুকুরে একটি মেয়ের কাছে ভাল করে লেখাপড়া শেখেন। ছেলেবেলায় গ্রামে আয়োজিত যাত্রা ও কথকতার আসর থেকেও অনেক পৌরাণিক আখ্যান ও শ্লোক শিখেছিলেন। কিন্তু এসবই তাঁর নিজস্ব ইচ্ছায় পড়া।

তিনি নিজেই বলছেন, "কামারপুকুরে লক্ষ্মী আর আমি 'বর্ণপরিচয় একটু একটু পড়তুম। ভাগনে (হৃদয়) বই কেড়ে নিলে; বললে 'মেয়েমানুষের লেখাপড়া শিখতে নেই; শেষে কি নাটক-নভেল পড়বে।' লক্ষ্মী তার বই ছাড়লে না, ঝিয়ারী মানুষ কিনা, জোর করে রাখলে। আমি আবার গোপনে আর একখানি এক আনা দিয়ে কিনে আনালুম। লক্ষ্মী গিয়ে পাঠশালায় পড়ে আসত, সে ঘরে এসে আবার আমায় পড়াত।''

এই বিদ্যাৎসাহ তাঁর পরেও ছিল। তিনি বলছেন, "ভাল করে শেখা হয় দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর তখন চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুরে। একাটি একাটি আছি। ভব মুখুজ্যেদের একটি মেয়ে আসত নাইতে। সে মধ্যে মধ্যে অনেকক্ষণ আমার কাছে থাকত। সে রোজ নাইবার সময় পাঠ দিত ও নিত। আমি তাকে শাক পাতা, বাগান হতে যা আমার এখানে দিত, তাই খুব করে দিতুম।"

রাসসুন্দরীদেবী তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থে লিখেছেন, "সেকালে মেয়েছেলের বিদ্যাশিক্ষা ভারী মন্দ-কর্ম বলিয়া লোকের মনে বিশ্বাস ছিল।" রবীন্দ্রনাথের লেখাতেও উঠে আসছে সেই একই সুর—"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার/ কেন নাহি দিবে অধিকার/ হে বিধাতা?

সারদাদেবী কিন্তু এই ভাগ্য বিশ্বাসী নন। নারীর ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য শুধু ভাগ্য দেবতা বা ভগবানের নামে দোষ দিলে হবে না। নিজেকেই খণ্ডাতে হবে সেই বিধান। এ তাঁর গলায় বারবার উঠে এসেছে। নারীর স্বাধীনতা আদায়ে পুরুষের প্রয়োজন নেই। সে নিজে তাঁর অধিকার আদায় করে নিতে শিখুক— এটাই তাঁর অন্যতম বক্তব্য ছিল। আর সে কারণেই বারেবারে চেয়েছেন নারীরা শিক্ষিত হোক। কারণ, শিক্ষা না পেলে আত্মশক্তি বাড়ে না।

তিনি নিজে লিখতে পারতেন না, কিন্তু পড়তে পারতেন ভালভাবেই। রাধু, মাকু প্রমুখ ভাইঝিদের তিনি নিজে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। বিবাহিতা রাধুকে তিনি উদ্বোধনের কাছে একটি স্কুলে পর্যন্ত ভর্তি করে দেন। গৌরী মার 'শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী' বিদ্যালয় বা নিবেদিতার স্কুল নিয়ে তাঁর আগ্রহের শেষ ছিল না। স্কুল হলে মেয়েরা পড়াশোনা শিখবে, শিখবে হাতের কাজও, যা দিয়ে পরবর্তীকালে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে মেয়েরা। কারণ স্বাবলম্বিতা ছাড়া মেয়েদের স্বাধীনতা কখনও আসবে না। সেকালে মেয়েরা কেউ কেউ বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ার অনুমতি পেত তাদের বাড়ি থেকে। কিন্তু মেমের স্কুল বলে স্নান করে বা গঙ্গা জলে শুদ্ধ হয়ে তবে বাড়ির ভেতরে ঢোকার অনুমতি মিলত। মায়ের কাছে ছুঁতমার্গের বিচার ছিল না। ইংরেজ-ভারতীয় সকলেই মায়ের সন্তান। এমনকী প্রয়োজনে ইংরেজিও শিখতে হবে মেয়েদের, এই ছিল তাঁর অভিমত।

পাঁচ কন্যাসন্তানের জননী, এক স্ত্রীভক্ত মেয়ের বিয়ে দিতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করলে মা বলছেন, "বে দিতে না পার, এত ভাবনা করে কী হবে? নিবেদিতার স্কুলে রেখে দিও। লেখাপড়া শিখবে, বেশ থাকবে।" এই প্রসঙ্গেই অনিবার্য হিসেবে বাল্যবিবাহর কথা আসে। পরম বিস্ময়ে লক্ষ্য করি মা ছিলেন এর তীব্র সমালোচক। নিজের যেমন জ্ঞানস্পৃহা ছিল, তেমনি ছিলেন অল্প বয়সে বিয়ের বিরুদ্ধে। নিবেদিতার স্কুলে দুটি মাদ্রাজি বয়স্ক কুমারী মেয়েকে দেখে একই সঙ্গে মা খুশি ও দুঃখিত হয়ে বলেছিলেন, "আহা,তারা কেমন সব কাজকর্ম শিখছে! আর আমাদের! এখানে পোড়া দেশের লোকে কি আটবছরের হতে না হতেই বলে, 'পরগোত্র করে দাও, পরগোত্র করে দাও!' আহা! রাধুর যদি বিয়ে না হত তা হলে কি এত দুঃখ-দুর্দশা হত?"

তিনি বিশ্বাস করতেন, ''জ্ঞানদায়িনী, মহাবুদ্ধিমতী" হয়ে নারীরা শুধু গৃহিণী নয়, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ও শক্তিশালী হবে। আর এই বিশ্বাসেই ভর করে তাই চেয়েছিলেন মেয়েরা লেখাপড়া শিখে স্বনির্ভর হোক।

এই শতাব্দীতে মেয়েরা যখন মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে, প্রতিটি মুহূর্তে নানান প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এগিয়ে চলেছে, তখন মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দর তাঁর গুরুভাইকে লেখা এক চিঠির কথা, যেখানে তিনি লিখেছিলেন, "মা-ঠাকুরণ কী বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে। ভায়া, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। মা-ঠাকুরণ ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।"

এ-কথা আজ আর অবজ্ঞা করার কোনও উপায় নেই। তাঁর আলোয় আলোকিত হয়ে পথ চলছে লক্ষ লক্ষ মেয়ে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সুন্দরবন বেড়াতে যাওয়ার পথে অটো ও চারচাকা গাড়ির সংঘর্ষে মৃত্যু যুবকের। মৃতের নাম শান্তনু মণ্ডল (৩১)। বারুইপুরের মদারাট দাসপাড়ার বাসিন্দা

স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের পাঠ দিল জৈবহাট, সচেতন করলেন বক্তারা

প্রতিবেদন : বর্তমানে জীবনযাত্রার সঙ্গে বদলেছে আমাদের খাদ্যাভ্যাস। আগেকার সময়ে যে খাবার ছিল একমাত্র উপাদেয় এখন সেই খাবার দেখলেই নাক সিঁটকোয় বর্তমান প্রজন্ম। হ্যাম-বার্গার, কেক-পেস্ট্রির যুগে তাই হারিয়ে যাওয়া শীতের সকালের ফেনা ভাতের কথা মনে করলেন রাজ্যের প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু। রাসায়নিক সার ও কীটনাশকমুক্ত জৈব খাবার খেলে যে রোগবালাই শতহস্ত দূরে থাকে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই এদিনের জৈবহাটের অনুষ্ঠানে 'কী খাব আর কী খাব না' তাই নিয়ে চলল আলোচনা। উপস্থিত ছিলেন দোলা সেন, পূর্ণেন্দু বসু-সহ অন্যরা। রাজ্যের প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী বলেন, আগে শীতের দিনে মুড়ির সঙ্গে নলেন গুড়, কিংবা নারকেল কোরা দিয়ে মুড়ি যেন অমৃত ছিল। পান্তাভাতও ছিল সেই সময়ের জনপ্রিয় খাবার। কিন্তু এখন জ্যাম-জেলি-পাউরুটির যুগে সেই খাবার যেন হারিয়েই গেছে। এই পরিস্থিতিতে 'সুস্থায়ী কৃষি পরিবার'-এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর জীবনধারার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। যা সাধারণ মানুষকে সচেতন করবে, কী খাওয়া উচিত এবং কী বর্জন করা উচিত সেই বিষয়ে। এদিন পূর্ণেন্দু বসু সাধারণ মানুষকে জৈবচাষের দর্শন ও প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতন করেন, যাতে তাঁরা স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গ্রহণ করতে পারেন।

■ নিউ টাউনে জৈবহাটে স্বাস্থ্যকর খাবার নিয়ে আলোচনায় পূর্ণেন্দু বসু, দোলা সেন, ডাঃ অমৃতা ভট্টাচার্য প্রমুখ। শনিবার।

এসডিআইএফ-এর পৃথক ব্যাটালিয়ন তৈরির উদ্যোগ

প্রতিবেদন : বন্যা-সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনায় বিপর্যয় মোকাবিলার কাজে আরও গতি আনতে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এসডিআরএফ-এর পৃথক ব্যাটালিয়ন গঠন করা হচ্ছে। রাজ্যের মোট আটটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এই ব্যাটালিয়নের টিম মোতায়েন করা হচ্ছে। এতদিন রাজ্যে বিপর্যয় মোকাবিলার দায়িত্বে ছিল অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ। তারা রাজ্য পুলিশের সরাসরি অধীনে ছিল না এবং আলাদা কোনও ব্যাটালিয়নও ছিল না। ফলে বিপর্যয়ের সময় প্রথমে পুলিশের তরফে সিভিল ডিফেন্সের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হত। এতে একদিকে যেমন অমূল্য সময় নষ্ট হত, তেমনই বহু ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাবও চোখে পড়েছে।

এই পরিস্থিতিতে রাজ্য পুলিশের তরফে আলাদা করে এসডিআরএফ ব্যাটালিয়ন গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। সেই প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়ে রাজ্য সরকার। এই বিষয়ে সবুজসঙ্কেত দিয়েছে। নতুন ব্যাটালিয়নে মোট ১,১৫১ জন সদস্য থাকবেন। এর মধ্যে ৭২টি বিশেষ দল গঠন করা হচ্ছে, যারা যে কোনও ধরনের তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযানে পারদর্শী হবে। সমস্ত সদস্যই এনডিআরএফ-এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হবেন। দ্রুত উদ্ধারকাজ নিশ্চিত করতে রাজ্যের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান বারাকপুরে থাকবে দুটি টিম, এছাড়াও সালুয়া, বড়জোড়া ও ডাবগ্রামে থাকবে একটি করে টিম।

এসডিআরএফ ব্যাটালিয়নের জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। সেই লক্ষ্যে পরিকাঠামো তৈরির কাজ শুরু হয়েছে এবং সরঞ্জাম কেনার জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়াও শীঘ্রই শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে।

সন্দেশখালি : ৭২ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার দুই

সংবাদদাতা, সন্দেশখালি : সন্দেশখালির রাস্তায় ভোলানাথ ঘোষের গাড়িতে ট্রাকের ধাক্কায় দু'জনের মৃত্যুর ঘটনায় অবশেষে গ্রেফতার বাইকার যুবক-সহ দু'জন। ঘটনার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সরবেড়িয়া এলাকা থেকে রুহুল কুদ্দুস শেখ নামে যুবককে গ্রেফতার করেছে ন্যাজাট থানার পুলিশ। এছাড়াও উত্তম সরদার নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের শুক্রবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের ৯ দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। অভিযোগ ভোলানাথ ঘোষের গাড়িতে হামলার আগে বাইকে করে গাড়িটিকে অনুসরণ করছিল ওই যুবক এবং ঘাতক ট্রাকের চালককে প্রতি মুহূর্তের তথ্য পৌঁছে দিচ্ছিল। যদিও ন্যাজাট থানায় অভিযোগকারী ভোলা ঘোষের অভিযোগে এই যুবকের নাম নেই। পুলিশ সামগ্রিকভাবে গোটা ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে। আর দুর্ঘটনায় ছেলের মৃত্যুর তদন্তে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের উপরেই আস্থা রাখলেন ভোলানাথ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ছেলের খুনিদের কঠিন শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি! ভোলানাথের কথায়, পুলিশ প্রশাসনের উপর আমার ভরসা আছে। তারা তদন্ত করছে, সঠিকটাই বেরিয়ে আসবে। আমি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অনুরোধ করব, আমার ছেলের খুনিদের যেন কঠোর থেকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়! আমার ছেলেকেই যখন বাঁচতে দিল না তখন আমিও আর কিছু গোপন করব না। প্রসঙ্গত, ১০ ডিসেম্বর বয়রামারি এলাকায় ভোলানাথ ঘোষের গাড়িতে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হয় গাড়ির চালক এবং ভোলানাথ ঘোষের ছোট ছেলে সত্যজিৎ ঘোষের। তদন্তে নেমে ঘাতক ট্রাকের চালক-সহ পিছু নেওয়া গাড়ির অনুসন্ধান চালাচ্ছে পুলিশ। এর মধ্যেই বাইক চালকের গ্রেফতারিই প্রথম গ্রেফতারি।

■ দুর্ঘটনা-কবলিত সেই গাড়ি।

১৫ ডিগ্রির নিচে নামল কলকাতা

প্রতিবেদন : তাপমাত্রা কমছে কলকাতা-সহ গোটা বাংলার। ১৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামল কলকাতার তাপমাত্রা। বঙ্গোপসাগরে কোনও ঘূর্ণাবর্ত না থাকায় এই মুহূর্তে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। ফলে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে দক্ষিণবঙ্গে। জেলায় সকালের দিকে কুয়াশা থাকবে। দৃশ্যমানতা কিছুটা কমে আসতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও কুয়াশা সংক্রান্ত সর্তকতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। আগামী সপ্তাহে আরও খানিকটা কমবে তাপমাত্রা। উত্তরবঙ্গের সমতল জেলাগুলির তাপমাত্রা থাকবে ১৩-১৫ ডিগ্রির মধ্যে। আগামী কয়েকদিন কুয়াশার দাপট কিছুটা কমতে পারে। দিনের বেলায় এখনও রোদের প্রভাব থাকলেও সকালে ও রাতে ঠান্ডার তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিকে, ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ ১৩ থেকে ১৮ ডিসেম্বর দেশের অনেক রাজ্যে শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে।

■ কেওড়াতলা মহাশ্মশানের কাছে দেবাশিস কুমারের বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য ভ্রাম্যমাণ বাতানুকূল শববাহী যানের উদ্বোধন করেন সাংসদ মালা রায় ও দেবাশিস কুমার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেয়র পারিষদ সন্দীপরঞ্জন বক্সি, বরো চেয়ারম্যান চৈতালি চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যেরা।

একঘেয়েমি ক্লান্তি থেকে মুক্তি দিচ্ছে অফিস-চত্বর

সংবাদদাতা, হুগলি : দিস্তা দিস্তা ফাইল, কম্পিউটারের কি-বোর্ডের খট খট শব্দ— এটাই যেন চেনা ছবি যেকোনও অফিসের। তবে এই সবকিছুর মধ্যে আলাদা গোঘাট-১ ব্লক অফিস। এখানে যখনই কাজ করতে করতে চাপ লাগে তখনই মন ভাল করে দেয় এখানকার পরিবেশ। এই সরকারি দফতরে গিয়ে কাজের জন্য অপেক্ষা করতে হলে এখন আর বিরক্তি আসে না। বিগত কয়েকমাস ধরে ব্যতিক্রমী চিত্র ধরা পড়ছে গোঘাট-১ ব্লক অফিসে। সরকারি কাজে এসে এখানে অপেক্ষা করতে মানুষের বিরক্তি লাগছে না। কারণ এখানে এসে প্রকৃতিপ্রেমে সব ক্লান্তি দূর হচ্ছে সাধারণের। গোঘাট-১ ব্লক অফিস চত্বরের সৌন্দর্য নজর কাড়ছে সকলের। অফিসে ঢোকার মুখে তৈরি করা হয়েছে আকর্ষণীয় গেট। সেখানে রয়েছে শিল্পের ছোঁয়া। গেটে প্রবেশ করলেই শিশুদের বিনোদনের জন্য তৈরি করা হয়েছে পার্ক। সেখানে দোলনা থেকে বাচ্চাদের রাইডের নানা সামগ্রী রয়েছে। গোটা অফিস জুড়ে মনীষীদের স্ট্যাচুতে সাজানো হয়েছে। একটি বিল্ডিং-এ দেওয়াল জুড়ে সহজপাঠের অংশ তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া নানা ফুল ও গাছগাছালিতে সাজানো হয়েছে অফিস চত্বরকে। ব্লক অফিস সাজিয়ে তোলার ফলে বিকেলে বাচ্চাদের পার্কে খেলার জন্য আসছে শিশুরা। গোঘাট-১ পঞ্চায়েত সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে ধীরে ধীরে অফিস চত্বর সাজিয়ে তোলা হয়েছে। সাধারণ মানুষ কাজে এসে যাতে গাছের ছায়ায় দু'দণ্ড বসতে পারেন, তার জন্যই এই ব্যবস্থা। মানুষ এই উদ্যোগের প্রশংসা করছেন।

রবিনসন-কাণ্ডের ছায়া, প্রৌঢ়ার দেহ আগলে বসে স্বামী ও পুত্র

প্রতিবেদন : কলকাতার রবিনসন স্ট্রিট-কাণ্ডের ছায়া এবার উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটি। ঘরের মধ্যে ৩-৪ দিন ধরে স্ত্রীর মৃতদেহ আগলে একই বিছানায় দিনযাপন অসুস্থ স্বামী ও বিশেষভাবে সক্ষম ছেলের। ঘুণাক্ষরেও টের পাননি প্রতিবেশীরা। শেষপর্যন্ত নৈহাটি থানার পুলিশ গিয়ে ঘরের দরজা ভেঙে উদ্ধার করল ৫৫ বছরের তৃপ্তি নন্দীর মৃতদেহ। ইতিমধ্যেই দেহে পচনের ছাপ ধরেছে বলে খবর পুলিশ সূত্রে। অসুস্থতাজনিত কারণে এই মৃত্যু নাকি অন্য কোনও কিছু? খতিয়ে দেখছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, নৈহাটি পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের শাস্ত্রী রোডের বাসিন্দা তৃপ্তি নন্দী ও গৌর নন্দী। দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন প্রৌঢ়া। শুক্রবার তৃপ্তির বোন হাওড়া থেকে দিদির সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে প্রথমে দুর্গন্ধ পান। তারপর ঘরে ঢুকে দেখেন বিছানায় পড়ে দিদির দেহ। দেহের দু'পাশে তৃপ্তির স্বামী-পুত্র। ওই মহিলা প্রতিবেশীদের কাছে গিয়ে গোটা বিষয়টি জানান। প্রতিবেশীরা বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে দ্রুত পৌঁছয় নৈহাটি থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। মহিলার অসুস্থ স্বামী গৌর নন্দীকে ভর্তি করানো হয়েছে হাসপাতালে। চলছে জিজ্ঞাসাবাদ।

ফ্রিজে থাকা শাক-সবজির ভিতর থেকে মিলল চোরাই সোনা! আনুমানিক মূল্য ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। উত্তর কলকাতার সিঁথি থানার ঘটনা

রাজ্যের শহরাঞ্চলেও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের জন্য পাকা ছাদের উদ্যোগ

প্রতিবেদন : রাজ্যের শহরাঞ্চলেও আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষের মাথার উপর পাকা ছাদের ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হল রাজ্য সরকার। গ্রামাঞ্চলের পাশাপাশি এবার রাজ্যের সমস্ত পুর এলাকা জুড়ে চলবে এই আবাস কর্মসূচি। আরও দেড় লক্ষ বাড়ি নির্মাণে আর্থিক সহায়তা দিতে একযোগে প্রক্রিয়া শুরু করতে চলেছে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের অধীন স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সুডা)।

শহুরে আবাস যোজনার অধীনে ইতিমধ্যে তিন লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার বাড়ি তৈরি হয়ে গিয়েছে। নির্মাণাধীন আরও এক লক্ষ চল্লিশ হাজার বাড়ি। এর মধ্যেই নতুন দেড় লক্ষ উপভোক্তা বাছাইয়ের প্রক্রিয়ায় নামছে রাজ্য। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারের পর্যায়ে বাছাই ও যাচাই দুটোই হবে আরও কঠোর ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে। আধারের সঙ্গে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংযুক্তকরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। একই সঙ্গে নির্দিষ্ট একটি ইউনিফায়েড ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়াও চালু হচ্ছে। উপভোক্তার

মোবাইল নম্বর, আধার ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট— এই তিন তথ্য একসঙ্গে মিলে কিনা তা যাচাই করেই ওটিপি যাচাইকরণ সম্পন্ন হবে। বাড়ি নির্মাণের জন্য আগে কোনও সরকারি প্রকল্পের টাকা পেয়েছেন কি না, তাও আধার-ভিত্তিক তথ্য থেকে যাচাই করবে দফতর।

কেন্দ্র প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বরাদ্দ না দেওয়ায় গ্রামীণ এলাকার জন্য রাজ্য পৃথক 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা করে সহায়তা দিচ্ছে। তবে শহুরে আবাস প্রকল্পে হিসেব ভিন্ন। শহুরে বাড়ি নির্মাণে একজন উপভোক্তা মোট তিন লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার টাকা পান। এর মধ্যে রাজ্যের কোষাগার থেকে এক লক্ষ তিরানব্বই হাজার টাকা দেওয়া হয়, যা দেশের অন্য কোনও রাজ্যই দেয় না। কেন্দ্রের বরাদ্দ দেড় লক্ষ টাকা। বাকি পঁচিশ হাজার টাকা বহন করতে হয় উপভোক্তাকেই। মাথার উপর ছাদ গড়ার এই সুবিধা পেতে হলে উপভোক্তার ন্যূনতম সাড়ে তিনশো পঞ্চাশ বর্গফুট জমি থাকা বাধ্যতামূলক। কয়েক মাস আগে আবাস যোজনার দ্বিতীয় পর্যায়ের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। এবার পশ্চিমবঙ্গে পুরোদমে কাজ শুরু হচ্ছে। খুব শীঘ্রই সমস্ত পুরসভাকে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক চিঠি পাঠানো হবে। উপভোক্তাদের যাচাই প্রক্রিয়া যত দ্রুত সম্ভব সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

যদিও এবারের বাছাইয়ের সঙ্গে সরাসরি যোগ নেই, তবে আগের পর্যায়ে অনুমোদিত বাড়িগুলির নির্মাণকাজ দ্রুত শেষ করতে চাইছে রাজ্য। বেশ কয়েকটি পুর এলাকায় প্রায় পঁচাত্তর হাজার বাড়ির ক্ষেত্রে ঢিলেমি ধরা পড়েছে। ওই সমস্ত পুরসভাকে দ্রুত নির্মাণকাজ এগিয়ে নিয়ে জিও-ট্যাগিং সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

■ বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তীর উদ্যোগে বিধাননগর মেলায় মণিপাল হাসপাতালের সহযোগিতায় অ্যাম্বুলেন্স-পরিষেবা চালু হল। উপস্থিত ছিলেন মেয়র পারিষদ, কাউন্সিলর এবং আধিকারিকেরা।

■ ডায়মন্ড হারবার এসপি অফিসে কনফারেন্স হলে এক রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার এসপি বিশপ সরকার। শিবিরে একশো জনেরও বেশি রক্তদান করেন।

দায়িত্ব পেলেন অনিন্দ্য রাউত

প্রতিবেদন : তৃণমূল কংগ্রেসের লিগ্যাল সেলের কলকাতা জেলা কমিটির নতুন সভাপতি হলেন কলকাতার পুরসভার কাউন্সিলর ও বিশিষ্ট আইনজীবী অনিন্দ্য কিশোর রাউত। শনিবার লিগ্যাল সেলের বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। বৈঠকে ছিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সুব্রত বক্সি-সহ অন্য পদাধিকারীরা। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয়েছে আগামী ১০ জানুয়ারি থেকে সাজানো হবে লিগ্যাল সেলের কলকাতা জেলা কমিটিকে। এতদিন উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতা এই দু'ভাগে বিভক্ত ছিল শহরে। কলকাতা জেলা কমিটির অধীনে থাকছে শিয়ালদহ আদালত, ব্যাঙ্কশাল আদালত ও কলকাতা হাইকোর্ট। আলিপুর আদালতকে কলকাতা থেকে সরিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

কুয়াশা : বৈঠক বিমানবন্দরে

প্রতিবেদন : শনিবার শীতের মরশুমে কুয়াশার মোকাবিলায় উচ্চ পর্যায়ের সমন্বয় বৈঠক হল কলকাতা বিমানবন্দরে। কুয়াশা পরিস্থিতিতে কি করনীয় তা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। সব বিমান সংস্থার পারস্পরিক সহযোগিতা, সমন্বয়, আবহাওয়া দফতরের রিপোর্ট ইত্যাদি সব কিছু নিয়ে সেখানে কথা হয়। উড়ানগুলি যাতে নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আবহাওয়া রিপোর্টের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

■ কবি সুবোধ সরকারের লেখা 'অ্যামাউর অ্যান্ড অ্যাঙ্গার' বইটির আনুষ্ঠানিক উন্মোচন হল শনিবার আইসিসিআর-এ। লেখক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংযুক্তা দাশগুপ্ত, গোপাল লাহিড়ী, জয়দীপ ষড়ঙ্গী, মধু শ্রীবাস্তব, বাপ্পাদিত্য রায় বিশ্বাস-সহ বিশিষ্টরা।

হরেন্দ্র মুখার্জি মেমোরিয়াল হেল্‌থ স্কুলের শতবর্ষ

সংবাদদাতা, হুগলি : শতবর্ষে পা দিল সিঙ্গুরে ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি মেমোরিয়াল হেল্থ স্কুল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হেল্থ সার্ভিসের ডাইরেক্টর ডঃ স্বপন সোরেন, রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না, হরিপালের বিধায়ক করবী মান্না, নার্সিং-এর জয়েন্ট ডাইরেক্টর ঝরনা দাস, হুগলি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক মৃগাঙ্ক মৌলি কর সহ হেল্থ নার্সিং-এর আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানে প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রী ও শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যের মধ্যে একটাই সিঙ্গুরে এই নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে বহু নার্সিং পড়ুয়ারা পাশ করে চাকরি পেয়েছে। গ্রামের গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের পুষ্টি নিয়ে সচেতনতা করার লক্ষ্য নিয়ে এই নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট তৈরি করা হয়েছিল।

■ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না।

■ আমতার জয়পুরের মণ্ডলপাড়ায় ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্য শিবিরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করালেন স্থানীয় বিধায়ক সুকান্ত পাল। শিবিরে পরিষেবা পেয়ে খুশি সাধারণ মানুষ। শনিবার।

সাটসা-র বিশেষ লোগো প্রকাশ

প্রতিবেদন : রাজ্য সরকারি কৃষি প্রযুক্তিবিদদের সংগঠন স্টেট এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিস্ট সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন বা সাটসা-র ৭৫ বছর পূর্তি উৎসবের সূচনা হল। এই উপলক্ষে সংগঠনের প্রাক্তন ও বর্তমান নেতৃত্বের উপস্থিতিতে বিশেষ লোগো প্রকাশ হল মধ্য কলকাতার সাটসা ভবনে। বিশেষ লোগো প্রকাশ করেন সাটসার সাধারণ সম্পাদক বৈদ্যনাথ সেন। সংস্থার বর্তমান সভাপতি সন্দীপ্ত দাস ও সাধারণ সম্পাদক দুলাল বিশ্বাস এই সংগঠনের সঙ্গে জড়িত আবেগ ও ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা তুলে ধরেন যে কীভাবে সার্ভিস সংগঠন হয়েও সাটসা সামাজিক দায়বদ্ধতা ও কৃষি বিষয়ক প্রকাশনায় অনন্যতা অর্জন করেছে। রাজ্যের ২৩ জেলা ও মহকুমার সংগঠনের সদস্যরা ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে সাটসা মুখপত্র ত্রৈমাসিকের বিশেষ সামাজিক দায়বদ্ধতা সংখ্যা প্রকাশিত হল। এছাড়াও মিলেট চাষ সংক্রান্ত বিশেষ কৃষি পুস্তিকার উদ্বোধন করা হয়।

রুপোর বল-সহ আটক ১

সংবাদদাতা, বনগাঁ : পাচারের আগেই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বনগাঁ স্টেশনে উদ্ধার হল ১০ কেজি রুপো। গ্রেফতার ১। ধৃতের নাম সঞ্জীব পাল। বনগাঁ জিআরপির তল্লাশি অভিযানে বনগাঁ স্টেশন চত্বর থেকে ১০ কেজি রুপোর বল উদ্ধার করা হয়। এর আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। শনিবার সকালে ধৃতকে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ জানিয়েছে ধৃত সঞ্জীব পালের বাড়ি বনগাঁর শক্তিগড় এলাকায়। শুক্রবার রাতে বনগাঁ স্টেশনে তল্লাশির সময় জিআরপি সন্দেহজনক ভাবে তাকে আটক করে। তার পিঠব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে ১০ কেজি রুপোর বল উদ্ধার হয়। পুলিশি জেরায় কোনও সঠিক কাগজপত্র দেখাতে না পারায় পুলিশ তাকে রুপো-সহ আটক করে।

■ পুলিশ হেফাজতে পাচারকারী।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ডেভিল, খাসির মাংস, পোলাও, আইসক্রিম, মিষ্টি— এলাহি ভোজ খেল মালদহের দুটি অনাথ আশ্রমের শিশুরা। উদ্যোগ ফুলবাড়িয়ার নবদম্পতি কল্যাণ-ফাল্গুনীর। বৃহস্পতিবার রাতে বৌভাতে ওদেরও নিমন্ত্রণ ছিল

আমার বাংলা
14 December, 2025 • Sunday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

বিষপান নাবালিকার

■ কীটনাশক পান করে আত্মঘাতী এক নাবালিকা। ময়নাগুড়ি ব্লকের চূড়াভান্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম শালবাড়িতে। গত পাঁচ ডিসেম্বর বাড়িতেই কীটনাশক পান করে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করে সে। পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানেই মৃত্যু হয় তার। এই ঘটনার পরেই শোকের ছায়া নামে এলাকায়। অভিযোগ, নাবালিকা জল্পেশ এলাকার এক যুবকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে ছিল। দশদিন আগে শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে মারা যায় সেই যুবক। তার অভিঘাতেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় নাবালিকা।

টোটোচালকের মৃত্যু

■ পুরাতন মালদহের বালা সাহাপুর এলাকায় শনিবার এক টোটোচালকের আত্মহত্যাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। নাম পিন্টু কর্মকার (৫০)। পরিবারের দাবি, দীর্ঘদিনের আর্থিক চাপ ও প্রতারণাই তাঁকে চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে। মৃতের স্ত্রী চন্দনা কর্মকারের অভিযোগ, এলাকার এক ব্যক্তি পাওনা টাকা আদায়ের নামে পিন্টুর টোটো কেড়ে নেন। পাশাপাশি জমি কেনাবেচার পর প্রাপ্য অর্থ না পেয়ে চরম বঞ্চনার শিকার হন। সামনের মাঘে মেয়ের বিয়ে থাকায় দুশ্চিন্তা বেড়ে যায়। এসব কারণেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেন।

কার্তুজ-সহ গ্রেফতার

■ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ শনিবার দুপুরে এনজেপির মোড়বাজার থেকে আগ্নেয়াস্ত্র কার্তুজসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল। নাম মহম্মদ আনোয়ার। শিলিগুড়ির ঝংকার মোড় গোয়ালাবস্তির বাসিন্দা। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে আনোয়ারকে আগ্নেয়াস্ত্র এবং কার্তুজ-সহ গ্রেফতার করে নিউ জলপাইগুড়ি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। পুলিশ জানার চেষ্টা চালাচ্ছে এই আগ্নেয়াস্ত্র সে কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিল এবং কী কারণে নিয়ে মোড়বাজার এলাকায় ঘুরছিল।

মোথাবাড়িতে চালু হল ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র

■ ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধনে মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। শনিবার।

সংবাদদাতা, মালদহ : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানবিক উদ্যোগে এবার স্বাস্থ্য পরিষেবার নতুন স্বাদ পেল মালদহ জেলার মোথাবাড়ি বিধানসভা এলাকার মানুষ। শনিবার মোথাবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হল আধুনিক পরিকাঠামোযুক্ত ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্রের। ফিতে কেটে এই পরিষেবার সূচনা করেন মোথাবাড়ির বিধায়ক তথা মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ছিলেন কালিয়াচক-২ নম্বর ব্লকের বিডিও কৈলাস প্রসাদ, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ কৌশিক মিস্ত্রি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অঞ্জলি মণ্ডল প্রমুখ। জানা গিয়েছে, এই ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্রটি সম্পূর্ণ আধুনিক সুযোগ-সুবিধায় সাজানো। প্রতিদিন এটি মোথাবাড়ি বিধানসভার বিভিন্ন দুর্গম ও প্রত্যন্ত গ্রামে পরিক্রমা করবে। যেখানে সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছনো কঠিন, সেখানেই পৌঁছে যাবে চিকিৎসা পরিষেবা। প্রাথমিক চিকিৎসা, সাধারণ রোগনির্ণয়, ওষুধ প্রদান থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য পরামর্শ সবই মিলবে এক ছাদের তলায়।

এই উদ্যোগে খুশি স্থানীয়রা। তাঁদের মতে, এতদিন চিকিৎসার জন্য দূরদূরান্তে যেতে হত। এখন গ্রামেই চিকিৎসক ও ওষুধ পাওয়ায় সময় ও অর্থ দুটোই সাশ্রয় হবে। মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁরা ধন্যবাদ জানান।

উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে বিশেষ স্বাস্থ্য সচিব

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পরিদর্শনে এলেন রাজ্যের হেলথ স্পেশাল সেক্রেটারি মৌমিতা গোদারা বসু। এদিন হাসপাতাল চত্বরে পৌঁছেই আইটি বিভাগের আধিকারিক ও কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। প্রতিটি বিভাগের কাজ কতদূর এগিয়েছে, কোথায় সমস্যা রয়েছে এবং কীভাবে দ্রুত কাজ সম্পন্ন করা যায়, সেই বিষয়গুলি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়াও এদিন হাসপাতালের সুপার স্পেশালিটি ব্লকের বিভিন্ন সমস্যা খতিয়ে দেখে সে সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধানের নির্দেশ দেন তিনি। তবে সংবাদমাধ্যমে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। যদিও তাঁর এই পরিদর্শন নিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ সঞ্জয় মল্লিক বলেন, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার বিষয়েও তাঁকে জানানো হয়েছে, ক্যান্সার ব্লক নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে।

■ মৌমিতা গোদারা বসু

মোগলকাটা চা-বাগান বন্ধ করে ফেরার মালিক

বেকার ১,০৭৬

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : বানারহাটের মোগলকাটা চা-বাগান বিনা নোটিশে ছেড়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেল মালিক কর্তৃপক্ষ। ক্ষোভে বাগান গেটে বিক্ষোভ শ্রমিকদের। শ্রমিক-মালিক অসন্তোষে ফের বন্ধ ডুয়ার্সের আরও একটি চা-বাগান। শুক্রবার গভীর রাতে বানারহাটের মোগলকাটা চা-বাগান ছেড়ে পালিয়ে যায় মালিকপক্ষ। এর জেরে এক ধাক্কায় কর্মহীন প্রায় ১,০৭৬ জন শ্রমিক।

শনিবার সকালে প্রতিদিনের মতো কাজে যোগ দিতে গিয়ে শ্রমিকেরা দেখেন বাগানে নেই কর্তৃপক্ষের লোকজন, এমনকী কোনও গাড়িও। বিষয়টি জানাজানি হতেই দ্রুত খবর ছড়িয়ে পড়ে এবং শত শত চা-শ্রমিক ভিড় জমান গেটের সামনে। শুরু হয় বিক্ষোভ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন প্রাক্তন নাগরাকাটা বিধায়ক সুখমইত ওঁরাও এবং তৃণমূল নেতা জন বারলা। তাঁরা শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন। শ্রমিকদের অভিযোগ, কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিন ধরেই বেতন ও মজুরি বকেয়া রেখে দিয়েছে। পুজোর বোনাসও এখনও প্রদান করা হয়নি। একাধিকবার বকেয়া মজুরি ও প্রাপ্য টাকার দাবিতে মালিকপক্ষকে জানানো হলেও সুরাহা মেলেনি। অভিযোগ, কোনও পাওনা মেটানো ছাড়াই শুক্রবার রাতে গোপনে বাগান ছেড়ে পালিয়েছে মালিকপক্ষ। শ্রমিকদের দাবি, প্রশাসন দ্রুত হস্তক্ষেপ করে কর্তৃপক্ষকে ধরে এনে বাগান চালুর ব্যবস্থা করুক এবং সমস্ত বকেয়া মজুরি ও বোনাস অবিলম্বে পরিশোধ করাক। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলন হবে।

জন বারলা বলেন, মালিক কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের মৃত্যুর মুখে ছেড়ে চলে গেছেন, এটাকে কোনও ভাবেই মানা যায় না। ওরা জেনে-বুঝে এসব ঘটাচ্ছে। চা-বাগানে যে লাভ হচ্ছে, সেটাকে অন্য ব্যবসায় লাগাচ্ছে। সোমবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক দেখা হয়েছে। দেখা যাক কী হয়!

এসআইআর বলি আরও ১ মালদহে আত্মঘাতী প্রৌঢ়

প্রতিবেদন : সময় শেষ, অথচ এনুমারেশন ফর্ম ফিল আপ করা হয়নি। পরিচিতরা ভয় দেখিয়েছিলেন এবার বোধহয় বাংলাদেশে চলে যেতে হবে! আতঙ্কে আত্মঘাতী হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৫২ বছরের আবুল কালাম। শনিবার ভোরে নিজের বাড়িতে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদহ মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ, বিজেপির কথায় অপরিকল্পিতভাবে এসআইআর চালু করেছে নির্বাচন কমিশন। তারপর থেকেই একের পর এক মৃত্যুর খবর রাজ্যে। কখনও আতঙ্কে আত্মঘাতী সাধারণ মানুষ, কখনও কাজের চাপে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বিএলও। তবুও টনক নড়েনি কমিশনের। শুক্রবার রাতেই মালদহে বরকত শেখ নামে এক তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু হয়। পরিবারের দাবি, নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে তথ্যগত ত্রুটির কারণে বরকত চিন্তায় ছিলেন। তার জেরেই মর্মান্তিক পরিণতি। এবার শনির ভোরে আরও এক মৃত্যুর খবর। মালদহের আবুলের ভোটার কার্ড এবং আধার কার্ড ছিল না। তাই এসআইআর ফর্ম পূরণ করতে পারেননি। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁর বাবা-মায়ের নামও ছিল না। স্থানীয় সূত্রে খবর, অনেক বছর ধরে আবুল জয়পুরের এক হোটেলে কাজ করতেন। বছরখানেক বাড়িতেই ছিলেন। ডকুমেন্ট না থাকায় সময়মতো এনুমারেশন ফর্ম ফিল আপ করতে না পারায় দেশছাড়া হওয়ার আতঙ্কে ভুগছিলেন। ডিটেনশন ক্যাম্পের ভয়েই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে অনুমান করা হচ্ছে। তদন্তে মালদহ জেলা পুলিশ।

কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক বিধায়িকার

বরকত শেখের মৃত্যু নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন বৈষ্ণবনগরের তৃণমূল বিধায়িকা চন্দনা সরকার। বরকতের বয়স মাত্র ৩২ বছর। তিনি কালিয়াচক-৩ নম্বর ব্লকের বেদরাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের চকসেহেরদির বাসিন্দা। তিন বছর আগে বিয়ে হয়েছিল। রেখে গেলেন গর্ভবতী স্ত্রী, বৃদ্ধ মা-বাবা। উদ্বিগ্ন বরকত শুক্রবার বিকেলে কয়েকজন গ্রামবাসীকে নিয়ে কালিয়াচক-৩ নম্বর ব্লকের বিডিওর সঙ্গে আলোচনা করতে যান। সদুত্তর না পেয়ে অফিস থেকে বেরোনোর পরই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পর চন্দনা পরিবারের পাশে আছেন। স্পষ্ট জানান, এই ঘটনার প্রতিবাদে আগামী দিনে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামা হবে।

কোচবিহার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের বার্ষিক ক্রীড়া নিয়ে বৈঠক

■ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নিয়ে আলোচনায় সুমিতা বর্মন, রজত বর্মা।

সংবাদদাতা, কোচবিহার : কোচবিহার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে কোচবিহার ১ ব্লকের চান্দামারি প্রাণনাথ হাইস্কুল মাঠে। শনিবার প্রস্তুতি মিটিং হয়েছে স্কুলঘরে প্রাথমিক শিক্ষক ও কর্মকর্তারা ছাড়াও ছিলেন কোচবিহার জেলাপরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান রজত বর্মা। জানা গিয়েছে, শনিবারই ছিল প্রথম দিনের মিটিং। চলতি মাসেই প্রাথমিকের পড়ুয়াদের এই জেলা পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা। প্রতি বছর বছর শেষে সার্কেল পর্যায়ের পরে ব্লক ও শেষে সেরা খেলোয়াড়দের নিয়ে জেলাস্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়। রজত বর্মা জানান, এ বছরও সুষ্ঠুভাবে যাতে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয় সে-ব্যাপারে এদিন আলোচনা হয়েছে। সুমিতা বলেন, ক্রীড়া পরিচালনায় কমিটি গঠন হবে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ঘুরে প্রাথমিকের পড়ুয়াদের মধ্যে যথেষ্ট উন্মাদনা রয়েছে।

আমার বাংলা
14 December, 2025 • Sunday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিষ্ণুপুর বাইপাসে রাজ্য গড়ে তুলবে সাততলার আধুনিক মার্কেটিং হাব

মউ স্বাক্ষরের পর হল জমি পরিদর্শন

জমি পরিদর্শনে বিধায়ক তন্ময় ঘোষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার প্রতিনিধিরা।

প্রতিবেদন: বিষ্ণুপুরের বাইপাসে সরকারি উদ্যোগে গড়ে উঠবে শপিং মলের আদলে একটি অত্যাধুনিক সাততলা মার্কেটিং হাব। ভগৎ সিং মোড় থেকে জয়পুর যাওয়ার রাস্তার ধারে পুরনো প্রস্তাবিত বাসস্ট্যান্ডের জায়গায় তৈরি হবে এই হাব। বিষ্ণুপুর পুরসভার তরফে জমি চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্যের সঙ্গে একটি সংস্থার হাব তৈরির মউ-চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। সংস্থার কর্মীরা শুক্রবার জমি পরিদর্শনে আসেন। সঙ্গে ছিলেন এলাকার বিধায়ক তন্ময় ঘোষ, বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক প্রসেনজিৎ ঘোষ প্রমুখ। কিছুদিনের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী ওই হাবের শিলান্যাস করবেন বলেও জানা গিয়েছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, ক্ষুদ্রশিল্প দফতরের উদ্যোগে রাজ্যের ১৪টি জেলায় ১৫টি মার্কেটিং হাব তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তারই একটি হবে বিষ্ণুপুরে। অত্যাধুনিক শপিং মলের আদলে তৈরি এই সাততলা মার্কেটিং হাবের আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকবে পার্কিং জোন। গ্রাউন্ড ফ্লোর-সহ চারটি তলায় বিভিন্ন দোকানের মধ্যে থাকবে স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও হস্তশিল্পীদের জন্য বহু স্টল। থাকবে খাবারের দোকান, খুচরো পণ্যের শোরুম, রেস্তোরাঁ, হাইপার মার্কেট, ব্যাঙ্ক, এটিএম, অফিস ইত্যাদিও। বাকি তিনটি তলায় হোটেল এবং টপ ফ্লোরে থাকবে মাল্টিপ্লেক্স সিনেমা হল। এলাকার যুবদের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা মাথায় রেখেই রাজ্য সরকার বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে নতুন এই মার্কেটিং হাব তৈরির পথে এগোচ্ছে। বিধায়ক তন্ময় ঘোষ বলেন, রাজ্যে ১৫টি মার্কেটিং হাব তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিষ্ণুপুরেও তার একটি তৈরির প্রস্তাব মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনকে দেওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী সবুজ সংকেত দিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। বরাত পাওয়া সংস্থার লোকজন জমি পরিদর্শন এলে তাঁদের আমরা সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছি। হাব তৈরির পর এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে। বিষ্ণুপুরের পুরপ্রধান গৌতম গোস্বামী জানান, মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুপুরের যাবতীয় উন্নয়নে এগিয়ে এসেছেন। পুরসভার পক্ষে মার্কেটিং হাব গড়ার জন্য ১ একর জায়গা চিহ্নিত করা হয়। বিষ্ণুপুরের মার্কেটিং হাব তৈরির বরাত পাওয়া সংস্থার কর্মীরা বলেন, রাজ্য সরকার আমাদের হাব তৈরির সুযোগ করে দিয়েছেন। বড় বড় শহরে যেরকম অত্যাধুনিক শপিং মল রয়েছে, বিষ্ণুপুরেও আমরা সেই ধরনের হাব গড়ে তুলব।

দলকে শক্তিশালী করতে সাংগঠনিক সভা তৃণমূলের

গোপীবল্লভপুরে ব্লক তৃণমূলের সাংগঠনিক আলোচনা চলছে।

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে শনিবার ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের তপশিয়া ৩ নম্বর অঞ্চলে তৃণমূলের সাংগঠনিক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। তপশিয়া ৩ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন গোপীবল্লভপুর ২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি টিঙ্কু পাল। ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের মেন্টর স্বপন পাত্র, ব্লক তৃণমূল যুব সভাপতি অনুপম মল্লিক, অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি শক্তিপদ করণ, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বীরমলি সরেন সহ ব্লক ও অঞ্চল স্তরের অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ। সভায় টিঙ্কু বলেন, বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এখন থেকেই সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। দলের প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী করতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ ও সাফল্যের কথা মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। কোথাও কোনও সমস্যা বা অসুবিধা হলে দ্রুত ব্লক নেতৃত্বকে জানাতে নির্দেশ দেন। সরকারি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুবিধা প্রকৃত উপভোক্তারা পাচ্ছেন কি না তা খতিয়ে দেখাই দলের কর্মীদের দায়িত্ব। চতুর্থবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী করার লক্ষ্যে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার বার্তাও দেন তিনি।

বাইকে বাঁশের সাঁকো পেরোতে গিয়ে নদীতে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু

প্রতিবেদন : পাঁচ বছরের অসুস্থ ছেলের জন্য রাতে ওষুধ আনতে বেরিয়েছিলেন উদ্বিগ্ন বাবা। অন্ধকারে বাঁশের সাঁকো দিয়ে বাইকে নদী পেরোনোর সময় বাইকটি-সহ ৩৫ ফুট নিচের নদীতে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল ইন্দাসের ভগবতীপুরের বাসিন্দা সঞ্জয় ঘোষের (৩৪)। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে তিনি ওষুধ কিনতে বেরিয়েছিলেন রসুলপুর বাজার থেকে। পথে পেরোতে হয় শালী নদী। সেই নদী পেরোনোর একমাত্র ভরসা বাঁশের সাঁকোটি।

বাইক নিয়ে সেই সাঁকো পেরোনোর সময়ই বাইকের চাকা পিছলে ঘটে যায় দুর্ঘটনা। সাঁকো থেকে পড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। খবর শুনে নদীপাড়ে এলাকার বাসিন্দা এবং ইন্দাস থানার পুলিশ পৌঁছে যায়। দেহটি উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

পথনাটিকায় সচেতনতা বার্তা ট্রাফিক পুলিশের

সংবাদদাতা, গড়বেতা : ডিসেম্বর মাস পড়তেই মানুষ মেতেছেন বনভোজনে। রাস্তাঘাটে চলছে বাইক আরোহীদের ড্রিঙ্ক অ্যান্ড ড্রাইভ। রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশের নাকা চেকিং চলায় পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে বাইক নিয়ে পালাতে গিয়ে ঘটছে দুর্ঘটনাও। গড়বেতা থানার ট্রাফিক পুলিশের পক্ষে পথনাটিকার মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হল এই ছবি। সচেতন করতেই পথনাটিকার মধ্য দিয়ে সতর্ক করা হল এলাকার মানুষকে। উপস্থিত ছিলেন গড়বেতা থানার ট্রাফিক বিভাগের ওসি অমর ছেত্রী-সহ অন্যরা।

নাগরদোলায় চুল আটকে মৃত

প্রতিবেদন : নাগরদোলায় কোন শিশু না চড়তে চায়! ওপর থেকে নামার সময় যত ভয়ই লাগুক, এই আনন্দ তারা ছাড়তে চায় না। আর এই আনন্দই বিষাদে পরিণত হল। নাগরদোলা ঘোরার সময় তাতে চুল আটকে মর্মান্তিক মৃত্যু হল পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীর। নাম আসনির খাতুন। বয়স ১২। বাড়ি সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ান পুর এলাকার লালপুরে। শুক্রবার রাতের ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আসনির শুক্রবার সন্ধে নাগাদ বন্ধুদের সঙ্গে এলাকার মেলায় ঘুরতে গিয়ে নাগরদোলায় চড়ে। তখনই অসাবধানে তার চুল আটকে যায় দোলায় এবং দোলা থেকে নিচে পড়ে ঘটনাস্থলেই অচেতন হয়ে পড়ে। স্থানীয়রা উদ্ধার করে অনুপনগর হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচানো যায়নি। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জঙ্গিপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

জঙ্গলে শিয়াল-নেকড়ে আতঙ্ক

সংবাদদাতা, কাঁকসা: গত কয়েক বছরে কাঁকসার গড় জঙ্গলে বেড়েছে শিয়াল ও নেকড়ের সংখ্যা। এ ছাড়াও রয়েছে হায়না, খরগোশ, সাপ এবং বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। সম্প্রতি বন দফতরের ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়েছে বেশ কয়েকটি নেকড়ে ও শিয়ালের ছবি। বন দফতরের কর্মীরা প্রতিটি হিংস্র জীবের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছেন বলে জানানো হয়েছে। কাঁকসার ঘন জঙ্গলে অনুকূল পরিবেশ এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার পেয়ে শিয়াল, নেকড়ে ও হিংস্র জীবজন্তু বাড়ছে। রাত হলেই গ্রামের মধ্যে ঢুকে বসতবাড়ি থেকে হাঁস, মুরগি ছাড়াও ছাগল তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে প্রায় দিন। রাত হলেই শিয়ালের ডাক শুরু হয়ে যাচ্ছে গ্রামের আশপাশে। ফলে ভয়ে কেউ আর সন্ধ্যার পর বাড়ির বাইরে বের হচ্ছেন না। অন্যদিকে যাঁরা বাড়ির বাইরে কাজ সেরে সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরছেন তাঁরাও এক প্রকার আতঙ্কের মধ্যেই যাতায়াত করছেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, আগে রাতেই শিয়াল দেখা গেলেও এখন দিনেও গ্রামের মাঠেঘাটে দেখা মিলছে। চাষিরাও ভয়ে ভয়েই মাঠে চাষের কাজে যাচ্ছেন। বন দফতর সূত্রে খবর, দুর্গাপুরের লাউদোহা, মাধাইগঞ্জের জঙ্গলে নেকড়ের দেখা মিলেছে। এর পরেই নেকড়েদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য ট্র্যাপ ক্যামেরা লাগানো হয়েছিল জঙ্গলে। এখন জঙ্গল লাগোয়া গ্রামগুলিতে প্রচার শুরু হয়েছে বন দফতর। ওই এলাকার বাসিন্দাদের সচেতন করা হচ্ছে, যাতে নেকড়েদের কেউ আক্রমণ না করেন। আগে একাধিক বাসিন্দা নেকড়ের আক্রমণে জখম হয়ে পরে নেকড়েটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলেন। এই ঘটনার পর থেকে বন্যপ্রাণ রক্ষার জন্য আরও বেশি করে সচেতনতামূলক প্রচার শুরু করেছে দফতর।

মাঠার পর ঝালদাতেও চালু টেলিস্কোপে নাইট স্কাই ওয়াচিং

প্রতিবেদন : মাঠা বনাঞ্চলের পর এবার ঝালদা বনাঞ্চলেও মিলবে রাতের আকাশ দেখার সুযোগ। সুচনা হল টেলিস্কোপে নাইট স্কাই ওয়াচিং। পর্যটন মানচিত্রে একেবারেই নয়া সংযোজন এই নাইট স্কাই ওয়াচিং। পুরুলিয়া বন বিভাগ ও এসএইচইআর সংস্থার উদ্যোগে এই টেলিস্কোপ লাগানোর ব্যবস্থা হয়েছে ঝালদা বনাঞ্চলে। শনিবার টেলিস্কোপের উদ্বোধন করেন পুরুলিয়া বন বিভাগের ডিএফও অঞ্জন গুহ। উপস্থিত ছিলেন এডিএফও সায়নী নন্দী, এসএইচইআর কর্ণধার জয়দীপ কুন্ডু, সুচন্দ্রা কুন্ডু-সহ বনাধিকারিকেরা। এদিন ডিএফও অঞ্জন গুহ বলেন, আগামী দিনে মাঠা ফরেস্ট রেঞ্জে যেভাবে টেন্টের ব্যবস্থা রয়েছে সেই একইভাবে ঝালদা রেঞ্জে টেন্টে রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে বন বিভাগের তরফে। যা পর্যটকদের কাছে একেবারেই অন্যরকম অভিজ্ঞতা হতে চলেছে। আপাতত শনি ও রবিবার টেলিস্কোপে রাতের আকাশ দেখানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে পর্যটকদের ভিড় বাড়লে স্লট বুকিংয়েরও পরিকল্পনা রয়েছে বন বিভাগের তরফে। এদিন টেলিস্কোপের উদ্বোধনের পাশাপাশি যৌথ বন পরিচালন কমিটির মহিলাদের হাতে শতাধিক শাড়ি এবং বাচ্চাদের হাতে পড়াশোনার সামগ্রী ও নতুন জামা তুলে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে বনাঞ্চলে আগুন নিয়ন্ত্রণের মহড়ার আয়োজন হয় বন ও দমকল বিভাগের পক্ষ থেকে।

টেলিস্কোপ পরিষেবার সূচনায় বনকর্তারা এবং এসএইচইআর কর্মীরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শনিবার পুরুলিয়ার বলরামপুর ব্লকের কদমডি গ্রামে খড়ের গাদায় আগুন লেগে মৃত্যু হল তিন বছরের দুই আদিবাসী শিশু সোলেমান হেমব্রম ও আকাশ বেসরার। স্থানীয়রা পাশের ডোবা থেকে জল নিয়ে আগুন নেভানোর পর মেলে পোড়া দেহ

আমার বাংলা
14 December, 2025 • Sunday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের সভায় মন্ত্রী, বিধায়ক

সভায় সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া-সহ অন্যেরা।

সংবাদদাতা, ডেবরা : পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা অডিটোরিয়াম হলে ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল প্রথমিক শিক্ষক সমিতির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হল শনিবার। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ডাঃ মানসরঞ্জন ভুঁইয়া, ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতি, জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান রাধাকান্ত মাইতি, জেলার প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি সাহেব দে-সহ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের সদস্য শিক্ষকেরা। সংগঠন সভাপতি সাহেব দে জানান, আগামী দিনে সংগঠন কোন পথে, কীভাবে চলবে তার নীতি নির্ধারণ করা হল এদিন।

খেতের ফসল বাঁচাতে গিয়ে হাতির হানায় মৃত

সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর : নিজের মাঠের ফসল বাঁচাতে হাতির হানায় প্রাণ গেল এক কৃষকের। শুক্রবার রাতে বিষ্ণুপুরের কুড়চিডাঙা এলাকার বড়জোড়ার পাবয়ার জঙ্গলে প্রায় চার মাস কাটানোর পর গতকাল প্রায় ২৩টি হাতির একটি দল দ্বারকেশ্বর নদ পেরিয়ে বিষ্ণুপুরের জঙ্গলে যায়। বিষ্ণুপুরের জঙ্গল থেকে মেদিনীপুরের জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল হাতির দলটিকে। জমিতে থাকা আলুর ক্ষতির আশঙ্কায় স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে ফসল বাঁচাতে পাহারা দিচ্ছিলেন কুড়চিডাঙার বাসিন্দা রামপদ হেমব্রম। সেই সময় সব হাতি চলে গেলেও পেছনে যে আরও তিনটি হাতি ছিল তা বুঝতে পারেনি রামপদবাবু। আচমকাই ওই তিনটি হাতির মধ্যে একটি হাতির সামনে পড়ে যান তিনি। হাতিটি তাঁকে শুঁড়ে করে তুলে মাটিতে আছড়ে পায়ে পিষে মারে।

বস্তি উচ্ছেদের প্রতিবাদ

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের জমিতে থাকা দীর্ঘদিনের বস্তি উচ্ছেদ অভিযানে নামতেই এই সংস্থার তরফে অভিযানকারীদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন বস্তিবাসীরা। দুর্গাপুরের ডিটিপিএস এলাকার ডাংপাড়া বস্তিতে ডিভিসি কর্তারা জমি অধিগ্রহণে গেলে ঝাঁটা হাতে প্রতিবাদ করেন মহিলারা। দাবি, পুনর্বাসন ছাড়া তাঁরা এই জমি ছাড়বেন না। ডিভিসির জেনারেল ম্যানেজার অমিত মোদি জানান, ৮০০ মেগাওয়াটের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়তে জমির প্রয়োজন।

সহায়কমূল্যে ধান বিক্রিতে ন্যায্য পদ্ধতি মানা হচ্ছে কিনা, দেখতে ক্রয়কেন্দ্রে প্রশাসন কর্তারা

সংবাদদাতা, বর্ধমান : খোলা বাজারের চেয়ে রাজ্যের সহায়ক মূল্যে ধানের দাম ৪৫০ থেকে ৫০০ টাকা বেশি। এই দামে ধান ক্রয়কেন্দ্রে বিক্রি করতে এসে চাষিরা 'বোকা'বনছেন কিনা আচমকা পরিদর্শনে শনিবার জেলার একাধিক ক্রয় কেন্দ্রে যান এডিএম, এসডিও থেকে প্রশাসন কর্তারা। বেশ কিছু কেন্দ্রে 'গোলমাল'পেয়ে তাঁরা জেলাশাসক আয়েষা রানি এ-কে রিপোর্ট করেছেন। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে পূর্বস্থলী ও গলসির দায়িত্বে থাকা খাদ্য দফতরের আধিকারিককে এদিন সেগুলিকে জেলাশাসক শোকজ করার নির্দেশ দেন। জেলাশাসক বলেন, এরকম আচমকা পরিদর্শনে যাবেন সিনিয়র অফিসারেরা। যেমন খুশি বাটা বা খাদের নাম করে ধান বাদ দেওয়া যাবে না। প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, জেলাশাসকের নির্দেশ মেনে শনিবার সকাল থেকে চারজন এডিএম, তিনজন এসডিও-সহ ১১ জন সিনিয়র আধিকারিকরা ব্লক ভাগ করে ক্রয়কেন্দ্রগুলি পরিদর্শনে যান। চাষিরা সহায়কমূল্যে ধান বিক্রি করতে উৎসাহী। স্বচ্ছতা বজায় রেখে মসৃণভাবে ধান বিক্রির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নানা জায়গা থেকে খবর আসছে, ধান বিক্রি করতে এসে চাষিরা 'বোকা'বনে যাচ্ছেন। সেই কারণে ক্রয়কেন্দ্রগুলিতে আচমকা পরিদর্শন করে প্রকৃত ঘটনা দেখে তার রিপোর্ট দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন। প্রশাসন সূত্রে খবর, পূর্বস্থলী ১ ও ২ ব্লকের ধান ক্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এসডিও (কালনা)। তিনি দেখেন, চাষিদের বাটা বা খাদ নিয়ে 'বোকা' বানানো হচ্ছে। গলসিতে গিয়ে এডিএম (শিক্ষা) দেখেন রেজিস্টার ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না। এডিএম (উন্নয়ন) ও এসডিও (কাটোয়া) মঙ্গলকোটে গিয়ে দেখেন, কোনও খাদ ছাড়াই ধান বিক্রি হয়েছে। বর্ধমান ১ ও ২ ব্লকে গিয়ে এসডিও (বর্ধমান সদর) লক্ষ্য করেন, ই-পস যন্ত্র ঠিকমতো কাজ করছে না। প্রশাসনের এক শীর্ষকর্তা বলেন, গত বছর বৃষ্টির জন্যে ধানে আর্দ্রতা ছিল। কিন্তু এ বছর খটখটে আবহাওয়া। তারপরেও আর্দ্রতার কারণে যা খুশি করে খাদ বা বাটা করবে, সেটা হবে না। আর্দ্রতা মাপার যন্ত্র দিয়ে মেপে দেখতে হবে। এই নিয়ে মেমারি ২ ব্লক-সহ বেশ কয়েকটি ধান ক্রয়কেন্দ্রে চাষিরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। হাতের কাছে প্রশাসন কর্তাদের পেয়ে চাষিরা দাবি জানিয়েছেন, কৃষক বন্ধু প্রকল্পে নথিভুক্ত নয়, এমন চাষিরা ১৫ কুইন্টালের বেশি ধান বিক্রি করতে পারছেন না। পরিমাণ বাড়ানো উচিত। আবার হঠাৎ করে দিনে ৬০ জনের বদলে ৩০ জনের ধান কেনা হচ্ছে, এতে তাঁদের হয়রানি হচ্ছে। পরিদর্শনে যাওয়া এক আধিকারিকের দাবি, চাষিদের সংখ্যাটা অনায়াসে বাড়ানো যায়, সেটা লক্ষ্য করেছি।

ক্রয়কেন্দ্রে বর্ধমান উত্তরের মহকুমা শাসক।

নারীপাচার, বাল্যবিবাহ রুখতে গোপীবল্লভপুরে কন্যাদান উৎসব

গণবিবাহের মঞ্চে ১৪ জোড়া পাত্রপাত্রী।

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : দীর্ঘ ১৮ বছরের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে শুক্রবার রাতে গোপীবল্লভপুরে ত্রিবেণী যুব জনকল্যাণ অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে হল ১৮তম গণবিবাহের অনুষ্ঠান কন্যাদান উৎসব ২০২৫। রসিকানন্দ ময়দানে বসে এই গণবিবাহের আসর। এবছর ১৪ জোড়া পাত্রপাত্রীর বিয়ের মাধ্যমে ১৮ বছরে মোট ৩৫২৬ জন পাত্রীর বিয়ে দিয়ে নজির গড়ল এই সংস্থা। শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের মহন্ত কৃষ্ণকেশবানন্দ দেবগোস্বামী-সহ উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী চূড়ামণি মাহাত, আইসি কার্তিক রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি সত্যরঞ্জন বারিক, সংস্থা সম্পাদক সনাতন দাস, অনুপ কর, সুব্রত সিংহ প্রমুখ। নবদম্পতির দেওয়া হয় পালঙ্ক, আলমারি, সোনার নাকছাবি, দুল, সাইকেল, ঘড়ি, বিছানাপত্র, বাসনপত্র ইত্যাদি।

সার নিয়ে আদিবাসীদের উসকানি পুরুলিয়ায় গ্রেফতার গীতা মুর্মু

প্রতিবেদন : সার-বয়কটের প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে বারিকুল থানার মুচিকাটা গ্রামে কর্মসুচি সেরে ওড়িশা ফেরার পথে পুরুলিয়া সীমানায় বান্দোয়ান থানার পুলিশ গ্রেফতার করে ওড়িশার মাঝি সরকারের নেত্রী গীতা মুর্মুকে। শনিবার ধৃতকে পুরুলিয়া জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তিন দিনের পুলিশি হেফাজত দেন। এই ঘটনায় এ পর্যন্ত ৫ জন গ্রেফতার হয়েছে। প্রসঙ্গত, দেশের বিভিন্ন রাজ্যের পাশাপাশি এ রাজ্যও সার-প্রক্রিয়া চলার মাঝে সমাজবাদ আন্তঃরাষ্ট্রীয় কিষাণ সৈনিক কার্ডের পশ্চিমবঙ্গের দায়িতে থাকা গীতা মুর্মু কদিন ধরেই বাঁকুড়ার বারিকুল ও পুরুলিয়ার বান্দোয়ানে আদিবাসী মানুষদের একাংশকে সার-ফর্ম ফিলাপ না করার প্ররোচনা দিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। অভিযোগ, তাঁর উসকানিতেই বান্দোয়ান বিধানসভার বেশ কিছু গ্রামের জনজাতির মানুষ সরকারি গণনায় অংশ নিতে অস্বীকার করেন তাঁদের কাছে 'মাঝি সরকার'-এর পরিচয়পত্র আছে, ভারতের নাগরিকত্ব প্রমাণের প্রয়োজন নেই এই বলে। ওড়িশা থেকে কিছু লোক এসে মাঝি সরকারের নামে গরিব ও অক্ষরজ্ঞানহীন আদিবাসীদের ভুল বোঝানোর ফলে সার বা সরকারি তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়ার বিরোধিতা ও বাধা সৃষ্টি হচ্ছে এই অভিযোগে আগেই বিপিনবিহারী বেসরা ও বলাই সরেন-সহ আরও দুজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এর পরেই গ্রেফতার হলেন গীতা মুর্মু।

রঙ-তুলি, গান-গল্পে গাঁথা বাংলার পটচিত্র পেল জাতীয় পুরস্কার

মৌসুমী হাইত • পিংলা

পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলার নয়া গ্রামের শিল্পী স্বর্ণ চিত্রকর রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত বিশেষ প্রদর্শনীতে পেলেন জাতীয় পুরস্কার। রঙ, গান, তুলি আর গল্পে গাঁথা বাংলার পটচিত্র আবারও দেশের মাটিতে দারুণ সাফল্য এনে দিল। রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত বিশেষ প্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে মিলেছে এই জাতীয় পুরস্কার। জানা গিয়েছে, রাষ্ট্রপতি ভবনে ৯ ডিসেম্বর দেশের সেরা শিল্পীদের সঙ্গে স্বর্ণ চিত্রকর নিজের হাতেই পুরস্কার নেন রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের নির্বাচিত শিল্পীদের সঙ্গে পটশিল্পী স্বর্ণ চিত্রকরও তাঁর শিল্পকর্ম প্রদর্শন করেন। বাংলা থেকে নির্বাচিত একমাত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী এবার তিনিই। নিজের প্রতিভা আর সৃজনশীলতার জোরে এই জায়গায় পৌঁছেছেন তিনি। স্বর্ণ চিত্রকর বলেন, ২০২৪ সালে আমাকে শিল্প প্রদর্শনের জন্য মনোনীত করা হয়েছিল। তারপর এ বছর রাষ্ট্রপতি ভবনে অন্যদের সঙ্গে আমার কাজ প্রদর্শনের সুযোগ পাই। জাতীয় পুরস্কার যে আমার হাতে উঠবে, তা ভাবিনি। এটা আমার জীবনের সবাধিক আবেগঘন মুহূর্ত। বাংলা পটশিল্পের ইতিহাসে এটি এক মূল্যবান সংযোজন। এর আগে এই মাটিরই শিল্পী গুরুপদ চিত্রকর (২০০১), আনোয়ার চিত্রকর (২০০৭) জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন। সেই তালিকায় যুক্ত হল নতুন নাম স্বর্ণ চিত্রকর। উল্লেখ্য, পিংলার নয়াগ্রাম এখন আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত 'পটচিত্র গ্রাম' হিসেবে। এখানকার শিল্পীরা রং-তুলির টানে শুধুই ছবি আঁকেন না, তাঁরা গেয়ে শোনান গল্প, ইতিহাস, সংস্কৃতি। দেশবিদেশে প্রদর্শনী থেকে প্রশিক্ষণ সব জায়গায় স্বীকৃতি পেয়েছে এই শিল্পকলা। স্বর্ণ চিত্রকরের সাফল্য সেই ঐতিহ্যকেই আরও উজ্জ্বল করে তুলল। নয়া গ্রামের আঙিনা থেকে আবারও রাষ্ট্রপতি ভবন পর্যন্ত পৌঁছে গেল বাংলার পটশিল্পের গর্ব। এই পুরস্কার শুধু একজন শিল্পীর নয়, গোটা অঞ্চলের, বাংলার সম্মান।

রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন স্বর্ণ চিত্রকর।

১০
১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
রবিবার

আমার বাংলা

14 December, 2025 • Sunday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান

রায়গঞ্জে আট কোটি টাকায় উন্নয়নের একাধিক কাজ শুরু

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রকল্প 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান'-এর হাত ধরে রায়গঞ্জ শহর সেজে উঠছে নতুন রূপে। এই জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে জোরকদমে চলছে একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ। তৃণমূল স্তরে মানুষের দৈনন্দিন সমস্যাগুলির দ্রুত ও কার্যকর সমাধান করাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য, যা রাজ্য সরকারের জনমুখী নীতিকেই তুলে ধরছে। শনিবার তারই এক উজ্জ্বল ছবি ধরা পড়ল রায়গঞ্জ শহরের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে। এদিন সেখানে পুরপ্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস-সহ বিশিষ্টজনেদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা করা হয়। ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন পুর প্রশাসক।

এই প্রকল্পের আওতায় রায়গঞ্জ শহরের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য মোট আট কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। এই বিশাল অঙ্কের অর্থে রাস্তানির্মাণ, ড্রেন সংস্কার-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত সমস্যার সমাধান করা হবে। ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে ৩৮ লক্ষাধিক টাকার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু। শনিবার বিশেষ করে ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ৪টি বুথে রাস্তা ও নিকাশি কাজের সূচনা করা হয়েছে। এই কাজের জন্য বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ৩৮ লক্ষেরও বেশি টাকা। মুখ্যমন্ত্রী স্থানীয় স্তরে জনগণের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়নের গতি বাড়াতে এই যুগান্তকারী প্রকল্পের ঘোষণা করেছিলেন। সেই লক্ষ্যেই দ্রুতগতিতে রায়গঞ্জ শহরের একের পর এক ওয়ার্ডে উন্নয়নমূলক কাজের সূচনা হল।

পথশ্রী রাস্তার কাজের সূচনা করছেন সন্দীপ বিশ্বাস।

নদীতে ডুবে মৃত্যু শিশুর

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : বাড়ির সবাই যখন কাজে ব্যস্ত, সেই ফাঁরে খেলতে খেলতে পাশের গিলান্ডি নদীতে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক শিশুকন্যার। নাম বীথি রায়। বয়স আড়াই বছর। শনিবার ধূপগুড়ি মহকুমার নিরঞ্জনপাঠ মধ্যপাড়ায়। বাবা বিশ্বজিৎ রায় কাজে বেরোনোর সময় শিশুটিকে তাঁর দাদার কাছে রেখে যান। কিছুক্ষণ পর শিশুটি হাঁটতে চাইলে জেঠু কোল থেকে নামিয়ে দেন। সেই সময় বাড়ির কাছেই গিলান্ডি নদীর ধারে শিশুটির মা গরুকে খাবার দিতে যান। মায়ের পিছন পিছন বাড়ির অন্য শিশুদের সঙ্গে নদীর দিকে চলে যায় শিশুটিও। খেলার ফাঁকেই কোনওভাবে নদীতে পড়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে তাকে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করলে নদীতে শিশুটির পা ভাসতে দেখা যায়।

সংবর্ধিত কৃষ্ণ দাস

শনিবার সন্ধ্যায় ধূপগুড়ি টাউন এসসি ও ওবিসি সেলের উদ্যোগে ধূপগুড়ি টাউন ব্লক তৃণমূল কার্যালয়ে জেলা সভাপতি কৃষ্ণ দাসকে সংবর্ধনা দেওয়া হল। এই সংবর্ধনা সভায় ধূপগুড়ি টাউন ও আশপাশের এলাকার বিপুল সংখ্যক তৃণমূল কর্মী উপস্থিত ছিলেন। সভায় সংগঠন মজবুত করা লক্ষ্য, তৃণমূলস্তরের কর্মীদের গুরুত্ব দেওয়া এবং ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক রণকৌশল নিয়েও আলোচনা হয় বলে জানা গিয়েছে।

২০২৬-এ নির্বাচনের আগে কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে তৃণমূল। জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে অঞ্চল নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করলেন তৃণমূল জেলা নেতৃত্ব ও ব্লক নেতৃত্ব। ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা যুব সভাপতি রামমোহন রায়, ময়নাগুড়ি ব্লক সভাপতি বাবলু রায় প্রমুখ।

পথশ্রী প্রকল্পে পাকা সড়ক পাচ্ছে কালচিনির মেচবস্তি

ফিতে কেটে উদ্বোধনে জেলাশাসক আর বিমলা।

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : মুখ্যমন্ত্রীর মস্তিস্কপ্রসূত প্রকল্প পথশ্রীর সৌজন্যে আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের মেচবস্তির বাসিন্দারা স্বাধীনতা পর এই প্রথম পাকা সড়ক পেতে চলেছেন। বক্সার জঙ্গল লাগোয়া এই বস্তির বাসিন্দারা এতদিন এবড়োখেবড়ো কাঁচা সড়কে কষ্ট করে পথ চলতেন। পথশ্রী প্রকল্পে পূরণ হল তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবি, বৃহস্পতিবার নদিয়া থেকে ভার্চুয়ালি কালচিনি ব্লকের লতাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মেচবস্তির পথশ্রীর ওই রাস্তা তৈরি কাজের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এত বছর পর ওই এলাকায় পাকা রাস্তার কাজ শুরু হওয়ায় খুশি এলাকার মানুষ। আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের মাধ্যমে তৈরি হতে চলেছে এই রাস্তাটি। রাস্তাটি হয়ে গেলে উপকৃত হবেন কয়েক হাজার বাসিন্দা। বিশেষ করে এলাকার স্কুলপড়ুয়ারা নিশ্চিন্তে হামিল্টনগঞ্জ ও রোগীরা লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে সহজেই চিকিৎসা নিতে পৌঁছতে পারবেন।

এই রাস্তা তৈরিতে ব্যয় হবে প্রায় ৫৯ লক্ষ ২৮ হাজার ৫০২ টাকা। রাস্তাটির দৈর্ঘ্য ১.৪ কিলোমিটার। এ প্রসঙ্গে জেলাশাসক আর বিমলা বলেন, পথশ্রী প্রকল্পে মেচবস্তিতে পাকা রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হল। এলাকার মানুষ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ভাল রাস্তা উপহার পেতে চলেছেন।

কৃতী সংবর্ধনা

বাংলার শীর্ষ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও সৃজনশীল ব্যক্তিদের দেওয়া হল রয়েল বেঙ্গল আইকন অ্যাওয়ার্ড। অনুষ্ঠানে ছিলেন বিধায়ক দেবাশিস কুমার, রাজস্ব বিভাগের যুগ্ম কমিশনার পাঞ্চালি মুন্সি ও বহু বিশিষ্ট মানুষ। এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত করা হয় লেখিকা লীনা গঙ্গোপাধ্যায়, ডঃ তানিয়া দাস-সহ কয়েকজনকে।

দার্জিলিংয়ে স্কুলে

দার্জিলিং স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষা চলছে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়। ছাত্ররা গরম কাপড় পরে। পরীক্ষার পর শীতকালীন ছুটি শুরু হয় ২ মাসের জন্য। যদি প্রয়োজনীয় স্কুলগুলি হিটার প্রদান করে। দার্জিলিং স্কুলের ব্যবস্থা সমতল স্কুলগুলির থেকে আলাদা। এখানে চূড়ান্ত পরীক্ষা ডিসেম্বর মাসে। ক্লাস ৫ থেকে ৯ পর্যন্ত এবং ১০তম শ্রেণির জন্য বোর্ড পরীক্ষার জন্য নির্বাচন পরীক্ষা করা হয়। দার্জিলিঙে ডিসেম্বর মাসে ঠান্ডা এবং শীতের ঋতু শুরু হয়।

কোচবিহারে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজ শুরু

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজের সূচনায় সুমিতা বর্মন, অভিজিৎ দে ভৌমিক প্রমুখ।

সংবাদদাতা, কোচবিহার : দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের চান্দামারি অঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজের সূচনা হল শনিবার। এদিন এই প্রকল্পের সূচনা করেছেন কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন ও রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য অভিজিৎ দে ভৌমিক। জানা গেছে চান্দামারি অঞ্চলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য জেলা স্বাস্থ্য দফতর প্রায় ৫৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। এই প্রকল্পের কাজ করবে জেলা পরিষদ। জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা জানান, খুব দ্রুত এই প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। অভিজিৎ জানান, এই এলাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। তা পূরণ হওয়ায় খুশি এলাকাবাসী। এছাড়াও কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের পুঁটিমারি ফুলেশ্বরী অঞ্চলে নর্দমার কাজের সূচনা হয়েছে এদিন। প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই গ্রাম পঞ্চায়েতে তিনটি নর্দমার কাজ হবে। নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় এতদিন বর্ষায় দুর্ভোগে পড়তেন গ্রামবাসী।

ফেসবুক দীপঙ্করকে জুটিয়ে দিল পাত্রী

সঞ্জয় রায় • বালুরঘাট

গ্রামের সব থেকে ছোট্ট ছেলে দীপঙ্কর বিয়ে করে সংসার করছে। খুশি বালুরঘাট ব্লকের ভাটপাড়ার আমতলিবাসী। ছোট্ট বলতে নাবালক নয়, সাবালক দীপঙ্করের উচ্চতা মাত্র আড়াই ফুট। নন্দিনীকে বিয়েই যেন আজ ইতিহাস আমতলিতে। দীপঙ্কর বর্মন ওরফে ছোটন ত্রিপল ও টিনের ঘরে শুয়ে বাবা-মা ও দাদাকে নিয়ে বাজনা বাজিয়ে দিন গুজরান করেন। দীপঙ্করের ভবিষ্যৎ কী হবে ছোট থেকেই এই দুশ্চিন্তা ছিল পরিবারের। সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিল ফেসবুক। প্রায় দুমাস আগে মশানজোড়ের ভিডিও কলে দীপঙ্কর প্রথমে দেখতে পান দুর্গাপুরের চণ্ডী করমোদকের মেয়ে নন্দিনীকে। প্রথম দেখাতেই পছন্দ তিন ফুটের নন্দিনীকে। এরপরই উভয়ের ভালবাসা। সায় দেয় তাদের পরিবারও। শাস্ত্র মেনে দুজনের বিয়েও দেয়। এই বিয়ের খবর ছড়িয়ে পড়তেই দেখতে ভিড় জমছে আমতলি গ্রামে। দীপঙ্কর জানায়, ফেসবুকে নন্দিনীকে পেয়ে ফোনে যোগাযোগ হত। সে দক্ষিণ দিনাজপুরের বাউল এলাকায় মামার বাড়িতে বিয়েতে এসেছিল, আমি সেখানে চলে যাই। সেখান থেকেই নিয়ে এসে বিয়ে করি। বিয়ে করে দুজনেই খুব খুশি।

সুখী দম্পতি দীপঙ্কর ও নন্দিনী।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রেলকর্মীদের এবার সতর্ক করল ভারতীয় রেল। স্পষ্ট ভাষায় জারি হল নির্দেশিকা। এখন থেকে ডিউটিরত কোনও রেলকর্মী ভিডিয়ো ব্লগিং, রিল তৈরি বা ভিডিও শ্যুট করতে পারবেন না। নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বজায় রাখতেই এই কড়া সিদ্ধান্ত, জানা গিয়েছে রেলের তরফে

দিল্লি দরবার

14 December 2025 • Sunday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

১১
১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
রবিবার

ভারত-সহ এশীয় দেশগুলির পণ্যে ৫০% পর্যন্ত শুল্ক আরোপ মেক্সিকোর

বিশ্ব বাণিজ্য যুদ্ধে নতুন মোড়

নয়াদিল্লি: ভারতীয় পণ্য আমদানিতে ৫০ শতাংশের আকাশছোঁয়া মার্কিন শুল্ক আরোপের পর বিশ্ব বাণিজ্য যুদ্ধের আবহে এবার ভারত-সহ বেশ কয়েকটি এশীয় দেশের বিরুদ্ধে নতুন পদক্ষেপ নিল মেক্সিকো। মেক্সিকোর সেনেট ভারত, চিন এবং অন্যান্য এশীয় দেশ থেকে আমদানি করা বহু পণ্যের উপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। এই পদক্ষেপকে বিশ্লেষকরা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে খুশি করার কৌশল হিসেবে দেখছেন। নতুন এই শুল্ক বৃদ্ধি কার্যকর হবে ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে। এই শুল্কের ফলে যে-সমস্ত দেশের সাথে মেক্সিকোর কোনও বাণিজ্য চুক্তি নেই, তাদের পণ্য যেমন গাড়ি, গাড়ির যন্ত্রাংশ, বস্ত্র, প্লাস্টিক এবং স্টিলের উপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক বসানো হবে। এর ফলে ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, চিন, থাইল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলি সরাসরি প্রভাবিত হবে। মেক্সিকোর উদ্দেশ্য হল, এই পদক্ষেপের মাধ্যমে আগামী বছর প্রায় ৩.৭৬ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ৩৩,৯১০ কোটি টাকা) অতিরিক্ত রাজস্ব আয় করা এবং একই সাথে প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শেইনবাউমের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তবে বিশ্লেষকদের মতে, এই পদক্ষেপের মূল কারণ হল, ইউএস-মেক্সিকো-কানাডা বাণিজ্য চুক্তি পর্যালোচনার আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মন জয় করা, কারণ আমেরিকা হল মেক্সিকোর বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার। উল্লেখ্য, এর আগে চলতি বছরের শুরুতে মেক্সিকো চিনা পণ্যের উপর শুল্ক বাড়ালেও ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্রমাগত শেইনবাউম সরকারের সমালোচনা করে এসেছেন। গত কয়েক সপ্তাহে ট্রাম্প মেক্সিকোর ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামের উপর ৫০ শতাংশ এবং ফেন্টানিল নামক আফিম জাতীয় ড্রাগের অবৈধ প্রবাহ বন্ধ করতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছিলেন। এমনকী চলতি সপ্তাহের শুরুতে ১৯৪৪ সালের এক চুক্তিভঙ্গের অভিযোগে মেক্সিকোর উপর ৫ শতাংশ শুল্কের নতুন হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন ট্রাম্প। মেক্সিকোর এই নতুন শুল্কারোপের ফলে ভারত-মেক্সিকো দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে বড় প্রভাব পড়তে পারে। ২০২৪ সালে দুই দেশের বাণিজ্য ১১.৭ বিলিয়ন ডলারের রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছিল। মেক্সিকোর রফতানির ক্ষেত্রে ভারত নবম বৃহত্তম গন্তব্য। বর্তমানে ভারত মেক্সিকোর সাথে উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বজায় রাখে। ২০২৪ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, মেক্সিকোতে ভারতের রফতানি ছিল প্রায় ৮.৯ বিলিয়ন ডলার, যেখানে আমদানি ছিল ২.৮ বিলিয়ন ডলার। এর ফলে নয়াদিল্লির অনুকূলে একটি শক্তিশালী বাণিজ্য ভারসাম্য ছিল। ২০২৪ সালে ভারত থেকে মেক্সিকোর প্রধান আমদানি পণ্যের মধ্যে ছিল মোটরগাড়ি, গাড়ির যন্ত্রাংশ এবং অন্যান্য যাত্রিবাহীযান। এখন এই পণ্যগুলির উপর মেক্সিকোর উচ্চ শুল্ক আরোপের ফলে আগামী বছর আমদানি ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মেসি অ-দর্শনে বিশৃঙ্খলা

(প্রথম পাতার পর)

ভয়বহতা দেখে স্টেডিয়াম ছাড়েন।

মেসি যুবভারতীতে ছিলেন ঠিক ২২ মিনিট। সকাল ১১.৩০ মিনিটে যুবভারতীর মাঠে ঢোকে বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির গাড়ি। মেসির সঙ্গে ছিলেন লুইস সুয়ারেজ এবং রডরিগো ডি'পল। তাঁকে নিয়ে কলকাতার ফুটবলপ্রেমীদের উন্মাদনা দেখে উচ্ছ্বসিত দেখায় মেসিকে। গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে ঘিরে ধরেন মাঠে থাকা প্রচুর মানুষ। তার মধ্যেই মোহনবাগান মেসি অলস্টার একাদশ ও ডায়মন্ড হারবার মেসি অল স্টার দলের মধ্যে প্রীতি ম্যাচে অংশ নেওয়া ফুটবলারদের সঙ্গে পরিচিত হন। সঙ্গে তখন ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। সেসময়ই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি মাত্রা ছাড়ায়। ফলে গ্যালারি থেকে মেসিকে দেখা যায়নি। ক্ষুব্ধ সমর্থকেরা গ্যালারি থেকেই 'উই ওয়ান্ট মেসি' স্লোগান দিতে শুরু করেন। ভক্তদের অসন্তোষ ক্রমেই বাড়তে থাকে। বিরক্ত মেসিকে মাঠ থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার পরই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যুবভারতী। গ্যালারি থেকে মাঠে উড়ে আসে জলের বোতল। স্টেডিয়াম থেকে ছিঁড়ে ফেলা হয় আয়োজকদের মেসি-ইভেন্টের হোর্ডিং। মেসিকে দেখতে না পেয়ে ক্ষোভে, হতাশায় গ্যালারি থেকে বাকেট চেয়ার ভেঙে সেগুলো মাঠে ছুঁড়তে শুরু করেন দর্শকরা। নিচের গ্যালারির ফেন্সিংয়ের গেট ভেঙে মাঠে ঢুকে পড়ে কয়েক হাজার উন্মত্ত জনতা। ভেঙে ফেলা হয় দু'দিকের গোলপোস্ট। ছিঁড়ে ফেলা হয় জাল। স্টেডিয়ামের ড্রেসিংরুম সংলগ্ন এলাকাও ভাঙা হয়। স্টেডিয়ামের একাধিক জায়গায় রাখা ছিল ভিভিআইপি সোফা এবং চেয়ার। সেখানে আগুন লাগানো হয়। কিন্তু পুলিশের তৎপরতায় সেই আগুন দ্রুত নেভানো সম্ভব হয়েছে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু দর্শকরা কোনও বাধা মানছিলেন না। শেষমেশ গ্যালারিতে উঠে মৃদু লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হয় পুলিশ। বাংলা তথা গোটা দেশের গর্ব যুবভারতীর বেনজির ধ্বংসলীলা দেখে মাথা হেঁট হল তিলোত্তমারই। এই ক্ষতির দায় কে নেবে? এক পড়ুয়া বলছিলেন, আমি স্কলারশিপের অর্থ জমিয়ে ৮ হাজার টাকার টিকিট কেটে মেসিকে দেখতে এসেছিলাম। আমাদের সঙ্গে আয়োজকেরা প্রতারণা করেছে। আমাদের টাকা ফেরত দেওয়া উচিত।

কেরলের স্থানীয় নির্বাচনে ভরাডুবি হল বামপন্থীদের

তিরুবনন্তপুরম: বাংলায় যে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে তৃণমূলের বিরোধিতা করে বামেরা, কেরলে ধাক্কা তাদের কাছেই। কেরলের পঞ্চায়েত, পুরসভা ও কর্পোরেশন নির্বাচনে সিপিএম নেতৃত্বাধীন শাসক জোট বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এলডিএফ)-এর চরম ভরাডুবি হয়েছে। আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজয়নের দলের জন্য বিরাট ধাক্কা। এই নির্বাচনে, কংগ্রেস-নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট নজরকাড়া (ইউডিএফ) সাফল্য পেয়েছে। ইউডিএফ ৯৪১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৪৯৪টি, ১৫২টি ব্লক পঞ্চায়েতের ৮১টি, ১৪টি জেলা পঞ্চায়েতের মধ্যে ৭টি, ৮৭টি পুরসভার মধ্যে ৫৪টি এবং ৬টি কর্পোরেশনের মধ্যে ৪টিতে জয়লাভ করেছে। অন্যদিকে, ক্ষমতাসীন এলডিএফ জোট গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩৪৮টি, ব্লক পঞ্চায়েতে ৬৩টি, জেলা পঞ্চায়েতে ৭টি, ২৮টি পুরসভা এবং ১টি কর্পোরেশনে জয়লাভ করেছে। এই ফলাফল থেকে স্পষ্ট ইঙ্গিত, কেরলে ভোটাররা ক্ষমতাসীন জোটের বিরুদ্ধে পুরোপুরি চলে গিয়েছেন এবং বিরোধী দল ইউডিএফ রাজ্যের মানুষের সমর্থন লাভে সফল হয়েছে। এই ফল বাংলায় কংগ্রেস-বাম জোটের সুবিধাবাদী নীতি নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। এদিকে, ইউডিএফের এই সাফল্যের মধ্যেও একটি অপ্রত্যাশিত মোড় এসেছে দলের শীর্ষনেতা সাংসদ শশী থারুরের কেন্দ্রে। কারণ বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট কেরলের রাজধানী তিরুবনন্তপুরম মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১০১টি আসনের মধ্যে ৫০টি আসনে জয়লাভ করে এই প্রথম সেখানে ক্ষমতা দখল করতে চলেছে। এই ঘটনা একইসাথে বাম ও কংগ্রেসের অন্দরেই আলোড়ন তুলেছে। গত ৪৫ বছর ধরে সিপিএম এই কর্পোরেশন দখলে রেখেছিল। গত বছর দক্ষিণের রাজ্যে বিজেপি তাদের প্রথম লোকসভা আসন জেতে এবং তাদের সেখানে মাত্র একজন বিধায়ক রয়েছে। রাজধানী তিরুবনন্তপুরম লোকসভা কেন্দ্রে ২০০৯ সাল থেকে টানা চারবার কংগ্রেসের শশী থারুর জিতেছেন। অন্যদিকে, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনটি বামেদের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিল। বাম-কংগ্রেসের শক্তিশালী কেন্দ্রে এই নির্বাচনে এনডিএ ৫০টি, এলডিএফ ২৯টি এবং ইউডিএফ ১৯টি আসন জিতেছে, বাকি দুটি আসন গেছে নির্দলদের ঝুলিতে। এই ঘটনা বিজেপি বিরোধিতার প্রশ্নে বাম-কংগ্রেসের যোগ্যতা নিয়েই বড় প্রশ্ন তুলে দিল।

বাংলার বন্ধুরা দক্ষিণে শত্রু!

সুকমায় ১০ মাওবাদীর অস্ত্র-সহ আত্মসমর্পণ

মাথার দাম ৩৩ লক্ষ

সুকমা: সাংগঠনিক দুর্বলতায় শক্তিক্ষয় বাড়ছে। চাপে পড়ে ছত্তিশগড়ের সুকমায় অস্ত্র-সহ আত্মসমর্পণ করলেন ১০ জন মাওবাদী। শুক্রবার যাঁরা আত্মসমর্পণ করেছেন তাঁদের মধ্যে ৬ জন মহিলা আছেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। বস্তার এলাকার পুলিশের আইজি সুন্দররাজ পাটিলিঙ্গম এই ঘটনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, একটি একে-৪৭ রাইফেল, দুটি এসএলআর, একটি ৩০৩ রাইফেল, একটি বিজেএল লঞ্চার এবং একটি স্টেনগান নিরাপত্তারক্ষীদের কাছে জমা পড়েছে।

জানা গিয়েছে, এদিন যাঁরা আত্মসমর্পণ করেন তাঁদের মাথার দাম ছিল ৩৩ লক্ষ টাকা। পুনা মারঘাম প্যাকেজ প্রকল্পেই আত্মসমর্পণ করেছেন তাঁরা। বস্তার এলাকায় একের পর এক মাওবাদী আত্মসমর্পণ করার ফলে ওই এলাকায় শান্তি এবং বিশ্বাস এবং উন্নয়নের পরিবেশ ফিরে আসছে বলেও মনে করা হচ্ছে বিভিন্ন মহলে। ছয় মহিলা মাওবাদী পরে সুকমার 'বায়ন ভাটিকা' পুনর্বাসন কেন্দ্রে চারা রোপণ করেন। সমাজের মূল স্রোতে ফিরে আসার প্রতীক হিসেবে তাঁরা এই কাজ করেন বলে জানা গিয়েছে। বস্তার রেঞ্জের পুলিশের আইজি জানিয়েছেন, গত ১১ মাসে ওই এলাকায় আত্মসমর্পণ করেছেন ১৫২০ জন মাওবাদী সদস্য। এখনও যাঁরা আত্মসমর্পণ করেননি তাঁদের মধ্যে মাওবাদী পলিটব্যুরো সদস্য দেবজি এবং দণ্ডকারণ্য স্পেশাল জোনাল কমিটির সদস্য পাপ্পা রাও এবং বারসে দেবা আছেন। পুলিশ আধিকারিকরা মনে করছেন এবার তাঁদেরও আত্মসমর্পণ করা ছাড়া পথ নেই।

তদন্ত কমিটি তৈরি মুখ্যমন্ত্রীর

(প্রথম পাতার পর)

কিন্তু আয়োজকদের অব্যবস্থার কারণে তা হল না। দুঃখপ্রকাশ করে তিনি জানান, লিওনেল মেসির কাছে আমি গভীরভাবে ক্ষমাপ্রার্থী, সেই সঙ্গে অগণিত ক্রীড়াপ্রেমী ও মেসির ভক্তদের কাছে এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি। সেইসঙ্গে ঘটনা খতিয়ে দেখার জন্য তদন্ত কমিটিও গড়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। সমাজমাধ্যমে তিনি জানান, প্রাক্তন বিচারপতি অসীমকুমার রায়ের নেতৃত্বে আমি একটি তদন্ত কমিটি গঠন করছি। সেই কমিটিতে থাকবেন মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের সচিব। এই কমিটি গোটা ঘটনার তদন্ত করবে। এই ঘটনার জন্য দায়ী কারা, তা নিশ্চিত করবে এবং ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে তার জন্য প্রতিবিধান তৈরি করবে।

ফেরতের ব্যবস্থা

(প্রথম পাতার পর)

যুবভারতীর গোট কনসার্টে লজ্জার ঘটনার পর সাংবাদিক বৈঠকে এসে রাজীব কুমার বলেন, যা টিকিট বিক্রি হয়েছে সেই টাকা ফেরত দিতে হবে। মেসিকে কেউ দেখতে পায়নি। তিনি আরও বলেন, টিকিট ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোক্তারা যদি সঠিক ব্যবস্থা না নেয় তাহলে পদক্ষেপ করা হবে। তদন্তে কেউ দোষী প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কেউ ছাড় পাবে না। একই কথা বলেন এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম।

ওরা কারা

(প্রথম পাতার পর)

মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এ-বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, মাঠে পরিক্রমার সময় বেশিক্ষণ দেখার সুযোগ থাকে না, যদিও সেই সুযোগ করা হয়নি। অবাঞ্ছিত লোক থেকেছে। সঙ্গে অনেক নিরাপত্তারক্ষী ছিল। ফলে মানুষ দেখতে পাননি। কিন্তু আবেগের বহিঃপ্রকাশের সুযোগ নিয়ে অন্য স্লোগান দিয়ে কারা দাপাল? জয় শ্রীরাম স্লোগান হবে কেন? উগ্র আচরণ, ভাঙচুর এটা সহ্য করা যায় না। কোনও প্রকৃত ফুটবলপ্রেমী এটা করতে পারে না।

দেশ বিদেশ

14 December, 2025 • Sunday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শান্তি আলোচনা ভেস্তে গেল। থাইল্যান্ড এবং কম্বোডিয়ার মধ্যে কোনও সংঘর্ষবিরতি হয়নি বলে শনিবার জানালেন থাইল্যান্ডের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী ফুমথাম ওয়েচায়াচাইক। তিনি জানান, সীমান্তে থাইল্যান্ড সেনা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে

মার্কিন কংগ্রেসে ট্রাম্পের অন্যায্য

ভারত-শুল্ক বাতিলের প্রস্তাব

ওয়াশিংটন: ভারতের উপর যে শুল্ক আরোপ করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, তা অবৈধ। তিন মার্কিন জনপ্রতিনিধি (হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস-এর সদস্য) জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে ভারতের আমদানির ওপর ট্রাম্পের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত বাতিল করার লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব পেশ করেছেন। তাঁরা এই শুল্কগুলিকে 'অবৈধ' এবং আমেরিকান কর্মী, ভোক্তা, এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর বলে অভিহিত করেছেন। প্রতিনিধি ডেবোরা রস, মার্ক ভেসি এবং রাজা কৃষ্ণমূর্তি এই প্রস্তাবের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যা ব্রাজিল থেকে আমদানির ওপর একই ধরনের শুল্ক বাতিলের জন্য আনা সেনেটের একটি দ্বি-দলীয় পদক্ষেপ এবং আমদানি শুল্ক বাড়ানোর জন্য প্রেসিডেন্টের জরুরি ক্ষমতা ব্যবহারের ওপর লাগাম টানার চেষ্টার পরবর্তী পদক্ষেপ। প্রকাশিত বিবৃতি অনুসারে, এই প্রস্তাবটি ইন্টারন্যাশনাল এমার্জেন্সি ইকোনমিক পাওয়ার্স অ্যাক্ট (আইইইপিএ)- এর অধীনে ২৫ আগস্ট, ২০২৫-এ ভারতের ওপর আরোপিত অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ 'সেকেন্ডারি' শুল্ক তুলে নেওয়ার লক্ষ্য রাখে, যা পূর্ববর্তী পারস্পরিক শুল্কের সঙ্গে যোগ হয়ে ভারতীয় পণ্যগুলির ওপর মোট শুল্ক ৫০ শতাংশে উন্নীত করেছিল। কংগ্রেসওম্যান রস বলেছেন যে, ''বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং একটি প্রাণবন্ত ভারতীয় আমেরিকান সম্প্রদায়ের মাধ্যমে নর্থ ক্যারোলিনার অর্থনীতি ভারতের সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত।'' তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে ভারতীয় সংস্থাগুলি এই রাজ্যে

'মার্কিন কর্মী ও ভোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত'

এক বিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ করেছে, যা জীবন বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির মতো ক্ষেত্রগুলিতে হাজার হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। এর পাশাপাশি নর্থ ক্যারোলিনার উৎপাদকরা বার্ষিক শত শত মিলিয়ন ডলারের পণ্য ভারতে রফতানি করে। কংগ্রেসের সদস্য ভেসি যোগ করেছেন যে, ''ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত অংশীদার, এবং এই অবৈধ শুল্কগুলি সাধারণ উত্তর টেক্সানদের ওপর একটি করের বোঝা, যারা ইতিমধ্যেই ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের সাথে লড়াই করছে।''

এদিকে, ভারতীয়-আমেরিকান কংগ্রেসের সদস্য কৃষ্ণমূর্তি মন্তব্য করেছেন যে শুল্কগুলি ''বিপরীত ফলদায়ক, সরবরাহ ব্যবস্থায় ব্যাঘাত ঘটায়, আমেরিকান কর্মীদের ক্ষতি করে এবং ভোক্তাদের জন্য খরচ বাড়িয়ে দেয়।'' তিনি জোর দিয়ে বলেন, এগুলি বাতিল করা হলে মার্কিন-ভারত অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা সহযোগিতা জোরদার হবে। কৃষ্ণমূর্তি আরও বলেন, ''আমেরিকান স্বার্থ বা নিরাপত্তা বৃদ্ধির পরিবর্তে এই শুল্কগুলি সরবরাহ ব্যবস্থায় ব্যাঘাত ঘটায়, আমেরিকান কর্মীদের ক্ষতি করে এবং ভোক্তাদের জন্য খরচ বাড়িয়ে দেয়। এই ক্ষতিকর শুল্কগুলি বাতিল করা হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে সাথে নিয়ে আমাদের অভিন্ন অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রয়োজনগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে।'' এই প্রস্তাবটি কংগ্রেসের ডেমোক্র্যাটদের পক্ষ থেকে ট্রাম্পের একতরফা বাণিজ্য নীতিগুলিকে চ্যালেঞ্জ জানানো এবং ভারতের সাথে আমেরিকার সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ। এর আগে অক্টোবরে, রস, ভেসি, এবং কৃষ্ণমূর্তি সহ কংগ্রেসের সদস্য রো খান্না এবং আরও ১৯ জন কংগ্রেস সদস্য প্রেসিডেন্টকে তাঁর শুল্ক নীতিগুলি প্রত্যাহার করে ভারতের সাথে দুর্বল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মেরামত করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ট্রাম্পের ভারত শুল্ক বাতিল করা হল বাণিজ্য সংক্রান্ত কংগ্রেসের সাংবিধানিক কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার এবং প্রেসিডেন্টকে তাঁর ভ্রান্ত বাণিজ্য নীতিগুলি একতরফাভাবে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য জরুরি ক্ষমতা ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখার জন্য কংগ্রেসের ডেমোক্র্যাটদের একটি বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ।

বড়দিনে দেশে ফিরবেন তারেক, ঘোষণা বিএনপির

ঢাকা: চলতি মাসেই বাংলাদেশে ফিরছেন খালেদা-পুত্র তারেক রহমান। ২৫ ডিসেম্বর তাঁর দেশে ফেরার ঘোষণা করা হয়েছে বিএনপির তরফে। দেশে ফেরার সংকেত দিয়েছেন তারেক রহমান নিজেও। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার শারীরিক পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটজনক হয়ে ওঠায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরার তোড়জোড়। খালেদার শারীরিক অবস্থা কার্যত অপরিবর্তিত রয়েছে। ফলে প্রস্তুতি থাকলেও তাঁকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শুক্রবার রাতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফকরুল আলমগির ঘোষণা করেন, ২৫ ডিসেম্বর লন্ডন থেকে বাংলাদেশে ফিরছেন তারেক। দল তাঁকে স্বাগত জানাবে। সেইসঙ্গে দেশে ফিরে তারেক যে শুধুই মায়ের স্বাস্থ্যের জন্য ব্যস্ত থাকবেন তা নয়। মহাসচিবের কথায় স্পষ্ট, দেশের গণতান্ত্রিক পরিস্থিতিকে নতুন রূপ দিতে তারেকের বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। আসন্ন ভোটের আগে তাঁকে বাংলাদেশে দেখতে চাইছেন বিএনপির সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। চলছে মনোনয়ন পেশের প্রক্রিয়া। এই পরিস্থিতিতে খালেদা জিয়ার হাসপাতালে থাকায় বিএনপিতে যে নেতৃত্বের শূন্যতা তৈরি হয়েছে, তা পূরণ করতে তারেক উদ্যোগী হবেন বলে আশাবাদী বিএনপি কর্মীরা। তারেক যে শুধু নিজের ইচ্ছায় দেশে ফিরছেন না, তা তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে স্পষ্ট। তিনি জানান, মায়ের এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে দেশে ফিরতে তিনি উদগ্রীব ছিলেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত 'অবারিত' ও 'একক নিয়ন্ত্রণাধীন নয়'। অর্থাৎ দলের সম্মতি পেয়েই তিনি দেশে ফিরছেন। ২০১১ সাল থেকে আওয়ামি লিগ জমানায় একাধিক মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে দেশছাড়া ছিলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। তাঁকে যাবজ্জীবন কারাবাসের সাজা দেওয়া হয়েছিল। তারপর থেকে লন্ডনেই আছেন খালেদাপুত্র। বিদেশ থেকেই দল পরিচালনা করছিলেন তিনি। ২০২৪ সালে বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থানের পর ধীরে ধীরে তারেকের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ থেকে খালাস করা হয় তাঁকে। এরপরই সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল তারেকের দেশে ফেরার। মায়ের অসুস্থতার কারণে সেই দেশে ফেরা চলতি বড়দিনেই হতে চলেছে বলে ঘোষণা বিএনপির।

খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা একইরকম আছে

পাকিস্তানকে 'বাইপাস' করে ভারত-আফগানিস্তান বাণিজ্য জোরদারে নতুন পথ: চাবাহার বন্দর এবং কার্গো বিমান রুট

নয়াদিল্লি: দুই বন্ধুরাষ্ট্র ভারত ও আফগানিস্তান তাদের বাণিজ্যপথে থাকা পাকিস্তানকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়ার এক যুগান্তকারী কৌশল নিয়েছে। ইসলামাবাদের কারণে স্থলপথে সরাসরি যোগাযোগ বন্ধ থাকায় কাবুল এবং নয়াদিল্লি এখন তাদের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যকে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার-এর সীমা ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে দুটি বিকল্প পথের উপর নির্ভর করছে: ইরানের চাবাহার বন্দরের মাধ্যমে সমুদ্রপথ এবং ডেডিকেটেড কার্গো বিমান পরিষেবা চালু করা। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে, এই দুই দেশ একটি রাজনৈতিক বাধা পেরিয়ে সরাসরি এবং নিরবচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক সম্পর্ক তৈরি করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

আফগানিস্তানের ভারপ্রাপ্ত শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী নূরউদ্দিন আজিজির ভারত সফরের পর দিল্লি এবং অমৃতসর থেকে কাবুল পর্যন্ত কার্গো বিমানপথ চালুর ঘোষণা হয়। ভারতের বিদেশমন্ত্রকের যুগ্মসচিব আনন্দ প্রকাশ এই পদক্ষেপের বিষয়ে জানান, যা দিল্লি এবং কাবুল উভয় স্থানে ডেডিকেটেড বাণিজ্যিক অ্যাটাশে নিয়োগের সিদ্ধান্তের পাশাপাশি থাকছে। ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের বর্তমান মূল্য ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি, এবং একসময় প্রতিবেশী থাকা এই দুটি দেশ এটি আরও বাড়াতে প্রস্তুত। ভারত ও পাকিস্তান আইনগতভাবে প্রতিবেশী হলেও, পাকিস্তানের গিলগিট-বালটিস্তান-এর অবৈধ দখলের কারণে তারা বাণিজ্য বা পরিবহণের জন্য কোনও স্থল সীমান্ত ব্যবহার করতে পারে না। এর ফলে নয়াদিল্লি এবং কাবুলের মধ্যে সরাসরি স্থলপথে প্রবেশ কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ফলস্বরূপ, এখন বিকল্প হিসেবে হয় আকাশপথ, অথবা ইরানের চাবাহার বন্দরের মাধ্যমে পাকিস্তানকে সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে যাওয়া মাল্টিমোডাল করিডর বেছে নেওয়া হচ্ছে।

ভবিষ্যতে পাকিস্তান-আফগানিস্তান সম্পর্ক উন্নত হলে কাবুলের সঙ্গে নয়াদিল্লির সম্পর্কে প্রভাব পড়বে কি না, এই প্রশ্নের জবাবে আফগান মন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ''আমরা কখনও সহিংসতা চাইনি। আফগানিস্তান যথেষ্ট রক্তপাত দেখেছে। ব্যবসা এবং রাজনীতিকে মেশানো উচিত নয়। আমাদের মনোযোগ দেশের উন্নয়নের জন্য একটি অনুকূল ব্যবসায়িক পরিবেশ তৈরি করার উপর।'' আফগান পণ্যের প্রবেশদ্বার হিসেবে ভারত যেখানে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে সেই ইরানের চাবাহার বন্দরের উপর বৃহত্তর নির্ভরতার পক্ষে সওয়াল করছে

আফগানিস্তানের তালিবান সরকার। আফগানিস্তানের ঘোষিত সুবিধার মধ্যে রয়েছে কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির উপর ১% শুল্ক, বিনামূল্যে জমি বরাদ্দ, নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ, এবং নতুন শিল্পগুলির জন্য—বিশেষত ফিরে আসা আফগান শরণার্থীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলির জন্য পাঁচ বছরের জন্য কর ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব। ভারতীয় কর্তৃপক্ষও ব্যবসায়িক ভিসা প্রক্রিয়াকরণকে সহজ করা এবং বর্তমান নিষেধাজ্ঞার বাধা সত্ত্বেও শক্তিশালী ব্যাঙ্কিং চ্যানেলগুলিকে মজবুত করার প্রতিশ্রুতি-সহ এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপের অঙ্গীকার করেছে। কাবুল-দিল্লি এবং কাবুল-অমৃতসর রুটে কার্গো বিমান পরিষেবা শীঘ্রই শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা তাজা ফল এবং ঔষধি ভেষজের মতো সহজে নষ্ট হয়ে যাওয়া আফগান রফতানি পণ্যের দ্রুত চলাচল সক্ষম করবে। স্থল পরিবহণের ক্ষেত্রে এই পণ্যগুলিতে দেরি হওয়ার সমস্যা রয়েছে। সহযোগিতার জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে ফার্মাসিউটিক্যালস, কোল্ড-চেইন পরিকাঠামো, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট এবং খনিজ আহরণের উদ্যোগ। এই চুক্তিগুলির পটভূমি হল পাকিস্তানের সাথে কাবুলের ক্ষয় হতে থাকা ট্রানজিট সম্পর্ক। আফগান নেতাদের সাম্প্রতিক নির্দেশনায় বারবার সীমান্ত বন্ধ হওয়া এবং ইসলামাবাদের দ্বারা রাজনৈতিক শোষণের কথা উল্লেখ করে ব্যবসায়ীদেরকে কয়েক মাসের মধ্যে পাকিস্তানি রুটের মাধ্যমে ব্যবসা গুটিয়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। গত এক বছরে আফগান রফতানিকারকদের কয়েক কোটি ডলারের ক্ষতি হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়ায় চাবাহার এবং মধ্য এশীয় পথগুলির মাধ্যমে মাল পরিবহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ইরানি বন্দরটি, যা নয়াদিল্লির দ্বারা সমর্থিত বৃহত্তর আন্তর্জাতিক উত্তর-দক্ষিণ পরিবহণ করিডরের অংশ, এখন স্থলবেষ্টিত আফগানিস্তানের ইরানে প্রাথমিক সমুদ্রবন্দর হিসাবে কাজ করছে। তবে, গত আর্থিক বছরে এই রুট এবং সীমিত বিমান সংযোগের মাধ্যমে বাণিজ্য প্রায় ৯০০ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছিল, এমনকী কাবুলের অনুকূলে প্রথমবারের মতো একটি ছোট উদ্বৃত্তও দেখা গেছে। কিন্তু কাবুলের সাথে নয়াদিল্লির সম্পর্কের বরফ গলার সাথে সাথে মানবিক সহায়তা প্রসারিত করার মাধ্যমে, যার মধ্যে ২০২১ সাল থেকে এক মিলিয়নেরও বেশি টন গম রয়েছে আবার কাবুলে সরাসরি ফ্লাইট পুনরায় চালু করার মাধ্যমে ভারত তালিবান প্রশাসনের সঙ্গেও সম্পর্ক বজায় রেখেছে। এই কৌশলটি ভারতের জন্য জ্বালানি ও খনিজ বাণিজ্যের জন্য মধ্য এশীয় দেশগুলিতে বিকল্প প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

১৫ ডিসেম্বর কসবা রাজডাঙা ময়দানে শুরু হচ্ছে ‘কলকাতা জেলা বইমেলা’। চলবে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। আয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ। ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক

নাগরিক হতে চাননি কুমুদরঞ্জন

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের জীবনে পড়েছিল গ্রাম জীবনের তুমুল প্রভাব। ছিলেন সহজ-সরল। মাটির মানুষ। পল্লি-প্রিয়তার সঙ্গে তাঁর কবিতায় যুক্ত হয়েছিল বৈষ্ণবভাবনা। ধর্ম নিয়ে লিখলেও, ছিল না ধর্মীয় সংকীর্ণতা। রবীন্দ্র-স্নেহধন্য কবির আজ প্রয়াণদিবস। স্মরণ করলেন

অংশুমান চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথ তখন খ্যাতির মধ্যগগনে। দেশের সীমা ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে নিজেকে মেলে ধরছেন সারা পৃথিবীতে। সেইসময় বাংলা ভাষায় বেশ কয়েকজন কবির আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁদের কেউ কেউ ছিলেন বিশুদ্ধ রবীন্দ্র-অনুসারী, পাশাপাশি কেউ কেউ হেঁটেছেন স্বতন্ত্র পথে। রবীন্দ্র-ঔজ্জ্বল্যকে মনেপ্রাণে স্বীকার করেই প্রকাশ করেছিলেন নিজস্ব স্বর। এই দ্বিতীয় ধারার কবি ছিলেন কুমুদরঞ্জন মল্লিক। তিনি ছিলেন নিখাদ পল্লিপ্রেমী। গ্রামবাংলার সহজ-সরল জীবন ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছিল তাঁর কবিতায় প্রধান বিষয়। দূরে সরে নয়, তিনি চিরসবুজ গ্রামবাংলার নদী, মাঠ, গাছপালা নিয়ে কবিতা লিখেছেন গ্রামে বসেই। গ্রামের মানুষের বিচিত্র জীবনের কথা লিখেছেন গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রাকে খুব কাছ থেকে দেখেই, গ্রামবাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করেই। অতিথি নয়, পুরোপুরি তাঁদের একজন হয়ে উঠেছিলেন। গ্রামের উর্বর মাটিতেই প্রোথিত করেছিলেন নিজস্ব শিকড়।

১৮৮৩ সালের ১ মার্চ কোগ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম কুমুদরঞ্জনের। গ্রামটি বর্তমানে পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্তর্গত। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল একই জেলার বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীখণ্ড গ্রামে। বাবা পূর্ণচন্দ্র মল্লিক ছিলেন কাশ্মীর রাজ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। মা সুরেশকুমারী দেবী। তাঁদের পূর্বপুরুষ বাংলার নবাবের থেকে মল্লিক উপাধি পান। আসল পদবি সেনশর্মা বা সেনগুপ্ত।

ছাত্র হিসাবে খুবই মেধাবী ছিলেন কুমুদরঞ্জন। ১৯০১ সালে এন্ট্রান্স, ১৯০৩ সালে কলকাতার রিপন কলেজ বা বর্তমানের সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে এফএ এবং ১৯০৫ সালে বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র সুবর্ণপদক পান।

পেশায় স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। বর্ধমানের মাথরুন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং সেখান থেকেই ১৯৩৮ সালে প্রধান শিক্ষকরূপে অবসর গ্রহণ করেন।

রবীন্দ্র-স্নেহধন্য কুমুদরঞ্জনের কবিত্বশক্তির বিকাশ ঘটেছিল বাল্যকালেই। নদী ঘেরা অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বড় হয়েছেন। তাঁর গ্রামের পাশ দিয়েই বয়ে গেছে অজয় ও কুনুর। এই গ্রাম আর দুই নদীই ছিল মূল প্রেরণা। তাঁর কবিতায় লেগে থাকত সোঁদা মাটির গন্ধ, ফুটে উঠত ভাঙনধরা নদীর বাঁক বদলের ছবি। সহজেই ছুঁয়ে যেত সববয়সি পাঠকের মন। সৃজনকর্মের মধ্যে দিয়ে পূরণ করেছিলেন ছোটর দাবি। তাঁর কবিতা ছিল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত।

গ্রামজীবনের তুমুল প্রভাব পড়েছিল ব্যক্তি জীবনেও। ছিলেন অত্যন্ত সহজ-সরল। নিরহংকারী। মাটির মানুষ। পল্লি-প্রিয়তার সঙ্গে বৈষ্ণবভাবনা যুক্ত হয়েছিল তাঁর কবিতায়। ধর্ম নিয়ে লিখলেও, ধর্মীয় সংকীর্ণতা ছিল না তাঁর মধ্যে। মিশেছেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে। তাঁদের জন্য কলম ধরেছেন। উল্লেখ্য, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর ছাত্র ছিলেন। যে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন কুমুদরঞ্জন, নজরুল ছিলেন সেই বিদ্যালয়ের ছাত্র। ছাত্রকে বিশেষ স্নেহ করতেন কুমুদরঞ্জন। নজরুলও ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন ছাত্রদরদি শিক্ষককে। নজরুলের কবি হয়ে ওঠার পিছনে কুমুদরঞ্জনের বিশেষ ভূমিকা ছিল। গ্রাম ও দেশ গঠনের বিভিন্ন আন্দোলনে তিনি নিয়েছিলেন বিশেষ ভূমিকা। বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রসারে ছিলেন আগ্রহী।

নিজেকে প্রচারের আলো থেকে দূরে রাখতে পছন্দ করতেন কুমুদরঞ্জন। তা সত্ত্বেও ছড়িয়ে পড়েছিল ফুলের সুবাস। আজীবন নদীতীরবর্তী গ্রামে মাথা উঁচু করে থেকেই জয় করেছিলেন শহরকে। নাগরিক হতে চাননি কোনও দিন। বরং নগরই দুদণ্ড শান্তি লাভের আশায় ছুটে গেছে তাঁর কাছে। তিনি আপন করে নিয়েছেন দুই হাত বাড়িয়ে। নগরজীবন তাঁর কাছে ছিল বনবাস। বহু সম্পাদক-প্রকাশকের সঙ্গেই গড়ে উঠেছিল সুসম্পর্ক। সেই সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর কবিতা নিয়মিত প্রকাশ পেত।

বেশকিছু কাব্যগ্রন্থ উপহার দিয়েছেন। তার মধ্যে ‘চুন ও কালি’, ‘বীণা’, ‘বনমল্লিকা’, ‘শতদল’, ‘বনতুলসী’, ‘উজানী’, ‘একতারা’, ‘বীথি’, ‘কাব্যনাট্য দ্বারাবতী’, ‘রজনীগন্ধা’, ‘নূপুর’, ‘অজয়’, ‘তূণীর’, ‘স্বর্ণসন্ধ্যা’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম দেখলেই বোঝা যায় পল্লিপ্রকৃতি, পল্লিজীবন, নদী তাঁর কত প্রিয় ছিল।

বাংলার কবি-সাহিত্যিকদের প্রতিষ্ঠান সাহিত্যতীর্থের ‘তীর্থপতি’ হিসেবে পরিচিত ছিলেন কুমুদরঞ্জন। পেয়েছেন বেশকিছু পুরস্কার ও সম্মাননা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ‘জগত্তারিণী স্বর্ণপদক’ প্রদান করে। ১৯৭০ সালের ২১ এপ্রিল ভারত সরকার তাঁকে ‘পদ্মশ্রী’ উপাধিতে ভূষিত করে।

তবে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় পুরস্কার রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ। কবিগুরু বলেছিলেন, ‘কুমুদরঞ্জনের কবিতা পড়লে বাংলার গ্রামের তুলসীমঞ্চ, সন্ধ্যাপ্রদীপ, মঙ্গলশঙ্খের কথা মনে পড়ে।’

এর থেকে বড় প্রশংসাবাক্য আর কী হতে পারে? রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে এসে কুমুদরঞ্জন লিখেছিলেন, ‘পাদদেশে দাঁড়াইয়া হরিণশিশু যেমন দেবাত্মা হিমালয়কে দেখে আমিও তেমনি রবীন্দ্রনাথকে দেখিতে লাগিলাম। তাহার পর আবার পাদস্পর্শ গ্রহণ করিয়া ফিরছিলাম। রূপলাগি আঁখি ঝুরে গুনে মন ভোর।’ রবীন্দ্রনাথের বিয়োগে তিনি অনুভব করেছেন আত্মবিয়োগের ব্যথা। লিখেছিলেন ‘তর্পণ’।

১৯৭০ সালের ১৪ ডিসেম্বর প্রয়াত হন কুমুদরঞ্জন। কলকাতায়। পুত্রের বাড়িতে। তাঁর বেশকিছু কবিতা আজও বহু পাঠকের মুখে মুখে ফেরে। তবে তাঁকে নিয়ে আরও বেশি চর্চার প্রয়োজন। পল্লিবাংলাকে চেনার জন্য। নিজেদের শিকড়কে জানার জন্য।

কুমুদরঞ্জন মল্লিকের বসতভিটা

কথাসাহিত্য

» ‘দেশভাগ অভিশাপ হলেও ওপার বাংলা থেকে আগত ছিন্নমূল মানুষের অংশগ্রহণে নতুন বৌদ্ধিক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে উত্তরের প্রান্তীয় জনপদগুলিতে। তখন থেকেই সাহিত্যের চর্চা মূলত আবর্তিত হতে থাকে স্থানীয় পত্র-পত্রিকাগুলোকে কেন্দ্র করে...।’ উত্তরের সাহিত্য ও সাহিত্যিক শীর্ষক লেখায় রাজর্ষি বিশ্বাস কথাগুলি জানিয়েছেন। এ ছাড়াও ‘কথাসাহিত্য’ পত্রিকার এবারের সংখ্যায় বিপুল দাস, শ্রাবন্তী ঘোষের গল্প দুটি পড়তে ভাল লাগে। কবিতা বিভাগে অমিতকুমার দে, অনিন্দ্য গুপ্ত রায়, সুদেষ্ণা মৈত্রর কবিতাগুলি পড়ে নতুন করে ভাবতে হয়। ‘বইকথা’য় শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘নিউটনের তৃতীয় সূত্র ও অন্যান্য’ নিয়ে আলোচনা করেছেন। অন্যান্য সংখার মতো এই সংখ্যাটিও পত্রিকার সুনাম বজায় রেখেছে। কৌতূহল-উদ্দীপক হয়েছে।

সৃজন

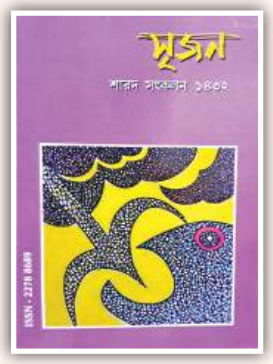

» বরিষ্ঠ সম্পাদক কবি লক্ষ্মণ কর্মকার দীর্ঘদিন কাব্যসাধনার পাশাপাশি পত্রিকার সম্পাদনায় রত। ভাল-ভাল লেখা এর আগের সংখ্যাতেও আমরা পেয়েছি। পূর্বাপুর এবারের ‘সৃজনী’ও ২০৩টি কবিতা ৩৮টি গল্পের পাশাপাশি ৪৪টি প্রবন্ধে সমৃদ্ধ। লেখক তালিকায় আছেন আশিস সান্যাল, মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, মঞ্জুভাষ মিত্র, গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্ট কবিগণ। অমর মিত্র, নলিনী বেরা, তৃষ্ণা বসাক, জয়ন্ত দে-র মতো গল্পকারা এবং রামানুজ মুখোপাধ্যায়, পার্থজিৎ চন্দ, সন্তু জানার মতো প্রাবন্ধিকেরা সংখ্যাটি উজ্জ্বল করেছেন। শতবর্ষে সলিল চৌধুরী মূল্যবান সংযোজন। ৪০০ টাকায় ৭২০ পাতার পত্রিকাটি সংগ্রহ করা যায়।

তারপর...

» ভারতের অগ্নিযুগের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য-খ্যাত বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো। ১৯০২ সালে তিনি মেদিনীপুরের গুপ্ত সমিতিতে বিপ্লববাদের দীক্ষা গ্রহণ করেন অরবিন্দ ঘোষের কাছে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হেমচন্দ্র সাহিত্যসভার মুখপত্র ‘তারপর...’ সাহিত্য পত্রিকার পঞ্চাশতম সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে গেল। বিপ্লবীর জন্মগ্রাম পশ্চিম মেদিনীপুরের রাধানগর থেকে চম্পক পন্ডার সম্পাদনায় ১২০ কবি-গদকার তাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন। কবিতা, গল্প, আত্মকথার পাশাপাশি ধরা হয়েছে অগ্নিযুগের নানান কাহিনি। ১০০ টাকা দামের পত্রিকায় একটা সময়ের ইতিহাসকে ছোঁয়ার চেষ্টা করা হয়েছে ১০০ পাতায়।

১৪
১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
রবিবার

মাঠে ময়দানে

14 December, 2025 • Sunday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ক্যামেরন গ্রিন অনেকটাই নিশ্চিত। নাইটদের নজরে রয়েছেন কুইন্টন ডি'ককও

ড্রেসিংরুমকে নিশানা বেঞ্জেমার

ভিনিদের জন্যই এই হাল রিয়ালের

রিয়ালের প্র্যাকটিসে সতীর্থদের সঙ্গে ভিনিসিয়াস।

মাদ্রিদ, ১৩ ডিসেম্বর : রিয়াল মাদ্রিদের গুমোট ড্রেসিংরুমের খবর বাইরে এনে ফেললেন করিম বেঞ্জেমা। তিনি বলেছেন, প্লেয়ারদের মধ্যে ইগো সমস্যা থেকে শুরু করে সমন্বয়ের অভাব, সবকিছুই রয়েছে। তিনি পরিষ্কার বলেছেন, রিয়ালের খারাপ খেলার পিছনে কোচ জাবি আলোনসোর কোনও ভূমিকা নেই। শুধু প্লেয়ারদের যার যার ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

ঘরের মাঠে রিয়াল পরপর দুটি ম্যাচে হারের পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও ম্যান সিটির কাছে ২-১'এ পরাস্ত হয়েছে। এই হারে আলোনসোর কোনও ভূমিকা ছিল না বলে জানিয়েছেন প্রাক্তন রিয়াল তারকা বেঞ্জেমা। তিনি বলেছেন, সমস্যাটা কোচের নয়। ডাগ আউটেরও নয়। কোচ আলোনসোকে কিছুতেই দোষী বলা যাবে না।

এল ইকুইপকে প্রাক্তন রিয়াল অধিনায়ক বেঞ্জেমা বলেছেন, আলোনসো ওর হাতে যে প্রতিভা রয়েছে তাই নিয়েই লড়ে যাচ্ছে। কিন্তু দলের মধ্যে ইগো সমস্যা রয়েছে। এমবাপে, ভিনিসিয়াস জুনিয়র, রডরিগো ও বোলিংহ্যামের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ নেই মাঠে। এই ক্ষেত্রে কোচের কিছু করার নেই। বড় বড় সব প্লেয়ার দলে। রিয়ালের যেটা দরকার, পারস্পরিক বোঝাপড়া।

বেঞ্জেমা আরও বলেছেন, মাঠে নেমে এমবাপেদের বুঝতে হবে দলের কী দরকার। এরা সবাই বিশ্বের প্রথম দশে পড়ে। আর খেলছে একই দলে। বার্নাবুতে ১৪ বছর কাটিয়ে যাওয়া প্রাক্তন স্ট্রাইকার আরও বলেছেন, ড্রেসিংরুমে বেশি তারকা থাকলে সমস্যা হয়। কারণ প্রত্যেকের নিজের আলাদা ব্যক্তিত্ব। তাদের চরিত্রও আলাদা। ওরা সবাই সেরা হতে চায়। কিন্তু ওদেরও বুঝতে হবে যে দল ওদের কাছে কী চায়।

আধুনিক মানসিকতায় প্লেয়াররা যে এখন শুধু নিজের কথা ভাবে তাতেও আপত্তি বেঞ্জেমার। তিনি মনে করেন রিয়ালে এখন এমন কোনও অভিজ্ঞ প্লেয়ার নেই যিনি এমবাপেদের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে পারেন। আমি আমার কাজ করেছি, গোল করেছি। ব্যস, ফুরিয়ে গেল! ব্যাপারটা এমন চলছে। কোচ হয়তো বলেন, কিন্তু তাঁর বলা আর কোনও সিনিয়র সতীর্থের বলা এক হতে পারে না। বক্তব্য বেঞ্জেমার।

ছোটদের ভারত-পাক ম্যাচ আজ

দুবাইয়ে এশিয়া কাপ

দুবাই, ১৩ ডিসেম্বর : অনূর্ধ্ব ১৯ এশিয়া কাপে রবিবার মুখোমুখি ভারত ও পাকিস্তান। দুবাইয়ে ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে দশটায় শুরু হবে ম্যাচ। ভারত যেমন প্রথম ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে ২৩৪ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে অভিযান শুরু করেছে। তেমন পাকিস্তানও প্রথম ম্যাচে মালয়েশিয়াকে ২৯৭ রানে হারিয়েছে। ফলে রবিবাসরীয় ম্যাচ নিয়ে উত্তেজনা চরমে।

এই ম্যাচে আলাদা করে নজর থাকবে বৈভব সূর্যবংশীর দিকে। ১৪ বছরের বৈভব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ১৭১ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেছেন। বৈভবের ৯৫ বলের ঝোড়ো ইনিংস সাজানো ছিল ৯টি চার ও ১৪টি ছয় দিয়ে। অনূর্ধ্ব ১৯ এশিয়া কাপের

ইতিহাসে এক ইনিংসে সবথেকে বেশি ছক্কা হাঁকানোর রেকর্ড এখন বৈভবের দখলে। বৈভব ছাড়াও জোড়া হাফ সেঞ্চুরি করেছিলেন অ্যারন জর্জ ও বিহান মালহোত্রা।

পাকিস্তান দলে বৈভবের পাল্টা হতে পারেন সমীর মিনহাস। তিনি মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে অপরাজিত ১৭৭ রান করেছেন। এছাড়া সেঞ্চুরি করেছিলেন আরেক পাক ব্যাটার আহমেদ হুসেনও (১৩২ রান)। বৈভবদের কাছে রবিবারের ম্যাচটা আবার বদলার মঞ্চ। সম্প্রতি রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হারতে হয়েছিল ভারতকে। সেই হারের বদলা বৈভবরা যুব এশিয়া কাপে নিতে পারেন কি না, সেটাই দেখার।

অ্যাডিলেড টেস্টের আগে খোয়াজা ফিট

হেড শুরুতে না পাঁচে?

অ্যাডিলেড, ১৩ ডিসেম্বর : পিঠের চোটে গাব্বায় খেলতে পারেননি। চলতি মাসেই ৩৯তম জন্মদিন পালন করবেন উসমান খোয়াজা। ব্যাট হাতে একেবারেই ফর্মে নেই বাঁ হাতি অস্ট্রেলীয় ওপেনার। ৮ টেস্টে ৩৫.৬১ গড়ে করেছেন মোট ৪৬৩ রান। জোর চর্চা, অ্যাসেজ সিরিজের পরেই ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে চলেছেন খোয়াজা।

শনিবার অবসরের জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছেন অস্ট্রেলীয় ব্যাটার। তাঁর বক্তব্য, আমি অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলতে ভালবাসি। তেমন হলে দু'বছর আগেই অবসর নিতে পারতাম। কিন্তু এখনও দলের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা কমেনি। প্রতিদিন নেটে পরিশ্রম করি। লোকে আমার সম্পর্কে কী বলল, তাতে আমার কিছুই আসে যায় না।

খোয়াজা আরও বলেছেন, আমি পুরোপুরি ফিট। অ্যাডিলেড টেস্ট খেলার জন্য তৈরি। দল এখনও আমার প্রতি আস্থা রাখছে। দল চেয়েছে বলেই অ্যাডিলেডে এসেছি। কোন পজিশনে ব্যাট করলাম, সেটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। গোটা কেরিয়ারে আমি বিভিন্ন জায়গায় ব্যাট করেছি।

চোটে চলতি অ্যাসেজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন। জস হ্যাজলউডের পাখির চোখ এবার টি-২০ বিশ্বকাপ। একই সঙ্গে ৩৪ বছর বয়সী অস্ট্রেলীয় পেসার স্পষ্ট

অস্ট্রেলিয়ার প্র্যাকটিসে খোয়াজা।

জানাচ্ছেন, তিনি তিন ফরম্যাটেই খেলা চালিয়ে যাবেন। এক সাক্ষাৎকারে হ্যাজলউড বলেছেন, অ্যাসেজ খেলতে না পেরে অবশ্যই আমি হতাশ। তবে ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই খেলা চালিয়ে যাব। ফিটনেস নিয়ে আমার বড় কোনও সমস্যা নেই। এই চোটও হঠাৎ করেই পেয়েছি। কিন্তু দেশের হয়ে তিন ফরম্যাটেই খেলা আমি উপভোগ করি।

এদিকে, ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ভারতে শুরু হচ্ছে টি-২০ বিশ্বকাপের আসর। ডানহাতি অস্ট্রেলীয় পেসার বলছেন, টি-২০ বিশ্বকাপ খেলতে চাই ফিটনেসের তুঙ্গে থেকে। বিশ্বকাপে নিজের সেরাটা দেওয়াই আপাতত লক্ষ্য।

মেয়েদের জয়

প্রতিবেদন : মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৯ ওয়ান ডে ট্রফি এলিটের ম্যাচে দাপুটে জয় বাংলার। শনিবার বাংলার মেয়েরা ৪৪ রানে হারিয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশকে। প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে ২৬৪ রান তুলেছিল বাংলা। দিয়া নন্দী সর্বোচ্চ ৬৮ রান করেন। এছাড়া শিবাংশীর ৫৬ এবং প্রিয়াঙ্কা গোলদারের অপরাজিত ৪৫ রান উল্লেখযোগ্য। জবাবে ব্যাট করতে নেমে, ৪৭.৪ ওভারে ২২০ রানেই গুটিয়ে যায় অন্ধ্র। বাংলার রিয়া মাহাতো, কোয়েল সরকার ও প্রিয়াঙ্কা ২টি করে উইকেট পান।

পিছিয়ে বাংলা

প্রতিবেদন : অনূর্ধ্ব ১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে লিড নিতে ব্যর্থ বাংলা। বাংলার প্রথম ইনিংস ২২১ রানে শেষ হওয়ার পর, ঝাড়খণ্ড নিজেদের প্রথম ইনিংসে ২৪৯ রান তুলেছে। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে, দিনের শেষে বাংলার রান ১ উইকেটে ১২। এখনও ঝাড়খন্ডের থেকে ১৬ রানে পিছিয়ে রয়েছে বাংলা।

চুক্তি বাড়ছে ব্রাজিল কোচের

রিও ডি জেনেইরো, ১৩ ডিসেম্বর : জাতীয় দলের কোচ কার্লো আনচেলোত্তির সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির পথে ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের মে মাসে রিয়াল মাদ্রিদের দায়িত্ব ছেড়ে ব্রাজিলের কোচ হয়েছিলেন বর্ষীয়ান ইতালীয় কোচ। তাঁর সঙ্গে ২০২৬ বিশ্বকাপ পর্যন্ত চুক্তি করেছিল ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন। কিন্তু আনচেলোত্তির সঙ্গে সেই চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়ে ২০৩০ সাল পর্যন্ত করা হচ্ছে।

২০০২ সালে শেষবার বিশ্বকাপ জিতেছিল ব্রাজিল। তার পর থেকে শুধুই ব্যর্থতা। সাম্প্রতিক অতীতে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের সাফল্যের থেকে ব্যর্থতার খতিয়ানের পাল্লা ভারী। ব্রাজিলীয় ফুটবল ফেডারেশন মনে করছে, সাম্বা ফুটবলের অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য আনচেলোত্তিই যোগ্য ব্যক্তি। ব্রাজিলের কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর, দলে ইতিবাচক মানসিকতা অনেকটাই ফিরিয়ে এনেছেন ইতালীয় কোচ। তাই তাঁকে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

ব্রাজিলীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, ইতিমধ্যেই আনচেলোত্তিকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত জাতীয় দলের কোচ থাকার প্রস্তাব দিয়েছে ফেডারেশন। মৌখিকভাবে তাতে সম্মতিও দিয়েছেন আনচেলোত্তি। এবার শুধু সই-সাবুদের পালা বাকি। যা পরিস্থিতি, তাতে ব্রাজিল যদি ২০২৬ বিশ্বকাপে আশা অনুযায়ী ফল নাও করতে পারে, তাহলেও সেলেকাও বাহিনীর কোচের পদে থেকে যাবেন আনচেলোত্তি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইডেনে বিশ্বকাপ ও আইপিএলের পরই শুরু হবে সংস্কারের কাজ। বাড়ছে দর্শকাসন

মাঠে ময়দানে

14 December, 2025 • Sunday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
রবিবার

সূর্য-শুভমনের অফ ফর্ম ও ঠান্ডা ভাবাচ্ছে গম্ভীরের দলকে

ধর্মশালা, ১৩ ডিসেম্বর : টেস্ট ও একদিনের দলের অধিনায়কের সামনে এখন কঠিন চ্যালেঞ্জ। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বাকি তিন ম্যাচে তাঁকে রান করতে হবে। না হলে কী হবে কেউ জানে না। শুধু জানা এটাই যে, আর ৮টি ম্যাচ পরেই টি-২০ বিশ্বকাপে নামবে ভারত।

এই বিশ্বকাপের জন্যই নজরে এখন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবও। তাঁরও ব্যাটে রান নেই। অনেক দিন ধরেই অধিনায়ক ও সহ অধিনায়কের ব্যাটে খরা চলছে। সূর্য অধিনায়ক বলে জায়গা হয়তো ধরে রাখবেন, কিন্তু শুভমনের জন্য চাপ রয়েছে। তিনি নিজেই ভুলে গিয়েছেন কবে শেষ হাফ সেঞ্চুরি করেছেন। বাকি তিনটি টি-২০ ম্যাচে রান পেলে কিছুটা স্বস্তি পাবেন শুভমন। না হলে মুশকিল আছে। অথচ, তিনি ইংল্যান্ডে কী অসাধারণ ব্যাট করে এসেছিলেন।

মুশকিল আছে গৌতম গম্ভীরের জন্যও। লোকের ধারণা তিনি জোর করে শুভমনকে ওপেনিংয়ে এনেচেন। তার জন্য সঞ্জু স্যামসনকে বসতে হচ্ছে। প্রথমে সঞ্জুকে মিডল অর্ডার, পরে লোয়ার আর্ডারে পাঠানো হয়েছিল। এটা অনেকটা অক্ষর প্যাটেলকে তিনে নামানোর পরীক্ষার মতো ভেবেছিলেন অনেকে। কিন্তু তারপর সোজা বাদ। এখন কিপিং করছেন জিতেশ শর্মা। তবে রবিবার সঞ্জুকে ফেরানো হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ, জিতেশ কোনও ছাপ রাখতে পারেননি।

দল নিয়ে আরও কিছু প্রশ্ন কিন্তু থাকছে। শিবম দুবের মতো অলরাউন্ডারকে কেন আটে নামানো হচ্ছে সেটা একটা প্রশ্ন। রবিবার শিবম যদি পুরনো জায়গা ফেরত পান অবাক হওয়ার কিছু নেই। এজন্য অবশ্য ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে দোষ দেওয়া যাবে না। সূর্যর দলের ব্যাটিং লাইন আপ এত লম্বা যে কুলদীপ আর বরুণকে একসঙ্গে দলে রাখা যাচ্ছে না। তাছাড়া অর্শদীপ তেমন ফর্মে না থাকলেও বুমরা ও হার্দিক ব্যাপারটা সামলে নিচ্ছেন। ফলে এমন পরিস্থিতিতে কুলদীপের জায়গা হচ্ছে না।

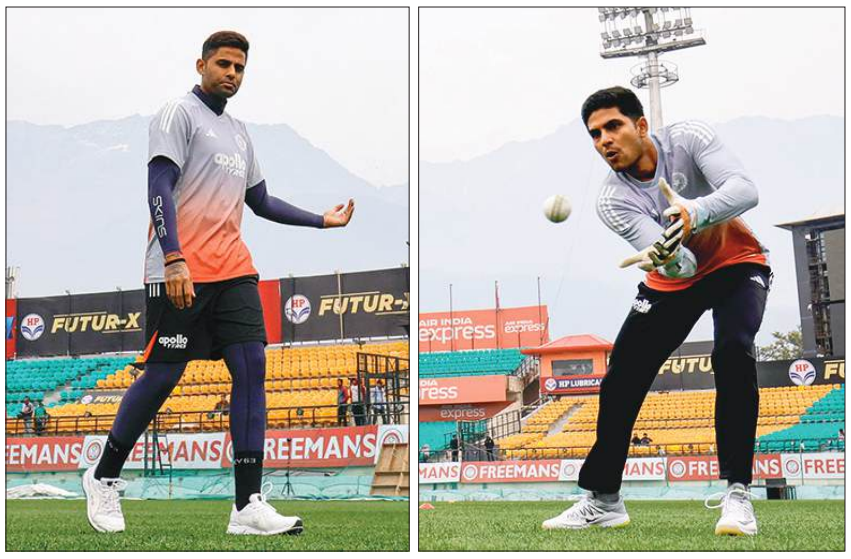

আট ম্যাচ পরেই টি-২০ বিশ্বকাপ। ধর্মশালায় ফর্ম হারানো দুই তারকা সূর্য ও শুভমন। শনিবার।

প্রথম ম্যাচ ভারত জেতার পর নিউ চণ্ডীগড়ে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ ১-১ করেছে। পাঞ্জাবের ঠান্ডার থেকে অনেক বেশি ঠান্ডা ধর্মশালায়। হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের মাঠে এই ঠান্ডা কিছুটা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে। তার সঙ্গে শিশিরও সমস্যায় ফেলতে পারে। মুল্লানপুর মাঠে পরে বল করতে গিয়ে চাপে পড়েছিলেন ভারতীয় বোলাররা। বল গ্রিপ করতে পারেননি। ধর্মশালাতেও এমন হতে পারে। ফলে এখানে টস খুব বড় ভূমিকা নিতে পারে।

দক্ষিণ আফ্রিকার জন্যও এই সিরিজ বিশ্বকাপের স্টেজ রিহার্সাল বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু মার্করামের দল ছুটছে। অধিনায়ক নিজে রান করছেন। কুইন্টন ডি'কক রানের মধ্যে আছেন। এই জন্যই তাঁরা বড় রান করতে পারছেন। এরপরও ব্রেভিস, ফেরেইরা, মিলার ও মার্কো জানসেন ব্যাটিংয়ে ছাপ রেখে যাচ্ছেন। তাদের বোলিংও কম যায় না। এনগিডি পুরনো ঝলক দেখাচ্ছেন। কাগিসো রাবাডা যে এই দলে নেই সেটা বোঝা যাচ্ছে না। রাবাডা তাকলে ঠান্ডায় সিমিং পরিবেশে সূর্যদের জন্য চাপ থাকত।

ঝুলনের পর হরমনপ্রীত স্ট্যান্ড

মেয়েদের ক্রিকেটের গর্বের সময় : স্মৃতি

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর : ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচের দিনেই মুল্লানপুরের মহারাজা যাদবীন্দ্র সিং স্টেডিয়ামে নিজের নামের স্ট্যান্ড উদ্বোধন করেছিলেন হরমনপ্রীত কৌর। ওয়ান ডে বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় মহিলা দলের অধিনায়ককে এভাবেই সম্মানিত করেছিল পাঞ্জাব ক্রিকেট সংস্থা।

শনিবার বিসিসিআই সোশ্যাল মিডিয়াতে একটি ভিডিও পোস্ট করেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, হরমনপ্রীতকে অভিনন্দন জানিয়ে সতীর্থ তথা ভারতীয় মহিলা দলের সহ-অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানার ইনস্টাগ্রাম পোস্ট। যেখানে হরমনপ্রীতকে অভিনন্দন জানিয়ে স্মৃতি লিখেছেন, অভিনন্দন হরমনপ্রীত কৌর! মেয়েদের ক্রিকেটের জন্য অসাধারণ একটা দিন। তোমার জন্য গর্বিত।

ওই ভিডিওতে হরমনপ্রীতকে বলতে শোনা গিয়েছে, বিশ্বকাপ জেতার পর আমার জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। তবে এটা আমার কাছে স্পেশাল মুহূর্ত। এই মাটিতেই আমি বড় হয়েছি। প্রথমবার ক্রিকেট খেলেছি। আজ সেই স্টেডিয়ামে আমার নামে স্ট্যান্ড হয়েছে। এর থেকে বড় গর্বের মুহূর্ত আর কী হতে পারত। আমি পাঞ্জাব ক্রিকেট সংস্থাকে কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই সম্মানের জন্য। আমার জন্য অত্যন্ত আবেগের একটা মুহূর্ত এটি। এই ভিডিও ভবিষ্যতে যতবার দেখব, ততবারই নতুন করে অনুপ্রাণিত হব।

এদিকে, ২১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলা শ্রীলঙ্কা সিরিজ দিয়েই ২২ গজে ফিরছেন হরমনপ্রীত, স্মৃতিরা। ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের কুড়ি-বিশের সিরিজ খেলবে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। ২১ ডিসেম্বর বিশাখাপত্তনমে সিরিজের প্রথম ম্যাচ। দ্বিতীয় ম্যাচেও একই ভেনুতে, ২৩ ডিসেম্বর। বাকি তিনটে ম্যাচ যথাক্রমে ২৬, ২৮ ও ৩০ ডিসেম্বর। এই তিনটে ম্যাচই হবে তিরুবনন্তপুরমে।

বর্ষসেরার দৌড়ে বিরাট

দেশে ফিরলেন সপরিবারে

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর : আরও একটি পালক সংযোজন হতে চলেছে বিরাট কোহলির কেরিয়ারে। আইসিসির ২০২৫ ওডিআইয়ে বর্ষসেরার দৌড়ে ভারত থেকে একমাত্র তিনিই মনোনীত হয়েছেন। বাকি দুই ফরম্যাট ছেড়ে দিলেও বিরাট এখন শুধু একদিনের ক্রিকেট খেলেন। তবে তিনি মনোনয়ন পেলেও জায়গা হয়নি তাঁর দীর্ঘদিনের সতীর্থ রোহিত শর্মার।

এদিকে, শনিবারই লন্ডন থেকে দেশে ফিরলেন বিরাট কোহলি। সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী অনুষ্কা শর্মাও। বিজয় হাজারে ট্রফির জন্য ঘোষিত দিল্লি দলে বিরাটের সঙ্গে রয়েছেন ঋষভ পন্থও। ২৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে টুর্নামেন্ট। চলবে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ শুরু ১১ জানুয়ারি থেকে। বিজয় হাজারের তিনটি ম্যাচ খেলে কিউয়িদের বিরুদ্ধে খেলার প্রস্তুতি নেবেন বিরাট। এই ম্যাচগুলি হবে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। ১৫ বছর পর ফের ঘরোয়া একদিনের ক্রিকেটে মাঠে নামতে চলেছেন বিরাট। গত বছর রঞ্জি ট্রফির একটি ম্যাচ খেললেও, বিরাট শেষবার বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলেছিলেন ২০১০ সালে। এদিকে, মুম্বইয়ের হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলবেন রোহিত শর্মাও। বিরাটের মতো রোহিতও এখন দেশের হয়ে শুধুই একদিনের ম্যাচ খেলেন। ফলে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫০ ওভারের সিরিজের প্রস্তুতি নিতেই বিজয় হাজারেতে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন হিটম্যান। উল্লেখ্য, রোহিত শেষবার এই টুর্নামেন্ট খেলেছিলেন ২০১৮ সালে।

বিমানবন্দরে বিরাট-অনুষ্কা। শনিবার।

দলে কারও নির্দিষ্ট ব্যাটিং পজিশন নেই

গম্ভীরের পাশে দাঁড়িয়ে তিলক

ধর্মশালা, ১৩ ডিসেম্বর : ব্যাটিং অর্ডারের নমনীয়তা নিয়ে কোচ গৌতম গম্ভীরের পাশে দাঁড়ালেন তিলক ভার্মা। শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে এসে তাঁর দাবি, দুই ওপেনার ছাড়া দলে আরও কারও নির্দিষ্ট ব্যাটিং পজিশন নেই।

দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচে সূর্যকুমার যাদবের বদলে তিন নম্বরে অক্ষর প্যাটেলকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। ম্যাচ হারের পর, যা নিয়ে প্রবল সমালোচিত হচ্ছেন গম্ভীর ও সূর্য। যদিও এদিন তিলক বলে গেলেন, আমাদের ব্যাটিং অর্ডারে নমনীয়তা রয়েছে। ওপেনাররা ছাড়া আর কারও নির্দিষ্ট ব্যাটিং পজিশন নেই। মিডল অর্ডারের প্রত্যেক ব্যাটারই যে কোনও পজিশনে ব্যাট করতে পারে। এ নিয়ে কোনও অভিযোগ নেই।

মুল্লানপুরে ভারতীয় ব্যাটিং ব্যর্থ হলেও, চাপের মুখে লড়াকু হাফ সেঞ্চুরি করেছিলেন তিলক। তাঁর বক্তব্য,

আমি নিজেও তিন, চার বা পাঁচ অথবা ছয়ে ব্যাট করেছি। কোনও নির্দিষ্ট পজিশন নয়, দল যেখানে বলবে আমি ব্যাট করার জন্য তৈরি। কারণ সবার আগে দলের স্বার্থ। যা ম্যাচের পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে।

মুল্লানপুরে অক্ষরের তিনে ব্যাট করা প্রসঙ্গে তিলক বলেছেন, অক্ষর আগে টি-২০ ফরম্যাটে তিন নম্বরে ব্যাট করেছে। বিশ্বকাপ ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেই তিনে ব্যাট করতে নেমে ৪৭ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেছিল। তাই ওর তিনে ব্যাট করা নিয়ে অহেতুক সমালোচনা হচ্ছে। একটা ম্যাচ যে কোনও ক্রিকেটারের খারাপ যেতেই পারে।

ধর্মশালার পিচ ব্যাটারদের সাহায্য করবে বলেই মনে করেন তিলক। তিনি বলছেন, আমি এখানে অনূর্ধ্ব ১৯ ভারতের হয়ে খেলেছি। উইকেট দেখে মনে হয়েছে বড় রান উঠবে। এখানে খুব ঠান্ডা থাকলেও, মানিয়ে নিতে কোনও সমস্যা হবে না। প্র্যাকটিসে প্রাথমিক বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আমরা শারীরিক এবং মানসিকভাবে প্রস্তুত।

খেলোয়াদের সঙ্গে মেসির পরিচয়পর্ব

ক্রীড়ামন্ত্রীকে এড়িয়েছেন, শতদ্রুর বিরুদ্ধে অভিযোগ

মেসিকে সঙ্গে নিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। (ডানদিকে) মেসিকে দেখতে না পেয়ে বিক্ষুব্ধ দর্শকদের তাণ্ডব।

চিত্তরঞ্জন খাঁড়া

লিওনেল মেসির মতো বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলারের ইভেন্ট। অথচ যুবভারতীতে তা আয়োজনের জন্য পেশাদারি মানসিকতার পরিচয় দেননি 'গোট ইন্ডিয়া' ট্যুর ২০২৫-এর উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত। কলকাতা যেখানে ফুটবলের মক্কা। এখানে ফুটবল নিয়ে আবেগ দেশের অন্য শহরের থেকে অনেক আলাদা। অতীতে পেলে, মারাদোনা, কার্লোস ভালদাররামার মতো তারকাদের ইভেন্ট আয়োজন করতে গিয়ে কোনও রকমে উতরে গেলেও আধুনিক ফুটবলের সেরা আইকনকে সামলাতে গিয়ে ডাহা ফেল শতদ্রু। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, ইভেন্ট আয়োজন নিয়ে তিনি রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে সহযোগিতা করেননি। মন্ত্রীকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। পরিণতি, রণক্ষেত্র যুবভারতী এবং মূল উদ্যোক্তার গ্রেফতার হওয়ার ঘটনা!

জানা গিয়েছে, মেসি ইভেন্টের আয়োজন সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয় ক্রীড়ামন্ত্রীর জানা ছিল না শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত। অথচ শনিবার ১৩ ডিসেম্বর সকালে যুবভারতীতে মেসির সম্মানে ছিল গোট কনসার্ট। সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের মাঠে ঢোকার কী ব্যবস্থা, তাদের হাতে অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড ঠিকমতো পৌঁছেছে কি না, সেই তথ্যও ছিল না ক্রীড়ামন্ত্রী এবং বিধাননগর পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে। শুক্রবার সন্ধ্যার পর অব্যবস্থার ছবিটা সামনে আসে যখন জানা যায়, মাঠের ভিতরে থাকার জন্য চিত্রসাংবাদিকদের কার্ডে পুলিশের স্টাম্পিংই হয়নি!

যুবভারতীতে মেসি-দর্শন না পাওয়ায় মাঠে বোতল-বৃষ্টি হয়েছে। যুবভারতীতে ম্যাচ বা ফুটবল-সংক্রান্ত অনুষ্ঠান থাকলে পানীয় জলের বোতল নিয়ে মাঠে ঢোকা অনেক আগে থেকেই বন্ধ করা হয়েছে। দেওয়া হয়ে থাকে জলের পাউচ। অথচ, মেসির অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তাদের তরফে স্টেডিয়াম থেকেই দেদার জলের বোতল বিক্রি হয়েছে। সূত্রের খবর, ক্রীড়ামন্ত্রী তথা স্টেডিয়াম কমিটির অনুমতিই নেওয়া হয়নি। শোনা যাচ্ছে, ইভেন্টের আগের দিন ক্রীড়ামন্ত্রীর ফোনও এড়িয়ে গিয়েছেন শতদ্রু। ক্রীড়া সংগঠকের বিরুদ্ধে অভিযোগ, দু'বার মন্ত্রীর ফোনও ধরেননি তিনি। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা দায়ের হতে পারে। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। প্রশ্ন উঠছে, পুলিশকে কেন আগে থেকে জানানো হয়নি যে নিরাপত্তা বাড়ানো দরকার। শতদ্রু কেন আগে অনুষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ শিডিউল পুলিশের হাতে তুলে দেননি।

হায়দরাবাদে মেসি, আজ যাবেন মুম্বইয়ে

হায়দরাবাদ, ১৩ ডিসেম্বর : আয়োজক বেসরকারি সংস্থার অপদার্থতায় যুবভারতীয় অনুষ্ঠানে চরম বিশৃঙ্খলা। লিওনেল মেসি অবশ্য শনিবার দুপুরের বিমানেই কলকাতা ছেড়ে বিকেলে হায়দরাবাদ পৌঁছে গেলেন। সেখানকার রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে রাত আটটা থেকে ৫৩ মিনিটে মোট আটটি অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন। এর মধ্যে অন্যতম ছিল 'গোট কাপ' নামের একটি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন। মেসির সঙ্গে ছিলেন তাঁর ক্লাব সতীর্থ তথা উরুগুয়ান তারকা লুইস সুয়ারেজ এবং জাতীয় দলের সতীর্থ রডরিগো ডি'পল। রাত নটায় স্টেডিয়াম ছাড়েন তিনি। এরপর তিনি যান স্থানীয় ফলকনামা প্যালেসে। সেখানে বাছাই করা খ্যাতনামাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। রাতটা হায়দরাবাদে কাটিয়ে রবিবারই মুম্বইয়ে উড়ে যাবেন বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনা অধিনায়ক। মুম্বইয়ের অনুষ্ঠানের পর, সোমবার দিল্লি যাবেন মেসি। দিল্লির অনুষ্ঠানের পরেই দেশে ফেরার বিমান ধরবেন। এদিকে, মেসির হায়দরাবাদ সফরে ছিল বাড়তি নিরাপত্তার ঘেরাটোপ। নির্দিষ্ট অনুমতিপত্র ভাল করে খতিয়ে না দেখে কাউকে মেসির ধারেকাছে যেতে দেওয়া হয়নি।

উদ্যোক্তাকে তোপ মানস-মেহতাবদের

প্রতিবেদন : অব্যবস্থার কারণেই সূচি মেনে যুবভারতীতে গোট কনসার্ট সময়ে শুরু করা যায়নি। যে কারণে মোহনবাগান মেসি অল স্টার এবং ডায়মন্ড হারবার মেসি অলস্টার ম্যাচ শেষ করা যায়নি। লিওনেল মেসি মাঠে ঢোকার পরই ম্যাচ শেষ করে দিতে হয়। ঝামেলা চরমে পৌঁছনোর আগে দু'দলের ফুটবলারদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন মেসি। দীপেন্দু বিশ্বাস, মেহতাব হোসেন, সংগ্রাম মুখোপাধ্যায়দের অটোগ্রাফও দিয়েছেন। দীপেন্দু, মেহতাবরা বলছেন, যুবভারতীর ঘটনা আমাদের লজ্জিত করল। কলকাতায় এই জিনিস আমরা কখনও দেখিনি। এর দায় সম্পূর্ণভাবে আয়োজকদের।

মেহতাব বললেন, স্টেডিয়ামে আসার পরই মেসিকে হুড খোলা জিপে মাঠ ঘোরানো উচিত ছিল। এটাই হত সঠিক পরিকল্পনা। তাহলে এই ঘটনা এড়ানো যেত। জিপে করে ঘুরলে মাঠের লোকেদের সহজেই সরিয়ে নেওয়া যেত। এটা সম্পূর্ণভাবে উদ্যোক্তার ব্যর্থতা। এই ম্যাচের মোহনবাগানের কোচ মানস ভট্টাচার্যর গলাতেও একই সুর। তিনি বললেন, খোলা জিপে মেসিকে গোটা মাঠ না ঘুরিয়ে বড় ভুল করেছে আয়োজকরা। মেসি সামনের বছর বিশ্বকাপ খেলবে। ওর নিরাপত্তা সবার আগে। অথচ, উদ্যোক্তাদের অপেশাদারিত্বে কলকাতার ফুটবলপ্রেমীরা মেসি-দর্শনে বঞ্চিত হল।

যুবভারতীর বিপুল ক্ষতিতে উঠছে প্রশ্ন

প্রতিবেদন : বাংলা তথা দেশের গর্ব যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন। লিওনেল মেসিকে দেখতে না পাওয়ার ক্ষোভ, যন্ত্রণায় সেই গর্বের মিনারে তাণ্ডবলীলা চালিয়েছেন অনুরাগীরা। দর্শক-তাণ্ডবে যে ক্ষতি হয়েছে স্টেডিয়ামের, তার দায় কে নেবে? আয়োজকদের কাছে কি ক্ষতিপূরণ দাবি করবে রাজ্য সরকার? বাঙালির সাধের যুবভারতীকে ফের আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে অন্তত ৪-৬ মাস সময় লাগতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

চলতি বছরের আইএসএল শুরু হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনও কাটেনি। আইএসএল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছেই। সেটা হলে এবার লিগের ম্যাচ যুবভারতীতে আয়োজন করা কঠিন হবে।

দায় এড়াল ফেডারেশন ও আইএফএ

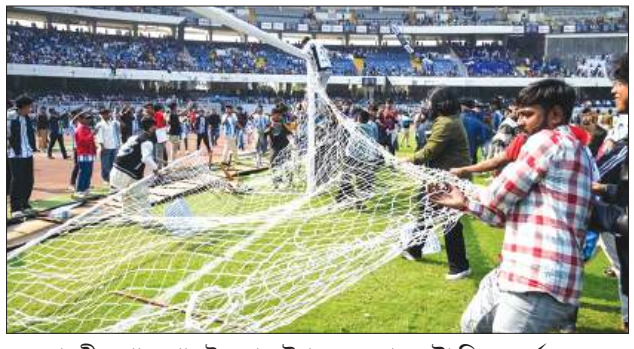

যুবভারতীর গোলপোস্টের জাল উপড়ে নেওয়ার চেষ্টা বিক্ষুব্ধ দর্শকদের।

ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এদিনের ঘটনার পর স্টেডিয়ামের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তিনি বলেন, এখন আমি কোনও কথা বলব না। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন এই ঘটনার দায় নিচ্ছে না। এআইএফএফ বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, কলকাতায় লিও মেসির ইভেন্ট ব্যক্তিগত উদ্যোগে হয়েছে। অনুষ্ঠান আয়োজনের সঙ্গে ফেডারেশন জড়িত ছিল না। উদ্যোক্তারা তাদের কাছে ছাড়পত্রও চায়নি। আইএফএ-র বক্তব্যও তাই।

সাম্প্রতিক অতীতে যুবভারতীর এই ছবি দেখা যায়নি। ১৯৮০-র ইডেনে পদপিষ্টে ১৬ জনের মৃত্যুর ঘটনার পর ১৯৮৮ সালে একটি ডার্বিতে ঝামেলায় গ্যালারির কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। এরপর ১৯৯০ সালেও আইএফএ শিল্ডের একটি ম্যাচে একই ঘটনা ঘটে। ২০১২ সালের ৯ ডিসেম্বর ডার্বিতে দ্বিতীয়ার্ধে মোহনবাগানের দল তুলে নেওয়ার ঘটনা এখনও টাটকা অনেকের কাছেই। সেদিনও সমর্থকদের ক্ষোভের আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল গ্যালারি।

অবাক বিদেশি মিডিয়া

লন্ডন, ১৩ ডিসেম্বর : শনিবার যুবভারতীতে নিওনেল মেসির অনুষ্ঠান নিয়ে আয়োজক সংস্থার চরম ব্যর্থতার রেশ পৌঁছেছে বিদেশেও। ইংল্যান্ডের বিবিসি থেকে দ্য গার্ডিয়ান, স্পেনের মার্কা থেকে ফ্রান্সের লাঁ ইকুইপ—প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা প্রতিবেদনে তুলে ধরেছে অনুষ্ঠানের বিশৃঙ্খলার খবর। সঙ্গে ক্ষুব্ধ দর্শকদের তাণ্ডবের ছবিও ছাপা হয়েছে।

বিসিসি লিখেছে, মেসির ভারত সফরের প্রথম পর্ব বিশৃঙ্খলায় ডুবে যায়। মোটা টাকা দিয়ে টিকিট কেটে স্টেডিয়ামে ঢোকা হাজার হাজার দর্শক এসেছিলেন মেসিকে এক ঝলক দেখার জন্য। কিন্তু মেসি মাঠে ঢোকার পর এমন বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় যে, গ্যালারি থেকে তাঁকে দেখতে পাননি দর্শকেরা।

মেসি কুড়ি মিনিটের মধ্যে মাঠ ছাড়ার পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন দর্শকরা। পরিস্থিতি তখনই হাতের বাইরে চলে যায়। গোটা ঘটনায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে গভীরভাবে মর্মাহত এবং স্তম্ভিত, তাও রয়েছে এই প্রতিবেদনে। অন্যদিকে, দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, মেসি মাঠে আসার পর তাঁকে ঘিরে এমন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি এবং ভিড় তৈরি হয়েছিল যে, গ্যালারি থেকে দর্শকরা ভাল করে মেসিকে দেখতে পারেননি। তার পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে স্টেডিয়ামের চেয়ার ভাঙচুর করেন দর্শকেরা। মাঠে নেমে পড়ে বিক্ষোভ দেখান। স্প্যানিশ পত্রিকা মার্কা প্রতিবেদনের শিরোনাম করেছে— 'চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা'! লেখা হয়েছে, ইন্টার মায়ামি তারকা মাঠে ঢুকে মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে যান। অথচ স্টেডিয়াম-ভর্তি মেসি-ভক্তরা হাজার হাজার টাকার টিকিট কেটেছিলেন নায়ককে দেখার জন্য। প্রত্যাশাপূরণ না হওয়াতে তাঁরা ক্ষোভ উগড়ে দেন। ফরাসি পত্রিকা লাঁ ইকুইপ লিখেছে, মেসি মাঠে ঢুকে দর্শকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়লেও, তাঁকে ঘিরে থাকা মানুষদের ভিড়ের কারণে গ্যালারির দর্শকেরা দেখতেই পাননি ফুটবল তারকাকে। কুড়ি মিনিটের মধ্যে মেসি মাঠ ছাড়ার পরেই শুরু হয় বিক্ষোভ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

14 December, 2025 • Sunday • Page 17 || Website - www.jagobangla.in

১৭
১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
রবিবার

গরমের আদর

উল বা পশম। শীতের দিনে পরম সঙ্গী। জড়িয়ে থাকে সারা শরীর। ছড়িয়ে দেয় আদর। ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচায়। ভরসা দেয়। অজান্তেই অঙ্গ হয়ে গেছে জীবনের। শীত-মোকাবিলার উপাদান বর্তমানে কম নেই বাজারে। গরম পোশাক তৈরি হয় নানারকম সামগ্রী দিয়ে। তবে সত্যিই কোনও বিকল্প নেই পশমের। আজও চলছে রমরমিয়ে। এই মুহূর্তে বাংলায় হরেক কিসিমের শীত-পোশাকের মেলা। দোকানে দোকানে ছেয়ে আছে নানা রঙের সোয়েটার, শাল, টুপি, মাফলার ইত্যাদি। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত— সব শ্রেণির মানুষই হাসিমুখে কিনছেন পছন্দমতো জিনিস। অর্থাৎ পশমের পোশাক আজ ঘরে ঘরে।

প্রশ্ন জাগে, যে পশম সারা শরীরে গরমের আদর ছড়িয়ে দেয়, সেই পশম এল কোথা থেকে? পশমের মূল উৎস ভেড়ার লোম। পৃথিবীতে ভেড়া পালনের ঐতিহ্য দীর্ঘ। সর্বোপরি, ভেড়া ছিল প্রথম গৃহপালিত প্রাণীদের মধ্যে অন্যতম। কুকুর এবং ছাগলের সঙ্গেই পালিত হত। স্পেনের প্যালিওলিথিক গুহাচিত্রগুলো প্রায় তেরো হাজার বছর আগের। তাতে কিছু প্রাণীর গৃহপালিত হওয়ার প্রাথমিক প্রচেষ্টার ছবি ফুটে ওঠে। সেই সময়ে লোকেরা সম্ভবত মাংস এবং দুধের উৎস হিসেবে বন্য ভেড়া এবং ছাগল পালন করত। দুটি প্রাণীই মোটামুটি

পশমকথা

জাঁকিয়ে পড়েছে শীত। বেরিয়েছে বাক্সবন্দি শীতসঙ্গীরা। নানা উপকরণে ছেয়ে গেছে বাজার। তবে আজও বিকল্প নেই পশমের। সোয়েটার, শাল, টুপি, মাফলার— দোকানে এখন হরেক কিসিমের শীত-পোশাকের মেলা। পশমের মূল উৎস কী? উৎপাদিত হয় কোথায়? কীভাবে অঙ্গ হয়ে গেল জীবনের? লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

একই রকমের দেখতে। তাদের দেহাবশেষ আলাদা করা কঠিন। মনে করা হয়, খ্রিস্টপূর্ব নবম সহস্রাব্দে ভেড়ার পশম অনেক ছোট ছিল। সুতো তৈরিতে এটা খুব বেশি ব্যবহৃত হত না।

আকর্ষণীয় প্রভাব

প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় প্রায় ৬০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভেড়ার শরীর থেকে প্রথম লম্বা পশম সুতোর মতো জিনিস পাওয়া যায়। পশমের বস্ত্রের প্রাচীনতম নির্ভরযোগ্য আবিষ্কারটি অবশ্য ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দে। ধীরে ধীরে পশম প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি ছড়িয়ে পড়ে প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে।

খ্রিস্টপূর্ব ২৩০০-৮০০ সময়ের মধ্যে ব্রোঞ্জ যুগে ইউরোপ জুড়ে পশমের ব্যবহার দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। মহাদেশে আবিষ্কৃত প্রাচীনতম পশম কাপড়ের টুকরোগুলো ডেনিশ জলাভূমিতে পাওয়া যায়। এগুলো প্রায় ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের। ব্রোঞ্জ যুগে, উদ্ভিদ-ভিত্তিক তন্তু প্রক্রিয়াকরণের তুলনায় পশমের উৎপাদন প্রাধান্য পেতে শুরু করে। এই সময়ে একটি একক সুতোর ব্যাস ছিল ১ থেকে ২ মিমি। প্লেইন এবং টুইল বুনন এবং তাদের ডেরিভেটিভ ব্যবহার করা হত। এমনও প্রমাণ রয়েছে যে, এই সময়ের মধ্যে পশমের ফুলিং এবং ফেল্টিং পরিচিত ছিল। তাঁতিরা এস-টুইস্ট এবং জেড-টুইস্টের সঙ্গে ওয়েফট সুতো একত্রিত করে আকর্ষণীয় প্রভাব তৈরি করেছিলেন।

ডোরাকাটা বুননের কদর

৭৫০-৪৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, প্রাথমিক লৌহ যুগে তুলনামূলকভাবে রুক্ষ, অত্যাধুনিক কাপড় ধীরে ধীরে সরল, টুইল এবং এমনকী সাটিন বুননে সূক্ষ্ম সুতোর রূপ পেতে থাকে। হতে থাকে রঙিন। লাল, হলুদ এবং নীল। কখনও কখনও পশমের সঙ্গে লিনেন মেশানো হত। উত্তর-পূর্ব ইউরোপে বিশুদ্ধ পশমের প্রাধান্য ছিল। মধ্যপ্রাচ্যে বিশুদ্ধ পশমের সঙ্গে উল-লিনেনের মিশ্রণ দেখা যেত, যা বেশিরভাগ মহাদেশীয় ইউরোপে সাধারণত দেখা যায়।

লৌহ যুগের শেষের দিকে কাপড় কিছুটা ভারী এবং নকশাগুলো সরল হয়ে ওঠে। জটিল চেকার্ড বুননের পরিবর্তে ডোরাকাটা বুননের কদর বাড়ে। অনুসন্ধানগুলো ইঙ্গিত দেয় যে, এই সময়ে উদ্ভিদভিত্তিক উপকরণগুলো ফিরে আসতে শুরু করে।

মধ্যযুগের সূচনালগ্নে বেশিরভাগ কাপড় আমাদের কাছে এসেছে উত্তর ইউরোপ থেকে। যদিও ইউরোপের অন্যান্য অংশের সাধারণ মানুষ এই সময়ে কী পরতেন, সেই সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায় না। অভিজাতদের সমাধিক্ষেত্রে আমদানি করা সিল্ক এবং সিল্ক-লিনেন মিশ্রণের কাপড় ব্যবহৃত হত। নকশা করা হত সোনা বা রুপোর সুতোয়, যা সাধারণ বুনন, ডাবল কাপড়, ল্যাম্প এবং ব্রোকেডে বোনা হত। সাধারণ জনগণ সম্ভবত পশম, লিনেন, শণ কাপড় এবং নেটল কাপড় পরত।

প্রযুক্তির উন্নতি

মধ্যযুগের মাঝামাঝি সময়ে, বস্ত্র উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটে। সুতো এবং কাপড় উৎপাদন একটি গিল্ড ক্রাফটে পরিণত হয়। উৎপাদন দ্রুত করার জন্য নতুন কৌশল উদ্ভাবিত হয় এবং প্রযুক্তির উন্নতি হয়। একাদশ শতাব্দীতে প্রথম অনুভূমিক তাঁতের প্রচলন ঘটে, যা পুরনো উল্লম্ব তাঁতের তুলনায় অনেক বেশি দক্ষ। ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে, অনুভূমিক তাঁতে বুনন ব্যাপক হয়ে ওঠে এবং একই সময়ে আমরা চরকা আবিষ্কার দেখতে পাই, যা সুতো উৎপাদনকে উল্লেখযোগ্যভাবে ত্বরান্বিত এবং উন্নত করে। কাপড় তৈরির প্রক্রিয়াটি বিশেষায়িতকরণে বিভক্ত করা হয়েছিল, যা উৎপাদন ত্বরান্বিত করেছিল এবং অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছিল।

বাণিজ্য ও ভ্রমণের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, রেশম এবং তুলার মতো বিদেশি উপকরণগুলো মহাদেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তুলো ধীরে ধীরে সস্তা এবং প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হতে থাকে, যতক্ষণ না এটা প্রায় সকল সামাজিক শ্রেণির পোশাকে স্থান করে নেয়। এটা ইউরোপে প্রাথমিক উদ্ভিদভিত্তিক উপাদান হিসাবে লিনেনকে সরিয়ে দেয়। কখনও কখনও পশমের পরিবর্তেও ব্যবহৃত হত। তবে, অনেক ধরনের পোশাকের জন্য, যেমন ঠান্ডা আবহাওয়ার পোশাক এবং আনুষঙ্গিক, সামরিক ইউনিফর্ম, পুরুষদের স্যুট ইত্যাদিতে পশম অপূরণীয় প্রমাণিত হয়েছিল।

পশমের কাপড় তৈরির মূল কাঁচামাল হল ভেড়ার পশম। যদিও চমরিগাই গাই, লামা, ছাগল, উটের লোমও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ভেড়ার অনেক প্রজাতি আছে। তবে সকলের কাছে বস্ত্র উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত লোম নেই। শরীরের কোন অংশ থেকে তৈরি, পশুর বয়স এবং লিঙ্গের উপর নির্ভর করে লোমের গুণমানও পরিবর্তিত হয়ে থাকে।

লৌহ যুগ থেকেই ভেড়ার পশম কাটার জন্য মানুষ স্প্রিং শিয়ার ব্যবহার করত। তার আগে, চিরুনি দিয়ে পশম তুলতে হত। আজ, বৈদ্যুতিক শিয়ারগুলো লোম কাটার প্রক্রিয়াটিকে অনেক সহজ করে তুলেছে। কাঁচা লোম বা চর্বিযুক্ত লোম কাটার পরপরই প্রক্রিয়াজাত করা হয়। সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে প্রক্রিয়া দিনে দিনে উন্নত হয়েছে।

উৎপাদনকারী দেশ

অস্ট্রেলিয়া এবং চিন বিশ্বের বৃহত্তম পশম উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে চিহ্নিত। অস্ট্রেলিয়া দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্ব পশম বাজারে শীর্ষে। উচ্চমানের মেরিনো পশম উৎপাদনের জন্য পরিচিত। পাশাপাশি চিন ভোক্তা এবং উৎপাদক উভয় হিসাবে বিশ্বের পশম শিল্পের উপরও যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। (এরপর ১৮ পাতায়)

রবিবার
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
14 December, 2025 • Sunday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

পশমকথা

(১৭ পাতার পর)

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, বাজারের গতিশীলতা, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং কৃষি অনুশীলনের মতো বিভিন্ন কারণে নির্দিষ্ট র‍্যাঙ্কিং এবং উৎপাদনের মাত্রা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হতে থাকে। অস্ট্রেলিয়া এবং চিনের পাশাপাশি নিউজিল্যান্ড, তুরস্ক, ইরান, ইরাক, ইংল্যান্ড, মরক্কো, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত পশম উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

শীতের কাপড়ের ঐতিহ্য ও ইতিহাস বিশেষ করে বাংলার প্রেক্ষাপটে খুবই সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যময়। যদিও বাংলার শীত খুব কঠিন নয়। তবুও শীতকালে উষ্ণতার জন্য যেসব বস্ত্র ও পোশাক ব্যবহৃত হয়েছে শত শত বছর ধরে, তার পেছনে রয়েছে সংস্কৃতি, অর্থনীতি, জলবায়ু ও হস্তশিল্পের এক অপূর্ব মিশ্রণ। প্রাচীন বাংলায় শীতের প্রধান উষ্ণ বস্ত্র ছিল পশমী কাপড়, রেশমের শাল এবং সূচিকর্ম করা কাঁথা। পল্লব বংশের সময় থেকেই মসলিনের সঙ্গে শীতের জন্য মোটা সুতির কাপড় ও পশম মিশ্রিত কাপড় তৈরি হত।

মধ্যযুগে সুলতানি আমলে আরব, পারস্য ও তুর্কি প্রভাবে এসেছিল পশমিনা শাল, কাশ্মিরি শাল এবং দোশালা। ধনী পরিবারে শীতের প্রধান পোশাক ছিল কাশ্মিরি পশমিনা শাল ও দোশালা।

বাংলায় শীত

বাংলার গ্রামীণ নারীদের হাতে তৈরি কাঁথা শীতের সবচেয়ে বড় ঐতিহ্য। পুরনো শাড়ি, ধুতি, লুঙ্গি ইত্যাদি কাপড় একাধিক স্তরে জুড়ে সেলাই করে তৈরি হত এই উষ্ণ কাঁথা। শীতের রাতে শোয়ার সময় একাধিক কাঁথা গায়ে জড়ানো হত।

ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলায় হালকা থেকে মাঝারি ঠান্ডা থাকে। ভোর ও রাতে তাপমাত্রা দ্রুত নেমে যায়। শীতে আর্দ্রতা তুলনামূলক বেশি থাকায় বাতাসে একটা স্যাঁতসেঁতে ঠান্ডা অনুভূত হয়, যা শুষ্ক দেশের মতো কনকনে না হলেও শরীরে বেশি লাগে। শহরাঞ্চলে কুয়াশা ও ধুলোবালির কারণে সকালগুলো ধূসর থাকে, রোদ উঠলে একটু উষ্ণতা পাওয়া যায়। আমাদের শীতে ভারী বরফ-ঠান্ডা না থাকায় লেয়ারিং সবচেয়ে কার্যকর। এক্ষেত্রে পশম দারুণ কাজ করে। এখনও বাংলা জুড়ে শীতের মরশুমে অত্যাধুনিক পশমের পোশাকের রমরমা দেখা যায়।

শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতার নাগরিকরাও শীতবস্ত্র কিনতে মুখিয়ে থাকেন। তাঁদের জন্য শীতের শুরু থেকেই কলকাতায় বাহারি সব পশমের পোশাক নিয়ে হাজির ভুটিয়ারা। প্রতি বছরের মতো এই বছরেও নিউমার্কেট, ওয়েলিংটন স্কোয়্যার-সহ কলকাতার অনেক জায়গায় অস্থায়ী স্টল সাজিয়ে অল্প দামে গরম পোশাকের পসার মেলে বসেছেন নেপাল ও ভুটান-সহ ভারতের সিকিম, হিমাচল প্রদেশ, দার্জিলিং, কাশ্মীরের মতো শীতপ্রধান অঞ্চল থেকে আসা ব্যবসায়ীরা। তাঁদের বোনা পশমের নরম কম্বল-সহ শীতের রকমারি পোশাকও বেশ প্রসিদ্ধ। রকমারি রঙের নরম পশমের শাল, হাত মোজা, সোয়েটার, জ্যাকেট, মাফলার, টুপি, পঞ্চুর দারুণ চাহিদা।

মানতে হবে নিয়ম

পশমের সোয়েটার, জ্যাকেট শুধু পরলেই হল না, তার যত্নআত্তিও জরুরি। ঠিক ভাবে যত্ন না নিলে, কয়েক দিনের মধ্যে রোঁয়া ওঠা শুরু হবে। কাচা এবং শুকোনোর ভুলে নষ্ট হতে পারে সোয়েটারের জেল্লাও। সেটা যাতে না হয়, তার জন্য কিছু নিয়ম মানতে হবে। পশমের পোশাক সব সময় যে দোকানেই কাচতে দিতে হবে এমন কোনও মানে নেই। ঘরেও ধুয়ে নেওয়া যায়। তবে গরম জলে ভুলেও ধোয়া চলবে না। কড়া ডিটারজেন্ট পশমের চরম শত্রু। তাই কম ক্ষারের তরল সাবান ব্যবহার করতে হবে। স্বাভাবিক তাপমাত্রার ভিজিয়ে রাখতে হবে জলে। তবে মিনিট পনেরোর বেশি নয়। তার পর সাবধানে অল্প ঘষে পরিষ্কার জলে বার দুয়েক ধুয়ে নিলেই হবে। সাবানের পরিবর্তে শ্যাম্পু বা শীতের পোশাকের জন্য বিশেষ কার্যকর এমন কোনও ডিটারজেন্টও ব্যবহার করা যায়।

পশমের পোশাক কাচার পর বেশি নিংড়ানো উচিত নয়। প্রয়োজনে কলের উপর রেখে জল ঝরিয়ে নিতে হবে। পশমের পোশাক ঝুলিয়ে শুকোতে না দিয়ে, ছাদে কিংবা বারান্দায় যেখানে ভাল রোদ আসে এমন জায়গায় মাটিতে তোয়ালে পেতে শুকোতে দিতে হবে। পশমের পোশাক ঘন ঘন ধোওয়া ঠিক নয়। বেশি ধুলে পোশাকের কোমলতা আর ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে যায়। ঘাম-যুক্ত পশমের পোশাক আলমারিতে তুলে রাখলে পোকামাকড়ের আক্রমণ হতে পারে। রোদে শুকিয়ে তার পরেই আলমারিতে তোলা উচিত।

পশমের মোজা, মাফলার এবং টুপি শীতে প্রতিদিন ব্যবহার করলে দ্রুত ময়লা হয়ে যায়। তাই তিন-চার দিন পরপর উষ্ণ জলে শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত। এতে পশমের পোশাকের সুরক্ষা বজায় থাকবে এবং দীর্ঘদিন ভাল থাকবে।

পশমের জামাকাপড় থেকে অ্যালার্জি হয় অনেকের। পশম আসল সমস্যা নয়, সমস্যাটা হল অ্যালার্জির। শীতের দিনে গরম পোশাক, বিশেষত উলের সোয়েটার বা কম্বল নামানোর সময় অনেকের হাঁচি শুরু হয়। দীর্ঘ দিন ওয়ার্ড্রোবে বন্দি হয়ে রয়েছে এমন সোয়েটার বা জ্যাকেট নামিয়ে পরার সঙ্গে সঙ্গেই অ্যালার্জি হতে দেখা যায়। এই সমস্যাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'ডাস্ট মাইট অ্যালার্জি'। তাই গরম পোশাক নামানোর সময়ে সতর্ক থাকতে হবে।

নিষিদ্ধ ঘোষিত

সম্প্রতি পশমের তৈরি পোশাক ব্যবহার নিয়ে কোনও কোনও জায়গা থেকে আপত্তি উঠতে শুরু করেছে। নিউ ইয়র্ক ফ্যাশন উইকের মঞ্চে পশমের তৈরি উপকরণ ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। এই নিয়ম ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হবে। নিউ ইয়র্ক ফ্যাশন উইকের আয়োজক দ্য কাউন্সিল অব ফ্যাশন ডিজাইনারস অব আমেরিকা দাপ্তরিকভাবে বিষয়টি ঘোষণা করেছে। সিএফডিএর সঙ্গে এই উদ্যোগে শামিল হয়েছে হিউম্যান ওয়ার্ল্ড ফর অ্যানিমেলস অ্যান্ড কালেকটিভ ফ্যাশন জাস্টিস। সিএফডিএ জানিয়েছে, তাদের এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অংশগ্রহণকারীদের পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার জন্যই সেপ্টেম্বর ২০২৬ বেছে নেওয়া হয়েছে। বেশ কয়েক বছর ধরেই ফ্যাশনের এই মঞ্চে ফারের ব্যবহার খুবই কম দেখা গেছে। সিদ্ধান্তটিকে স্বাগত জানিয়েছে প্রাণী অধিকার নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। মনে করা হচ্ছে, এতে নিরীহ প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুরতা কমবে। সিএফডিএ বিবৃতিতে বলেছে, আশা করছি এই সিদ্ধান্তের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ডিজাইনারদের প্রাণিকুল সম্পর্কে আরও গভীরভাবে ভাবতে সাহায্য করবে। নতুন এই নিয়মে যেসব প্রাণীকে কেবল পশমের জন্য মেরে ফেলা হয়, যেমন মিঙ্ক, শিয়াল, খরগোশ, কারাকুল ভেড়া, চিনচিলা, কায়োটি, কমন র‍্যাকুন ডগ— সেইসব প্রাণীর পশম-সহ চামড়ার আবরণ ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হবে। তবে আদিবাসীদের যারা ঐতিহ্যবাহী শিকারপদ্ধতির মাধ্যমে প্রাণীর চামড়া সংগ্রহ করেন, তাদের জন্য কিছুটা ব্যতিক্রম নীতি থাকবে।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরেই প্রাণীর পশম-সহ নির্দয়ভাবে চামড়া সংগ্রহ করে ফ্যাশন পণ্য তৈরির বিষয়ে সমালোচনা করে আসছেন প্রাণীপ্রেমীরা। তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে সেরা চার ফ্যাশন উইকের মধ্যে প্রথমেই লন্ডন ফ্যাশন উইক ২০১৮ সাল থেকে ফার ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। এবার সেই পথে পা বাড়াল নিউ ইয়র্ক ফ্যাশন উইক। গুচি, কোচ, শ্যানেলের মতো লাক্সারি ব্র্যান্ডগুলোতেও সাত বছর ধরে বন্ধ আছে ফারের ব্যবহার। তবে মিলান ও প্যারিস ফ্যাশন উইকে এখনও ফারের ব্যবহার চোখে পড়ে। বিশ্বখ্যাত মিডিয়া প্রতিষ্ঠান কোড নেস্ট, 'এল' ও 'ইনস্টাইল' ম্যাগাজিন সম্পাদকীয় নীতি তৈরি করে ফারের প্রচার এবং বিজ্ঞাপন বন্ধ রেখেছে।

ভালমন্দ দুটো দিকই আছে। এইসব সংস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সর্বত্র পশমের তৈরি উপকরণ ব্যবহার নিষিদ্ধ হলে ভবিষ্যতে মুখ থুবড়ে পড়বে বৃহৎ এই শিল্প। কর্মহীন হবেন বহু মানুষ। সেটাও কিন্তু ভাবতে হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

14 December, 2025 • Sunday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in

১৯
১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
রবিবার

ডেটা চোরের উৎপাত

সাধারণ মানুষ ইন্টারনেটের দুনিয়ায় এতটাই মেতে আছেন যে, তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত তথ্যগুলোর খেয়াল রাখতেও ভুলে যান। ওদিকে চোরেরা ওঁত পেতে আছে কোন সুযোগে সেগুলো চুরি করে— এ-বিষয়ে মানুষকে সচেতন করে তুলতেই কলম ধরেছেন **তুহিন সাজ্জাদ সেখ**

ইন্টারনেট পাড়ায় চোরের উৎপাত

ব্যস্ত সবাই এদিক-ওদিক করছে ঘোরাঘুরি– বাবু হাঁকেন, 'ওরে আমার গোঁফ গিয়েছে চুরি!' গোঁফ হারানো! আজব কথা! তাও কি হয় সত্যি? গোঁফ জোড়া তো তেমনি আছে, কমেনি এক রত্তি।

গোঁফ হারানোর গল্প শুনে নিশ্চয়ই হাসি পাচ্ছে—পাবেই তো; গোঁফ তো গোঁফের জায়গাতেই আছে তার আবার চুরি কীসের। একদম ঠিক কথা, কিন্তু বাস্তবে গোঁফ চুরি সত্যি! গতকাল সন্ধ্যায় দেখি পরিতোষ আমাকে ফেসবুকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে। পরিতোষ আমার ছোটবেলার বন্ধু। ফেসবুকে খুবই অ্যাক্টিভ। রিল বানিয়ে টাকা পাওয়ার দোরগোড়ায়! ভাবলাম নতুন কোনও ফেসবুক আইডি খুলে হয়তো আমাকে রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে। অ্যাকসেপ্ট করতে যাব এমন সময় কী মনে হল কী জানি— একবার ফোন করলাম। ও বলল, সে নাকি নতুন কোনও আইডি-ই খোলেনি! একটু নেড়েচেড়ে দেখতেই জানা গেল ওটা ফেক আইডি। অন্য কেউ বানিয়েছে। দেখলেন, চোরের কেমন কাজ! ওর প্রোফাইল ওর কাছেই রয়েছে, অথচ কেউ একজন হুবহু ওর প্রোফাইল বানিয়ে রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছে। হল না গোঁফ চুরি! আসলে ওরা ডেটা চোর। অন্যের তথ্য চুরি করে, বলা ভাল কপি পেস্ট করে নকল পরিচয় তৈরি করে। আপনাদের অনেকের সঙ্গেই এমন ঘটনা হামেশাই হচ্ছে। উদ্দেশ্য একটাই, লোক ঠকানো! বর্তমানে ইন্টারনেট দুনিয়ায় এদের উৎপাত খুবই বেড়েছে। সামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক অত্যাচারের শিকার হতে হচ্ছে এই ডেটা চোরের দৌরাত্ম্যে।

সীমানা পেরিয়ে

সাল ১৯৬৮, অ্যাপ্রানেটের হাত ধরে পৃথিবীর বুকে ইন্টারনেটের আগমন। সে এক বিরাট প্রাপ্তি! কিছু কমতি ছিল বটে; সেসব কাটিয়ে ১৯৮৩ সালের ১ জানুয়ারি অ্যাপ্রানেট ও দ্য ডিফেন্স ডেটা নেটওয়ার্কের একত্রিত প্রচেষ্টায় পুরোপুরিভাবে ইন্টারনেটের প্রাপ্তি ঘটল। বিশ্ব জুড়ে তখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে সীমানা পেরোনোর হিড়িক! ভারতবাসীরাও এ-ব্যাপারে পিছিয়ে ছিলেন না; এডুকেশনাল রিসার্চ নেটওয়ার্কের হাত ধরে ইন্টারনেটের ভারতে অনুপ্রবেশ ১৯৮৬ সালে। তবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে ইন্টারনেটের পরিচয় ঘটে ১৯৯৫ সালের ১৫ অগাস্ট, স্বাধীনতা দিবসের দিন। এই শুভ কাজটির সূচনা করেছিল বিদেশ সঞ্চার নিগম লিমিটেড। ব্যস, তাহলে আর কী! এরপর থেকে সাধারণ মানুষ মারাত্মকভাবে ইন্টারনেট-নির্ভর হয়ে পড়ে— সহজেই এবং তাড়াতাড়ি তথ্যের লেনদেনের তাগিদে।

এরমধ্যে ১৯৯১ সালে ব্রিটিশ প্রোগ্রামার টিম বার্নার্স লি এই পৃথিবীকে উপহার দিলেন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব। চারিদিকে হইচই পড়ে গেল। ক্রমে প্রযুক্তির বাজারে এল সোশ্যাল মিডিয়া। ১৯৯৭ সালে মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয় প্রথম স্যোশাল মিডিয়া সাইট সিক্স ডিগ্রিজের। পিছু পিছু আসে ট্যুইটার, ফেসবুক, উইচ্যাট, শেয়ার চ্যাট, ইনস্টাগ্রাম, পিন্টারেস্ট, কিউজোন, উইবো, ভিকে, টাম্বলার, বাইদু তিয়েবা, থ্রেডস ও লিঙ্কডইন-এর মতো সমাজমাধ্যমগুলো। তবে ইউটিউব, লেটারবক্সড, কিউকিউ, কোরা, টেলিগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ, সিগন্যাল, লাইন, স্ন্যাপচ্যাট, ভাইবার, রেডিট, ডিসকর্ড, বিকিস ও টিকটকের মতো জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত মাধ্যমগুলোকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় মনে করা হয়। সমাজমাধ্যমে সাধারণ মানুষের ঢল এখন সামলানো দায়! অন্যকে চেনা এবং নিজেকে তুলে ধরার এ এক অনন্য উপায়।

ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়ার পাশাপাশি বিজ্ঞান এই বিশ্বকে আরও একটি মনে রাখার মতো উপহার দিয়েছে। সাল ১৯৯২, পৃথিবীর মানুষ পেল আইবিএম সাইমন পার্সোনাল কমিউনিকেটর মোবাইল, বলা ভাল স্মার্টফোন, তবে স্মার্টফোন কথাটি অফিসিয়ালি ব্যবহৃত হয় ১৯৯৭ সাল থেকে। আমাদের দেশেও প্রথম টাচস্ক্রিন স্মার্টফোন আসে ২০০৪ সালে, নোকিয়া ৭৭১০। যদিও সাধারণ মানুষ প্রথম ব্যবহার করে ২০০৮ সালের নোকিয়া ৫৮০০ এক্সপ্রেস মিউজিক। এখন মজার কথা, আজকের দিনে আমরা ছোট থেকে বড় সবাই সারাক্ষণ ইন্টারনেট, স্মার্টফোন ও সোশ্যাল মিডিয়ার ত্রিকোণ প্রেমে মগ্ন।

রঙিন দুনিয়ার আবেশ

সকাল থেকে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত, রাত কাটিয়ে আবার সকাল, সর্বক্ষণই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নিত্য সঙ্গী হয়ে উঠেছে ইন্টারনেট, স্মার্টফোন ও স্যোশাল মিডিয়া। কিন্তু সবটাই যে শুধুমাত্র ভালর জন্য, কাজের কথা ভেবে তা নয়; বর্তমানে ইন্টারনেটের ব্যবহার অনেকটাই অকারণে হচ্ছে। ছোট থেকে বড় প্রায় সকলেই সোশ্যাল মিডিয়ার তাড়িত আবেগের বশে সময় নষ্ট করে চলেছে। লাইক, শেয়ার ও কমেন্টের মায়াবী জালে ওরা পুরোপুরি আটকে গেছে। বিজ্ঞানের আশীর্বাদ ক্রমেই অভিশাপ হয়ে দেখা দিচ্ছে।

জার্মান সংস্থা স্ট্যাটিস্টার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এইসময় পৃথিবীর প্রায় ৫৫২ কোটি মানুষ ইন্টারনেট এবং ৪৮৮ কোটি মানুষ স্মার্টফোন ব্যবহার করেন। ভারতেও প্রায় ৯৫.৪৪ কোটি মানুষ ইন্টারনেট এবং ৬৫.৯ কোটি মানুষ স্মার্টফোন ব্যবহার করেন। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইন্টারনেট দুনিয়ায় চলাফেরা করেন চিন এবং ভারতের লোকেরা। জিএসএমএ ইন্টেলিজেন্সের একটি রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, আমাদের দেশে প্রায় ১১২ কোটি সেলুলার মোবাইল কানেকশন রয়েছে। (এরপর ২০ পাতায়)

রবিবার
14 December, 2025 • Sunday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ডেটা চোরের উৎপাত

(১৯ পাতার পর)

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ডেটা রিপোর্টাল-এর তথ্য-পরিসংখ্যান বলছে, এই মুহূর্তে পৃথিবীর প্রায় ৫২২ কোটি সক্রিয় স্যোশাল মিডিয়া ইউজার রয়েছে; যার মধ্যে ৪৬.২ কোটি ভারতবাসী। শুধু ফেসবুকেই রয়েছে প্রায় ৩৭ কোটি ভারতীয়র অ্যাকাউন্ট; ইউটিউবে ৪৬ কোটি, লিঙ্কডইনে ১২ কোটি, ইনস্টাগ্রামে ৩৬ কোটি, স্ন্যাপচ্যাটে ২০ কোটি, ফেসবুক মেসেঞ্জারে ১২ কোটি, এছাড়াও ট্যুইটার অর্থাৎ এক্সেও রয়েছে প্রায় ৩ কোটি ভারতীয়র অ্যাকাউন্ট।

শিকারির পাতা ফাঁদ

সভ্যতা দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। সেই গতির সঙ্গে তাল মেলাতেই সাধারণ মানুষ আজ ইন্টারনেটের সঙ্গে এত বেশি যুক্ত। কিন্তু অনলাইনের সমস্ত যোগাযোগ কিংবা কাজকর্ম সুরক্ষিত নয়। শুধু কি তাই, আমরা অধিকাংশ সময়ই অত্যন্ত অসচেতনভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করি। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষের মোবাইল-ইন্টারনেট ইউজারদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি গ্রামের মানুষ। তাই আমরা সবসময় মায়াবী অনলাইনের চাল বুঝতে পারি না।

ওরা শিক্ষিত, প্রশিক্ষিত ভদ্রলোক, কিন্তু ওদের মনে চোর, ওরা ওঁত পেতে বসে থাকে অনলাইনে, সুযোগ খোঁজে আমার-আপনার মতো ইউজারদের প্রোফাইলে সিঁদ কাটার জন্য, মাঝেমধ্যে নানারকম লটারি জেতা, টাকা পাওয়া, গিফ্ট পাওয়ার মতো লোভনীয় লিঙ্ক পাঠায়, মেসেজ করে, কখনও কখনও ফোনও করে, ওটিপি চাই, কিন্তু দিলেই শেষ! দেখবেন আমার-আপনার ব্যক্তিগত সমস্ত তথ্য নিমেষে চুরি গেছে। আপনি জানতেও পারবেন না, আপনার নাম করে কে কখন ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে হাওয়া হয়ে গেছে; কিংবা হয়তো আপনার নাম করে মোটা টাকার লোন তুলেছে; নাহয় কোনও ষড়যন্ত্র করছে। কিন্তু ঠকছেন আপনি। আজকালকার ডিজিটাল ডেটা চোরের এমনই কারসাজি!

স্যোশাল মিডিয়ায় অ্যাকাউন্ট খোলা মানেই নিজের গোপনীয়তার সঙ্গে আপস করা। কিন্তু তাতে কী— সময়ে সময়ে সেলফি পোস্ট, কী খাচ্ছি কোথায় যাচ্ছি, কার সঙ্গে যাচ্ছি, কী পরেছি কী পরব এসব না জানালেই যেন নয়! লাইক কমেন্ট শেয়ারের উত্তেজনাই আলাদা! পর্দার আড়ালের ডেটা চোর সেখান থেকেই জেনে নিচ্ছে আমার-আপনার ভাল-লাগা, মন্দ-লাগা, পেশা, নেশা ও এমনকী সারাদিনের কাজের শিডিউল। চট করে তৈরি করে ফেলছে একটি উপযোগী ডিজিটাল প্রোফাইল। প্রয়োজনমতো বেচে দিচ্ছে কোনও এক থার্ড পার্টির কাছে। তথ্যের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন! দুর্ভাগ্য ওই তথ্য আমার-আপনার একান্তই ব্যক্তিগত; আমাদেরই অসচেতনতার কারণে ডেটা চোরেরা সেগুলো নিয়ে ব্যবসা করছে।

চোরের বুদ্ধি

আজকাল এইসব ডিজিটাল চোরের উপদ্রব বড্ড বেড়েছে। সাইবার জগতে অপরাধের তালিকা প্রতিদিন দীর্ঘ হচ্ছে। পাবলিক রেসপন্স এগেইনস্ট হেল্পলেসনেস অ্যান্ড অ্যাকশন ফর রিড্রেসাল বা প্রহরের রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, আমাদের দেশেও আগামী ২০৩৩ সালের মধ্যে সাইবার অ্যাটাকের সংখ্যা বছরে ১ ট্রিলিয়ন পর্যন্ত বেড়ে যাবে। দুঃখজনক যে, এই সংখ্যাটি আগামী ২০৪৭ সালে গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় ১৭ ট্রিলিয়ন। পিডব্লিউসি ইন্ডিয়া খোঁজ নিয়ে জেনেছেন, প্রায় ১৬ শতাংশ ভারতীয় ইন্টারনেট ইউজার তাদের ডেটা সিকিউরিটি বা ডেটা প্রাইভেসির ব্যাপারে কোনও কিছুই জানেন না।

আড়ালে থাকা ডেটা চোরেরা এইসব অসাধু কাজকর্ম সম্পন্ন করতে নানা ধরনের উপায় বাতলে থাকেন। মোবাইল-ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সামান্য ভুল কিংবা অসাবধানতার সুযোগ নিয়ে ওরা তথ্য লোপাট করে। ইমেইল বা সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের দুর্বল পাসওয়ার্ডগুলো ধারণা করে প্রোফাইলে লগইন করে।

কখনও ফিশিং সাইটের প্রলোভনে কোনও ইন্টারনেট ইউজারের গোপন তথ্য আদায় করে নেয়। এমনকী ম্যালওয়্যার, রানসামওয়্যার, ভাইরাস কিংবা ডিজিটাল ব্ল্যাক মেইলিং-এর মাধ্যমে তথ্য হাতিয়ে নিচ্ছে ডেটা চোরের দল। বেচে দিচ্ছে ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান, উৎপাদনশীল কোম্পানি, রাজনৈতিক দল, বেসরকারি সংস্থা, স্বার্থপর ব্যবসায়ী কিংবা কোনও সন্ত্রাসী গ্রুপের মতো থার্ড পার্টির কাছে। পয়সার বিনিময়ে পরের গোপনীয়তা একদল বিক্রি করছে, অন্যদিকে একদল কিনছে, সবটাই মুনাফার জন্য। কিন্তু ঠকছে সাধারণ মানুষ!

বাঁচার উপায়

তথ্যের গোপনীয়তা নষ্ট হওয়ার কারণেই সাইবার ক্রাইমের শিকার হচ্ছেন বহু মানুষ। বদলে যাচ্ছে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমীকরণগুলো। শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে ঘটছে খারাপের জোরপূর্বক অনুপ্রবেশ। দূষিত হচ্ছে পরিবেশ। ভুগছে জনস্বাস্থ্য। ব্যক্তিগত তথ্যের এই ধরনের অপব্যবহার বন্ধ করতে, সাধারণ মানুষের মধ্যে ডেটা সিকিউরিটি ও ডেটা প্রাইভেসির ব্যাপারে সচেতনতা বাড়াতে সারা পৃথিবী জুড়ে প্রতিবছর ২৮ জানুয়ারি দিনটি পালিত হয় 'ডেটা প্রাইভেসি ডে' হিসেবে।

নানারকম গেমসে টাকা উপার্জন, কর্মসংস্থান, লোন, ফেক ওয়েবসাইট, এনজিও, বার কোড, কিউআর কোড, ভরতুকি, অনলাইন বুকিং, ফ্রি হোম ডেলিভারি, কিংবা স্টক মার্কেটে দারুণ রিটার্নের প্রলোভন হোক কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ায় মানহানির ভয় দেখানো, এভাবেই চলে ইনফরমেশন সংগ্রহের চক্র। এই ফাঁদ আটকাতেই, মানুষকে ডিজিটাল শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে, কাউন্সিল অব ইউরোপ ২০০৭ সালে প্রথম ইউরোপিয়ান ডেটা প্রোটেকশন ডে পালন করে। দু'বছর পর ইউনাইটেড স্টেটসের হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ রিজোলিউশন পাশ করে ২০০৯ সালের ২৮ জানুয়ারি ন্যাশনাল ডেটা প্রাইভেসি ডে হিসেবে চিহ্নিত করে। সেই থেকেই এই দিনটি আমেরিকা, কানাডা, কাতার, নাইজেরিয়া, ইজরায়েল-সহ ইউরোপের আরও ৪৭টি দেশে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে উদযাপিত হয়।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষেও ডেটা সিকিউরিটি কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার উদ্যোগে এই দিনটি পালন করা হয়। অন্ধকারে থাকা ডেটা চোর বা হ্যাকারদের কাছে তথ্যগুলো যেন জানলার ধারে রাখা আছে; এখন সেগুলো রক্ষা করতে হলে জানলার গায়ে বেড়া দিতে হবে তাহলে আর চোর ঢুকতে পারবে না; যাকে বলে ডেটা সিকিউরিটি। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, শুধু বেড়া নয়, প্রয়োজনে জানলার গায়ে কোনও পর্দা, নাহয় জানলাটা পুরো বন্ধ করে দিতে হবে, যাকে বলে ডেটা প্রাইভেসি বা প্রোটেকশন। তাহলে আর চোর দেখতেও পাবে না, চুরিও করতে পারবে না। তাই আমাদের ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় ডিভাইসের সফটওয়্যার ও অ্যাপগুলো লেটেস্ট ভার্সন আপডেট করে রাখতে হবে, পাসওয়ার্ড যতটা সম্ভব আনকমন ও কঠিন রাখতে হবে, ব্রাউজিং-এর সময় কুকিজ এবং ক্যাশে গুলো ডিলিট করে দিতে হবে। ওয়েবসাইটে লগইন করলে প্রাইভেসি সেটিংসে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া খুবই জরুরি। অন্যথায় বিপদ এড়ানো মুশকিল!

ডিজিটাল অ্যারেস্টের ফাঁদ

■ তবে আজকের ডিজিটাল যুগে প্রতারণার রূপ বদলে গেছে, আর সেই বিবর্তনের এক কুৎসিত অধ্যায় হল তথাকথিত ডিজিটাল অ্যারেস্ট, একটি মনস্তাত্ত্বিক ফাঁদ, যা প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষের ভয়কে পুঁজি করে। সাইবার অপরাধীরা প্রথমে নিজেকে সরকারি সংস্থার কর্মকর্তা, পুলিশ বিভাগ, বা বিচার বিভাগের প্রতিনিধি পরিচয় দিয়ে ভুক্তভোগী কে তথ্যগত চাপে ফেলতে চায়। ইমেইল, হোয়াটসঅ্যাপ, কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ার ইনবক্স, যে কোনও মাধ্যমেই তারা পাঠিয়ে দেয় নকল অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট বা সমন। অভিযোগের তালিকা ছড়িয়ে থাকা অ্যালগরিদমের মতো—পর্নোগ্রাফি, স্মাগলিং, মানি লন্ডারিং কিংবা ড্রাগ ট্রাফিকিং। সবই সাজানো, সবই ভুয়ো, আকর্ষণের মতো কিন্তু ভিত্তিহীন।

সামাজিক মনোবিজ্ঞান বলছে, এ ধরনের প্রতারণা আমাদের মস্তিষ্কের 'ফাইট-অর-ফ্লাইট' প্রতিক্রিয়া সক্রিয় করে। মস্তিষ্কের অ্যামাইগডালা আতঙ্কে ভরপুর সিদ্ধান্ত নেয়, যুক্তির প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স তখন প্রায় অচল হয়ে পড়ে। গুরুত্বহীন সন্দেহও তখন সত্যের রূপ নেয়। ফলে সাধারণ মানুষ তড়িঘড়ি নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে নথি, পরিচয়পত্র, ব্যাঙ্ক ডিটেলস, এমনকী ভারী অঙ্কের টাকাও পাঠিয়ে দেন অপরাধীদের হাতে। প্রতারণা ঘটে দিনদুপুরে, প্রযুক্তির আলোয় দাঁড়িয়ে মানুষ যেন মানসিক অন্ধকারে পড়ে যায়।

এই চক্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মূলমন্ত্র হল তথ্য ও সচেতনতা। কোনও সরকারি দফতর কখনওই ফোন, মেসেজ বা সোশ্যাল মিডিয়ার ইনবক্সে কাউকে গ্রেফতারের নোটিশ দেয় না। এটি একটি মৌলিক প্রশাসনিক প্রোটোকল। সন্দেহজনক বার্তা পাওয়ামাত্রই তথ্য যাচাই করা, অফিসিয়াল হেল্পলাইন ব্যবহার করা এবং নিজেকে শান্ত রাখতে পারাই সবচেয়ে বড় ঢাল। বিজ্ঞান যেমন সত্যের অনুসন্ধান শেখায়, তেমনই ডিজিটাল নাগরিকত্ব শেখায় সচেতনতা ও প্রমাণভিত্তিক বিচারবোধ। এই দুইয়ের সমন্বয়েই প্রতারণার অন্ধকার ভেদ করে একজন হয়ে ওঠে নিরাপদ, আত্মবিশ্বাসী ব্যবহারকারী, যিনি প্রযুক্তিকে ব্যবহার করেন, কিন্তু প্রযুক্তির ফাঁদে পড়েন না।